সুপ্রভাত সিডনি™

সত্যের সাথে সব সময়

The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper

Suprovat Sydney

Suprovat Sydney, April 2019, Volume-4, No-10 ISSN 2202-4573 www.suprovatsydney.com.au

বাংলাদেশী লেখিকার বইয়ের মোড়ক উন্মোচন ● পৃষ্ঠা-১২

বাংলাদেশী সিটিজেন অফ অস্ট্রেলিয়ার BBQ ● পৃষ্ঠা-১০

মুসলিম কমিউনিটি (AMCNS) ন্যশনাল সামিট ● পৃষ্ঠা-৭

সারি হিলস জামে মসজিদের ইমামের মৃত্যু ● পৃষ্ঠা-১২

শাপলা সিটি প্রাইভেট লিমিটেড ● পৃষ্ঠা-১৯

নিউজিল্যান্ডে সন্ত্রাসী হামলার প্রতিক্রিয়ায় অস্ট্রেলিয়ায় ব্যাপক আলোড়ন

এম এ ইউসুফ শামীম

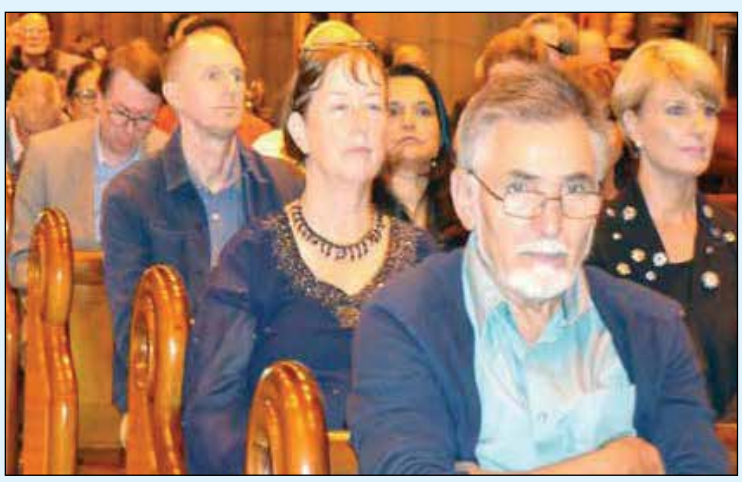

১৫ মার্চ ২০১৯ শুক্রবার দুপুরে জুমা নামাযের সময় নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চ শহরের দুটি মসজিদে সন্ত্রাসবাদী হামলা পুরো পৃথিবীকে যেন তুমুল এক ধাক্কা দিয়েছে। আল নূর মসজিদ (Masjid Al Noor 101 Deans Ave, Riccarton, Christchurch 8011, New Zealand) এবং লিনউড ইসলামিক সেন্টারে (Linwood Masjid 223A Linwood Ave, Linwood, Christchurch 8011, New Zealand) এই উপর্যুপরি হামলায় এ পর্যন্ত ৪৯ জন নারী, শিশু, পুরুষ এবং বৃদ্ধের নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এছাড়াও আহত হয়েছেন আরো অনেক মুসলমান। ***১৬ পৃষ্ঠায় দেখুন***

আল জাযিরায় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টার সাক্ষাতকার : একটি পর্যালোচনা

ড:ফারুক আমিন, সুপ্রভাত সিডনি

কাতারভিত্তিক টিভি চ্যানেল আল জাযিরা বর্তমান বিশ্বে সুপরিচিত একটি নাম। ১৯৯৬ সালে যাত্রা শুরু করে বর্তমানে সারা বিশ্বে আল জাযিরা অনেক দর্শকের পছন্দের শীর্ষে থাকা টিভি চ্যানেল।

বিশেষ করে আফগান যুদ্ধ এবং ইরাক যুদ্ধের সংবাদ, বিভিন্ন দেশে `আরব বসন্তের, খবরাখবর এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গে তাৎক্ষণিক ও নিরপেক্ষ পরিবেশনার মাধ্যমে বর্তমানে আল জাযিরা সারা বিশ্বের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ গণমাধ্যমে পরিণত হয়েছে।

নিয়মিত সংবাদের পাশাপাশি আল জাযিরার নানা বিশ্লেষণধর্মী টক শো, সাক্ষাতকার ও ডকুমেন্টারি অনুষ্ঠানগুলো প্রায়শ পুরো বিশ্বের দর্শকদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে। এমনই একটি অনুষ্ঠান হলো সাংবাদিক মেহেদী হাসানের উপস্থাপনায় পরিচালিত অনুষ্ঠান `হেড টু হেড,। এ অনুষ্ঠানে মেহেদী হাসান বিশ্বের নানা দেশের গুরুত্বপূর্ণ মানুষদেরকে চলতি প্রসঙ্গে প্রশ্ন করে থাকেন। অনুষ্ঠানে দর্শকরা উপস্থিত থাকার ও প্রশ্ন করার সুযোগ পায়। সর্বোপরি উপস্থাপক মেহেদী হাসানের সাথে প্যানেল আলোচক হিসেবে আরো দুই বা তিনজন বিশেষজ্ঞও উপস্থিত থাকেন দর্শকদের পাশাপাশি। ***৬ পৃষ্ঠায় দেখুন***

সুপ্রভাত সিডনি™
সত্যের সাথে সব সময়
Trade Marked & Registered by Australian Government
ACN- 600 352 716 ABN-93600352716
Registration: BN 98533502
TM:1391330
Bangladesh Community Leading Newspaper In Australia
Suprovat Sydney Family

Editor in Chief
Md Abdullah Yousuf (Shamim)

Editor
Dr Faroque Amin

Special Divisional Editor
Ahmed Raju

Distributor
Arif Rahman

Reporters
M.A Bashar, Habib Hasan
Mohammad Golam Mostafa
Syed Anwarul Kabir (Fuad)

Address
P.O Box- 398, Lakemba, NSW 2195,
Australia.
MBL: 0423 031 546
E-mail
suprovat.ceo@gmail.com
Bank Details
Suprovat Sydney, BSB: 032 065 A/C 247 887
Like Us On Facebook
www.facebook.com/suprovatpage
Tweet : @SuprovatSydney

বিগত মাসটি আধুনিক সভ্যতার ইতিহাসে একটি কলঙ্কখচিত মাইলফলক হয়ে বিদ্যমান থাকবে। এ মাসের মাঝামাঝি শুক্রবার দিন জুমার নামায পড়তে যখন মুসল্লিরা তাদের কাছে সর্বাপেক্ষা পবিত্রতা, শান্তি এবং নিরাপত্তার স্থান মসজিদে সমবেত হচ্ছিলো, নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চ শহরের দুটি মসজিদে এক উগ্র ডানপন্থী রাজনৈতিক চিন্তাধারার অনুসারী শ্বেতাঙ্গবাদী সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে ঊনপঞ্চাশজন মানুষকে হত্যা করেছে। গুরুতর আহত হয়েছে অনেকেই।

বর্তমানে প্রযুক্তির উন্নতির ফলে পুরো পৃথিবী যখন একটি ক্ষুদ্র জনপদে পরিণত হয়েছে, এমন এক সময়েও কিছু মানুষ তাদের নিজেদের আবদ্ধ চিন্তা ও ঘৃণানির্ভর আদর্শকে অবলম্বন করে টিকে আছে। বিশ্বব্যাপী গণমাধ্যম এবং রাজনীতিবিদদের সম্মিলিত প্রোপাগান্ডার ফলে পুরো মুসলিম জনগোষ্ঠীর গায়ে সন্ত্রাসী তকমা লেগে গেলেও সময়ের পরিক্রমায় বাস্তব অবস্থা এখন অনেকের সামনেই পরিস্কার হয়ে যাচ্ছে। আগামীর পৃথিবীতে যদি নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনা করা হয় তখন ক্রাইস্টচার্চের এই সন্ত্রাসী হামলাকে গুরুত্ব এবং অর্থবহতার দিক থেকে একবিংশ শতাব্দীর অন্যতম ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করা হলেও তা কোন আশ্চর্যের বিষয় হবে না।

মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর এই ন্যাক্কারজনক সন্ত্রাসী হামলা ঘটে যাওয়ার প্রতিক্রিয়ায় গৃহীত নিউজিল্যান্ড সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা সারা পৃথিবী জুড়ে প্রশংসিত হয়েছে। বিশেষত, সে দেশের প্রধানমন্ত্রী জাসিন্ডা আর্ডেনের মানবিক অভিব্যক্তি এবং নিখাদ সহমর্মিতা সবার মন জয় করে নিয়েছে।

অন্যদিকে দুঃখজনকভাবে এই সন্ত্রাসী মনোবৃত্তির প্রতি অস্ট্রেলিয়ার কিছু রাজনীতিবিদদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থন সবাইকে বিস্মিত ও দুঃখিত করেছে। তবে এ কথা বলতেই হয় যে অস্ট্রেলিয়ার বেশিরভাগ রাজনীতিবিদ এবং সর্বস্তরের সাধারণ মানুষেরা উন্মুক্ত এবং সহানুভূতিশীল মানসিকতা নিয়েই মুসলিম কমিউনিটির পাশে দাঁড়িয়েছেন।

বিগত মাসের একদম শেষে এসে বাংলাদেশে আবারও ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। পুরনো ঢাকায় আগুনে পুড়ে শতাধিক মানুষের নির্মম মৃত্যুর স্মৃতি এখনো সজীব, এর মাঝেই উত্তরার বহুতল ভবনে ভয়াবহ আগুনে মানুষ মারা গিয়েছে। এ ঘটনায় অগ্নিনির্বাপনে সরকারী ব্যর্থতা জনগণের মাঝে প্রচুর সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষমতা দখল করে রাখা রাজনীতিবিদরা যখন দেশকে সিঙ্গাপুর কিংবা সুইজারল্যান্ডের মতো উন্নত হিসেবে দাবী করেন, তখন সে দেশের দশ বারো তলা উঁচু ভবনের আগুন নেভানোর যন্ত্রপাতি এবং উপকরণ না থাকায় দমকল বাহিনীকে অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, এটি একটি প্রহসন। এ দৃশ্য দেখে একটি প্রশ্নই এখন জোরদার হয়ে উঠছে, দেশের হাজার কোটি টাকা যথেচ্ছা লুটপাট করে যে উন্নয়নের মহড়া দেখানো হয়, সে উন্নয়নের বলি সাধারণ জনতার এ দুর্ভোগ কখন শেষ হবে? কখন বাংলাদেশের মানুষ তাদের ন্যূনতম নাগরিক অধিকার ও মানবিক নিরাপত্তার স্বাভাবিক নিশ্চয়তা টুকু পাবে?

Omrah Hajj
Authorized Omrah Agent
LTC Lakemba Travel Centre
Lakemba Travel Centre
Please Contact Now
8/61-67Haldon Street, Lakemba NSW 2195
Sydney, Australia
বাংলাদেশের টিকিটে এখন আমরাই অপেক্ষাকৃত সস্তা
ইকবাল- ০৪৫০ ২৩৪ ৭৮৬
02 9750 5000 P
02 9750 5500 F
info@lakembatravel.com.au E
www.lakembatravel.com.au W

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

স্বাধীনতা -মুক্তির স্বাদ

।। রাণা চ্যাটার্জী

"মুক্তিযুদ্ধ "এই তাৎপর্যপূর্ণ শব্দের মধ্যে কোথাও যেন মুক্তির স্বাদ লুক্কায়িত। "মুক্তি"বা "স্বাধীনতা" যদি প্রবল সংগ্রাম-যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আসে ও অনুপ্রেরণা হয়ে অবস্থান করে তবে তার স্বাদ অতুলনীয়। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ এক রক্ত ক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় যা পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের সশস্ত্র সংগ্রাম যা ওই বছরের ডিসেম্বরে মাসে পরিসমাপ্তি হয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ। এই দীর্ঘ কয়েক মাসের স্বাধীনতা যুদ্ধের ফল হিসাবে বিশ্ব মানচিত্রে আমাদের প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ।

২৫শে মার্চের অন্ধকার রাতে, পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী পূর্বপাকিস্তানে বাঙালি নিধনে ঝাঁপিয়ে পড়লে মুক্তি যুদ্ধের সূচনা ঘটে।ওই ভয়ঙ্কর রাতে ঢাকা সহ পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আক্রমণের ফলে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎও প্রতিবন্ধকতার পথে পড়ে ।বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে বিচারের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয় ।

এই শুরু হওয়া মুক্তি যুদ্ধের আন্দোলনে অসংখ্য নিরীহ মানুষ,নাগরিক, ছাত্র শিক্ষক,বুদ্ধিজীবী,
মহিলাদের কাতারে কাতারে অংশগ্রহণ ,ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আগুন ছড়িয়ে দেয় যার প্রত্যক্ষ প্রভাব আমাদের এপার বাংলা তথা ভারতবর্ষে আছড়ে পড়ে। প্রতিবাদী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের বলিষ্ঠ দুই লাইন এই প্রসঙ্গে ভীষণ মনে পড়ছে:

"সাবাস বাংলাদেশ এ পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়, জ্বলে পুড়ে মরে,ছারখার তবু মাথা নোয়াবার নয়।

এই স্বাধীনতার যুদ্ধে এক উত্তাল জনগোষ্ঠী,পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনের চব্বিশ বছরের গ্লানি থেকে মুক্তির পথ খুঁজে গর্জে উঠেছিল।বাঁচার লড়াইয়ে আপামর মানুষ জন, পুরুষ নারী নির্বিশেষে শত সহস্র শহীদের রক্তে,কত শোষণ,অত্যাচার ,বঞ্চনা শেষে উঠেছিল স্বাধীনতার সূর্য

১৩ পৃষ্ঠায় দেখুন

AUSSIE FOREX & FINANCE PTY LTD
AFSL 431354
SEND MONEY TO BANGLADESH
Register now @ www.aussieforex.com.au
ZERO remittance fee for any BDT amount
Cash pick-up (from SIBL)
Account deposit (any bank A/C)
SYDNEY
204/60 York Street
Sydney CBD
NSW 2000
(612) 9262 5062
(612) 9262 5061
PERTH
Shop 2
339 Albany Highway
Victoria Park
WA 6100
+618 6164 2478
Our Correspondant Bank in Bangladesh
SIBL
Social Islami Bank Limited
Bangladesh
+88 02 9556664, 02 9554822
+88 0961 200 1122 ext-50620-3

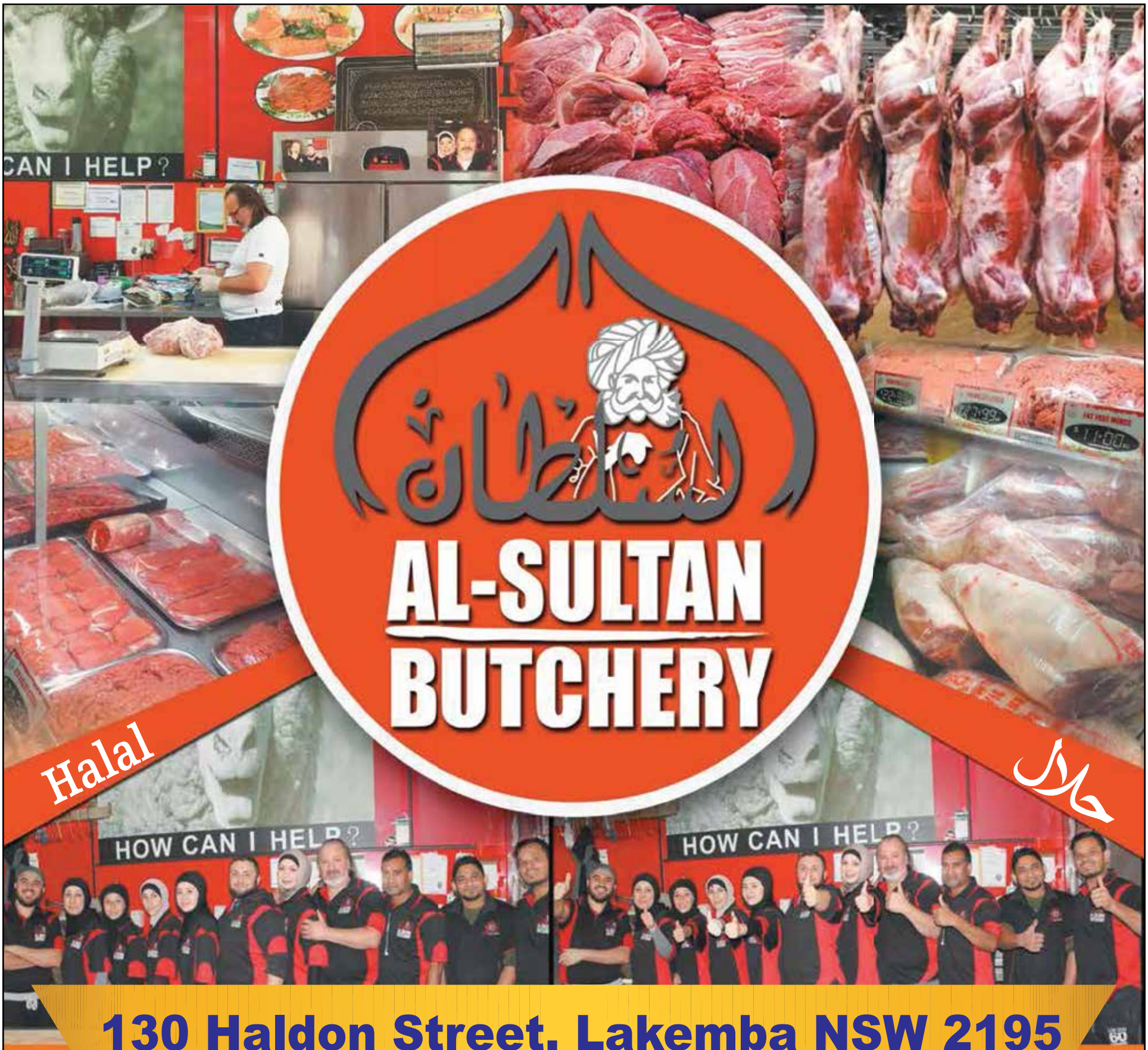

130 Haldon Street, Lakemba NSW 2195
Ph: (02) 9750 4290

- Fresh meat daily (Lamb, Beef, Goat)
- Fresh chicken Daily
- Fish & seafood
- Frozen vegetables
- Free delivery
- Competitive prices
- We don't have any other branches

Suprovat Sydney
Copy Right Protected

Haitham Morabi
Manager
0402 016 210

Mahmoud
0416 874 859

Supplier of Finest Quality Meat

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

CRESCENT TOURS
Australia's Favourite Hajj & Umrah Company

CALL: 1300 66 20 34
Email: Enquiry@crescenttours.com.au
Website: www.crescenttours.com.au

GUIDED BY SHAIKH TAWFIQUE CHOWDHURY

UMRAH WITH TURKEY

PACKAGE INCLUSIONS:
- RETURN FLIGHTS
- TAXES & FUEL SURCHARGES
- 5 STAR HOTEL 4 NIGHTS IN MAKKAH WITH BREAKFAST OPPOSITE TO HARAM
- 5 STAR HOTEL 4 NIGHTS IN MADINAH WITH BREAKFAST 2 BLOCKS FROM HARAM
- 6 NIGHTS IN TURKEY INCLUDING NIGHTS IN ISTANBUL, BURSA & KONYA
- VISIT BLUE MOSQUE, HAGIA SOFIA, TOPKAPI MUSEUM, SULEYMANIYE MOSQUE, BOSPHORUS CRUISE, SAHABA AYUB AL-ANSARI'S TOMB AND MOSQUE IN BURSA,MEVLANA RUMI'S TOMB AND MOSQUE IN KONYA
- BREAKFAST INCLUDED IN MAKKAH & MADINAH
- BREAKFAST & DINNER INCLUDED IN TURKEY

Book now and get a free upgrade to Hilton Hotel Madinah

Enquiry@crescenttours.com.au
www.crescenttours.com.au
Call Now, Australia Wide Tel No
1300 66 20 34

Accompanied by
A TOUR DIRECTOR

PACKAGE INCLUSIONS
- Flights with Etihad Airways
- Taxes & fuel surcharges
- Bonus free stopover in Abu Dhabi in a 4 Star Hotel with Return transfers & breakfast
- 4 Nights in Makkah in a 5 Star Hotel opposite to Haram
- 5 Nights in Madinah in a 5 Star Hotel, 2 blocks from Haram
- Ziarah tours in Makkah & Madinah
- Daily buffet breakfast

Book now and get a free upgrade to Hilton Hotel Madinah

ETIHAD FLIGHT FROM $500/-

SPECIAL SIDETRIPS
KARACHI, LAHORE, ISLAMABAD, HYDERABAD, DELHI ,DHAKA, JAKARTA, COLOMBO, KUALA LUMPUR,CAIRO, ISTANBUL, LONDON & LOTS MORE

শেখ তৌফিক চৌধুরী দ্বারা পরিচালিত

আল জাযিরায় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টার সাক্ষাতকার : একটি পর্যালোচনা

১ম পৃষ্ঠার পর

১ মার্চ ২০১৯ তারিখে রাত আটটা জিএমটি সময়, বাংলাদেশ সময় দুপুর দুইটা এবং সিডনি সময় সন্ধ্যা সাতটায় আল জাযিরা টিভিতে `হেড টু হেড, অনুষ্ঠানের যে এপিসোড প্রচারিত হয় তাতে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী। অনুষ্ঠানটি আল জাযিরা টিভি পরবর্তী তিন দিনের প্রতিদিন পূণ:প্রচার করে। একই সাথে ইউটিউবের চ্যানেলে তারা ভিডিওটি আপলোড করার পর থেকে বিগত মাত্র দশ দিনেই এ ভিডিওটি ইউটিউবে দেখেছে ছয় লক্ষ পয়ত্রিশ হাজারেরও বেশি মানুষ।

আল জাযিরার এ অনুষ্ঠানে সারা বিশ্বের বিভিন্ন নামকরা এবং গুরুত্বপূর্ণ মানুষরা উপস্থিত হয়ে থাকেন। এবারই প্রথম এ অনুষ্ঠানে কেউ বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করলো। এবারকার `হেড টু হেড, সাক্ষাতকার অনুষ্ঠানটির যে ইংলিশ শিরোনাম দেয়া হয়েছে, তার বাংলা অর্থ হলো "বাংলাদেশ কি একদলীয় শাসনের দেশ?„ শিরোনাম থেকেই বুঝা যায় এটি কোন গড়পড়তা এবং গৎবাঁধা টিভি অনুষ্ঠান ছিলো না বরং এটি ছিলো বেশ বিশ্লেষণধর্মী এবং টান টান উত্তেজনাপূর্ণ একটি অনুষ্ঠান।

বিগত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দখলদারী আচরণ, গণগ্রেফতার সহ নানা প্রসঙ্গে তিনি তোতাপাখির মতো গৎবাঁধা বুলি আউড়ে গেছেন। ন্যুনতম পর্যালোচনামূলক এবং সৎ উত্তর দিতে গওহর রিজভী এ অনুষ্ঠানে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছেন

অনুষ্ঠানটি প্রচারের পর থেকেই এটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। সারা বিশ্বের প্রবাসী বাংলাদেশীরা এ অনুষ্ঠান দেখে নানারকম মতামত ব্যক্ত করেন। বাংলাদেশের ভেতরে থাকা অনেকেই মুক্তভাবে তাদের মতামত জানাতে ভীত হলেও অনুষ্ঠানটি দেখতে এবং নিজেদের ভেতরে এ নিয়ে কথা বলতে পিছিয়ে ছিলেন না অনেকেই। পুরোপুরি ইংলিশে ধারণকৃত ও প্রচারিত এ অনুষ্ঠানটির প্রথম এক সপ্তাহের ভেতরে ছয় লক্ষেরও বেশি ইউটিউব ভিউ প্রসঙ্গে অনেক গণমাধ্যমবিশেষজ্ঞরা মন্তব্য করে বলেন, যদি এটি বাংলায় ডাবিং করা হয় কিংবা ভিডিও,র সাথে বাংলা সাবটাইটেল যুক্ত করা হয় তাহলে এরচেয়েও দ্রুত ভিডিওটি এক মিলিয়ন ভিউ ছাড়িয়ে যাবে।

এক ঘন্টার একটি টিভি অনুষ্ঠানকে ঘিরে কেন এতো আগ্রহ? কেন এমন আলোড়ন তুলেছে এই সাক্ষাতকার? এর উত্তরে অনেকেই মন্তব্য করে বলেন, বাংলাদেশের মানুষের জন্য দীর্ঘদিন পর এটি ছিলো সরকার, রাজনীতি ও সমাজের নানা প্রসঙ্গে মুক্ত আলোচনা শোনার এক বিরল অভিজ্ঞতা। নব্বই এর দশকে গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হওয়ার পর বাংলাদেশে যে মুক্ত গণমাধ্যমের চর্চা ছিলো, বিগত দশ বছরে দেশটি তার পুরোপুরি উল্টোদিকে যাত্রা করেছে। এখন যে কোন কিছু লিখতে বা মন্তব্য করতে গেলেই মানুষকে সরকারী কালাকানুনের ভয় করতে হয়। বাংলাদেশে ক্ষমতাধর কারো সংবাদ সম্মেলন কিংবা সাক্ষাতকারের অর্থই হলো দলীয় পক্ষপাতিত্ব করা সাংবাদিকরদের নির্লজ্জ্ব তোষামোদীর প্রতিযোগিতা। এমনই এক অবস্থায় এ ধরণের খোলামেলা আলোচনা মানুষকে হতবাক করে দিয়েছে। আমেরিকা প্রবাসী খ্যাতনামা সাংবাদিক শাহেদ আলম এমনকি কিছুটা ব্যঙ্গ করেই এ প্রসঙ্গে তার ভিডিও আলোচনার শিরোনাম দিয়েছেন `আল জাযিরায় ডেকে নিয়ে বেইজ্জতি!,

ড. গওহর রিজভী হলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা। তিনি উচ্চ শিক্ষিত একজন মানুষ এবং একইসাথে পৃথিবীর নামকরা অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। তার উজ্জ্বল একাডেমিক ক্যারিয়ারের কারণে বিশ্বের নানা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের সাথেই তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। অনেকেই অপেক্ষা করেছিলেন আল জাযিরার সাক্ষাতকার অনুষ্ঠানে এসে তিনি কিভাবে বর্তমান বাংলাদেশের অগণতান্ত্রিক ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেবেন তা দেখার জন্য।

অনুষ্ঠানটি প্রচারের পর তার হাস্যকর সব উত্তর, লেজেগোবরে অবস্থা এবং অনবরত মিথ্যাচার নিয়েই সবাই আলোচনায় মেতে উঠেছে। অনেকেই বলছে, তার মতো একজন শিক্ষিত ও রুচিশীল পরিচয়ের মানুষের কাছ থেকে এমন মিথ্যাচার প্রত্যাশিত ছিলো না। অন্যদিকে কেউ কেউ বলছেন, বাংলাদেশে চলমান সমস্ত অন্যায়-অবিচারের একজন প্রধানতম পৃষ্ঠপোষক হিসেবে এটিই তার জন্য সম্ভবপর আচরণ। তাদের মতে গওহর রিজভী বাংলা ব্যকরণের সে প্রবাদবাক্যটির স্বার্থক উদাহরণ যেখানে বলা হয়েছে `দুর্জন বিদ্যান হলেও পরিতাজ্য!,

অনুষ্ঠানের প্রথমার্ধ্বে শুরু থেকেই মেহেদী হাসান বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গগুলো নিয়ে একের পর এক ধারালো প্রশ্ন করতে থাকেন। সরকারী বাহিনীর পরিচালিত গুম, খুন, গ্রেফতার এসব প্রসঙ্গে গওহর রিজভী কোন উপযুক্ত উত্তর দিতে না পেরে ক্রমাগত অস্বীকার করে যেতে থাকেন অথবা নিজের না জানার কথাই বলতে থাকেন। ফটোগ্রাফার শহীদুল আলমকে গ্রেফতার করার যৌক্তিকতা প্রমাণ করার জন্য তিনি অত্যন্ত নীচুমানের প্রপাগান্ডা ছড়ানো মুর্খতার পরিচয় দিয়েই বলেন শহীদুল আলমকে আল জাযিরায় ইন্টারভিউ দেয়ার জন্য গ্রেফতার করা হয়নি বরং মিথ্যা গুজবের অপপ্রচার ছড়ানোর জন্য গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি শহীদুল আলমকে গ্রেফতারের যে যৌক্তিকতা তুলে ধরতে চেয়েছেন তা স্রেফ মিথ্যাচার এবং অসৎ বক্তব্য বলেই সবার কাছে পরিস্কারভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

বিগত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দখলদারী আচরণ, গণগ্রেফতার সহ নানা প্রসঙ্গে তিনি তোতাপাখির মতো গৎবাঁধা বুলি আউড়ে গেছেন। ন্যুনতম পর্যালোচনামূলক এবং সৎ উত্তর দিতে গওহর রিজভী এ অনুষ্ঠানে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। এসব কথাবার্তার সময় বিভিন্ন উপলক্ষেই দর্শকদের উচ্চস্বরে সম্মিলিত হাসির শব্দে তাদের ঠাট্টামূলক মনোভাব পরিস্কার হয়ে উঠেছে। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয়ার্ধ্বে আলোচনা মূলত রোহিঙ্গা শরণার্থী প্রসঙ্গে কেন্দ্রীভূত হয়। কিন্তু এসময়েও নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে বেগ পেতে থাকেন গওহর রিজভী। তার মিথ্যাচার, আমতা আমতা করা এবং অপ্রাসঙ্গিক এবং অযৌক্তিক কথাবার্তা সবার সামনেই বর্তমান বাংলাদেশের বাস্তবতাকে আরেকবার উন্মোচিত করেছে।

লন্ডনের অক্সফোর্ড ইউনিয়নে ধারণকৃত এ অনুষ্ঠানে প্যানেল আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্রিটেনে বাংলাদেশের হাই কমিশনার সাইয়েদা মুনা তাসনিম, সাউথ এশিয়া বিষয়ক গবেষক আব্বাস ফাইজ এবং প্রবাসী বাংলাদেশী সাংবাদিক তাসনিম খলীল। সরকারী কর্মকর্তা হিসেবে সাইয়েদা মুনা তাসনিম বাংলাদেশ সরকারকে সমর্থনের আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই তিনিও কোন সন্তোষজনক বক্তব্য রাখতে পারেননি। উপরন্তু কথা প্রসঙ্গে প্রবাসী সাংবাদিক তাসনীম খলীলকে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে আক্রমণ করার কটু আচরণ তাকে দর্শকদের কাছে ছোট করেছে। তার এমন আচরণের ফলে অনুষ্ঠানের পরেই উৎসাহী পাঠকদের মন্তব্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোতে ২০০৪ সালের জুন মাসে প্রকাশিত বিবিসি,র একটি পুরনো খবর ছড়িয়ে পড়ে যেখানে জানা যায় সেসময় তিনি জাতিসংঘে বাংলাদেশের কূটনীতিবিদ হিসেবে কর্মরত থাকা অবস্থায় তার তওহীদুল চৌধুরী নিউইয়র্কের স্ট্রিপ ক্লাবে এক লক্ষ আশি হাজার ডলার কিংবা বাংলাদেশী টাকায় এক কোটি টাকারও বেশি টাকা খরচ করে নগ্ন নৃত্য উপভোগ করেছিলেন এবং এই ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়ার পরিণতিতে তাকে শাস্তিমূলক প্রত্যাহার করে বাংলাদেশে ফিরিয়ে নেয়া হয়েছিলো।

গবেষক আব্বাস ফাইজ বাংলাদেশের দুরবস্থা এবং একদলীয় শাসন নিয়ে মুল্যবান বক্তব্য রেখেছেন। তার মন্তব্য ও প্রশ্নের উত্তরে গওহর রিজভী যথারীতি অপ্রাসঙ্গিক ও মিথ্যা উত্তর দিয়ে পাশ কাটিয়ে গেছেন। অনুষ্ঠানে প্রশ্নকারীদের মাঝে সবচেয়ে চৌকষ এবং দুর্দান্ত প্রশ্নগুলো তুলে ধরেন প্রবাসী সাংবাদিক তাসনিম খলীল। সম্ভবত এ কারণেই তিনি বাংলাদেশী হাইকমিশনার সাইয়েদা মুনার আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হন। পরবর্তীতে তিনি এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার অভিজ্ঞতা নিয়ে ফেইসবুকে লিখেছেন "সৈয়দা মুনা যে আমাকে ব্যাক্তিগতভাবে আক্রমণ করেছেন তাতে আমি একটুও অবাক হইনি। আমি কেন, কবে দেশ ছেড়েছিলাম সেটা তিনি খুব ভালো করেই জানেন, তারপরও নির্লজ্জভাবে মিথ্যাচার করেছেন অন ক্যামেরা। আমি তার কাছ থেকে ঠিক এই আচরণটিই এক্সপেক্ট করছিলাম। সেদিন যারা অক্সফোর্ড ইউনিয়নে ছিলেন তারা স্বাক্ষী যে এরপরেও আমি তাঁকে পূর্ণ সম্মান দেখিয়ে কথা বলেছি, এক্সেলেন্সি বলেই সম্বোধন করেছি পুরোটা সময়। সৈয়দা মুনা রাষ্ট্রদূত হিসেবে বাংলাদেশের মানুষের প্রতিনিধি, তাঁর সাথে অক্সফোর্ড ইউনিয়নের মতো জায়গায় নোংরা বাদানুবাদে লিপ্ত হওয়াটা আমার সমীচীন মনে হয়নি।„

তাসনিম খলীল তাঁর মন্তব্যের উপসংহারে বলেন "শেষ করি ড. গওহর রিজভীকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানিয়ে। অক্সফোর্ড ইউনিয়নে তিনি যেভাবে প্রায় তিন ঘন্টা হাসির পাত্র হয়েছেন তাতে আমার আসলে খারাপই লেগেছে। এমনটি হবে তাতো জানাই ছিলো। তারপরও তিনি যে অক্সফোর্ডে গিয়ে মেহেদী হাসানের মুখোমুখি হয়েছেন সেটা তাঁর সাহসিকতারই পরিচয়। শেখ হাসিনাতো কখনও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাকে লাইভ ইন্টারভিউ দেবেননা - সেই সাহসতো শেখ হাসিনার নাই।„

তাসনিম খলীলের এ মন্তব্যেই মূলত এ অনুষ্ঠান সম্পর্কে জনগণের প্রতিক্রিয়ার সারকথাটি ফুটে উঠেছে। অনুষ্ঠানের শেষদিকে সহ্যের সীমা পার হয়ে যাওয়াতে একসময় গওহর রিজভীকে সবাই প্রশ্ন করতে থাকে, একজন শিক্ষিত এবং বিবেকমান মানুষ হয়ে কিভাবে তিনি বর্তমান সরকারের এসব কর্মকান্ডের সাফাই গেয়ে যাচ্ছেন? রাজনীতির এই নোংরা এবং অমানবিক পরিস্থিতি ছেড়ে পড়ালেখার পরিবেশ ও কাজে ফিরে যাওয়ার চিন্তা তার আছে কি না? এমন প্রশ্নগুলোর উত্তরে তিনি হাস্যমুখে বলতে থাকেন, শেখ হাসিনাই তার কাছে চরম প্রশংসার যোগ্য একজন মানুষ এবং শেখ হাসিনার সেবা করতে পেরে তিনি আনন্দিত। এ সেবা তিনি ধারাবাহিকভাবে করে যেতে ইচ্ছুক।

তবে আন্তর্জাতিকভাবে সুপরিচিত এমন এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের নাম নিয়ে কারো উপস্থিত হওয়া এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা হওয়া নিঃসন্দেহে একটি বড় ঘটনা। সমস্ত বাস্তবতা, তথ্য এবং আন্তর্জাতিক মতামত প্রতিকূলে থাকার পরও গওহর রিজভী তার অভিজ্ঞতা এবং যোগ্যতা দিয়ে চেষ্টা করেছেন বাংলাদেশ সরকারকে সমর্থন করে যাওয়ার। এ অনুষ্ঠান দেখার পর অনেকেই মন্তব্য করেছেন, বাংলাদেশে বিএনপি এবং অন্যান্য বিরোধী দলগুলোর পক্ষে কি কেউ আছে যিনি এভাবে নিজ দলের কথা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তুলে ধরার যোগ্যতা রাখেন?

আটচল্লিশ মিনিটের অনুষ্ঠানটি অক্সফোর্ড ইউনিয়নে মূলত তিন ঘন্টা সময় ধরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। পুরো অনুষ্ঠানের বিভিন্ন বিষয় কেটে ছেটে এবং সম্পাদনা করে আল জাযিরা তা প্রচার করেছে। অনুষ্ঠানে সরাসরি উপস্থিত ব্রিটেন প্রবাসী একজন আইনজীবি ফেইসবুকে তার অভিজ্ঞতার কথা লিখতে গিয়ে বলেন, দর্শকদের মাঝে আওয়ামী সমর্থক একজন তারেক রহমানকে আইনগতভাবে বাংলাদেশে প্রত্যার্পণের বিষয়ে প্রশ্ন করে সরকারের জন্য সুবিধাজনক প্রসঙ্গের অবতারণা করার চেষ্টা করেছিলেন। তবে সম্ভবত বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং যৌক্তিক না হওয়ায় অন্য আরো কিছু কথাবার্তার মতো এটিও আল জাযিরা তাদের মূল অনুষ্ঠান থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছে।

সার্বিকভাবে এ মন্তব্য করা যায় যে, আল জাযিরার এ অনুষ্ঠানটির ফলে একদলীয় দখলদারী শাসনের দেশ বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশ্বের অনেক মানুষ অধিকতর অবগত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে সব ফ্যাসিবাদী শাসকের পক্ষেই ওকালতি করার জন্য অনেক জ্ঞানীগুণী মানুষ চেষ্টা করেছেন। তবে টিভি চ্যানেলের লাইভ অনুষ্ঠানে অনবরত মিথ্যাচার, বারবার আমতা আমতা করা, হাস্যকর কথা বলা এসবই প্রমাণ করে যে সাময়িকভাবে ক্ষমতা ও অর্থ সহ নানা কারণে তারা এমন জঘন্য কাজ করলেও শেষ পরিণতিতে তাদের অবস্থান হয় ইতিহাসের আস্তাকুড়ে, জনমানুষের ঘৃণার স্থানে।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

মেলবোর্নে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন শহরে ২৬ মার্চ সন্ধ্যায় জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়েছে। পতাকা উত্তোলনের পর জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করার পর স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন মেলবোর্ন ও মোনাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ও শিক্ষক এবং অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা রাশিদুল হক।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ড. মাহবুবুল আলম, সালাউদ্দিন আহমেদ, তাজউদ্দিন, জেমস খানসহ আরও উপস্থিত ছিলেন ড. নাহার, সাদিয়া খান, হাসিনা চৌধুরী মিতা, নুরুল হক টিকু, মিতা পারভীন, মোরশেদ কামাল, ইসরার উসমান, মিরাজ উদ্দিন, আবরার শাহরিয়ারসহ আরও অনেকে। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মোল্লা রাশিদুল হক।

অনুষ্ঠানে সম্মিলিত কণ্ঠে প্রথমে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত ও পরে বহু সংস্কৃতির দেশ অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত অন্যান্যদেশের লোকদের মধ্যে এতে খুব সাড়া পরে এবং তারাও উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠান উপভোগ করে। এরপর অনুষ্ঠানে আগত শিশু-কিশোররা বাংলাদেশ নিয়ে তাদের আবেগ, ভালোবাসা ও উচ্ছ্বাস বাংলা ভাষায় প্রকাশ করে।

অস্ট্রেলিয়ার মুসলিম কমিউনিটি নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীকে কৃজ্ঞতা প্রকাশ

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

গত ১৫ই মার্চ ২০১৯ নিউজিল্যান্ডে ঘটে যাওয়া সন্ত্রাসী হামলার জবাবে নিউজিল্যান্ড এর প্রধানমন্ত্রী Hon Jacinda Ardern PM চমৎকার ভাবে গোটা অবস্থা সামাল দিয়েছেন। বিভিন্ন ধরনের তড়িৎ পদক্ষেপ তিনি নিয়েছেন যা নাকি বিশ্বের সবার নজর কাড়ার মতো। অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন মমুসলমান সংস্থা -মসজিদ নিউজিল্যান্ড এর প্রধানমন্ত্রীকে তার কর্ম কাণ্ডের জন্য কৃজ্ঞতা প্রকাশ করার লক্ষ্যে স্মারক লিপি প্রদান করেন রিভারস্টোন মুসলিম কবরস্থান বোর্ডের চেয়ারপারসন কাজী আলী। সিডনিতে নিউজিল্যান্ড কনসুল জেনারেল বিল ডব্বির সঙ্গে বৈঠক করে স্মারক লিপি প্রদান করেন।স্মারক লিপিতে নিউজিল্যান্ড এর প্রধানমন্ত্রী Hon Jacinda Ardern PM কে তার রাজনৈতিক দক্ষতা,সহানুভূতি,তড়িৎ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছেন বলে অস্ট্রেলিয়ার মুসলমানদের পক্ষ থেকে অভিনন্দন,শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ প্রকাশ করা হয়।

অস্ট্রেলিয়ান মুসলিম কমিউনিটি (AMCNS) ন্যশনাল সামিট

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

গত ২৪ মার্চ ২০১৯ রবিবার অস্ট্রেলিয়ান মুসলিম কমিউনিটি দ্বিতীয়বারেরমতো ন্যশনাল সামিট উদযাপন করে। অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন স্টেট থেকে ১৫০টির বেশি মুসলিম সংগঠন ও নেতা এই সামিটে অংশ গ্রহণ করেন। সকাল ৮ঘটিকায় নাস্তার পরই শুরু করেন Australian National Imams Council (ANIC) এর সভাপতি Sheikh Shady Alsuleiman.এর সভাপতিত্বে পবিত্র কোরান থেকে তিলাওয়াতের পরে শুরু হয় পরিচয় পর্ব । এক এক করে বিভিন্ন স্টেট থেকে আগত ইমাম ,মাওলানা ,উলামাদের পরিচয়ের পরে বিভিন্ন সমস্যার কথা পর্যালোচনা ও করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করেন। অস্ট্রেলিয়ার মুসলমানদের আগামীতে নিজের পায়ে দাঁড়াবার কিছু রূপ রেখা নিয়ে আলোচনা করা হয়। উক্ত সামিটের উদ্দেশ্য ছিল ,কি করে অস্ট্রেলিয়ার সকল মুসলমানদেরকে একজোট করা যায়।

সুপ্রভাত সিডনির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন আরিফ রহমান ও এম এ ইউসুফ শামীম। অবশেষে নিউজিল্যান্ডের দুই মসজিদে সন্ত্রাসী হামলায় নিহত ও আহতদের জন্য সম্মিলিত দোয়া করে আগামী সামিট ২০২০ হবে বলে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, April-2019
Year-10
৪

পবিত্র মাহে রমযান

মো. ইমাম হোসাইন

যে মাসটির জন্য গোটা মুসলিম উম্মাহ অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান,যে মাসের আগমনে আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজা গুলো বন্ধ করে দেয়া হয়, জান্নাতের দরজা গুলো খুলে দেয়া হয়,
জান্নাত কে নব সাজে সুসজ্জিত করা হয়,শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা হয়,কবর বাসীর আযাব মাফ করে দেয়া হয় ; যে মাসটি আসার দুই মাস পূর্ব হতেই রাসূলুল্লাহ (সা.) দোয়া করতেন, "আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজাবা ওয়া শা,বান ওয়া বাল্লিগনা রমাদ্বান„ আলহামদুলিল্লাহ হাঁটি হাঁটি পা পা করে রহমত,মাগফিরাত ও নাজাতের অপূর্ব পয়গাম নিয়ে তা আজ আমাদের অতি সন্নিকটে। তাই আজ পবিত্র মাহে রমযান নিয়ে এই উপস্থাপনা।

* সাওম- এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য:

`সাওম, শব্দটি আরবী। সাওম বা সিয়াম শব্দের আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা। শরী,আতের পরিভাষায় সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিয়্যাত সহকারে পানাহার ও যৌনাচার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা কে `সাওম, বা রোযা বলা হয়। হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে আখিরী নবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত নবী -রাসূলগন সকলেই সিয়াম পালন করেছেন।
চারিত্রিক মহত্ত্ব, নৈতিক পরিচ্ছন্নতা, চিন্তার বিশুদ্ধতা, আত্মিক পবিত্রতা এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম মাধ্যম রোযাকে মহান আল্লাহ বান্দার উপর ফরজ করে ঘোষণা করেন :
`হে ঈমানদারগন! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেওয়া হল যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে দেওয়া হয়েছিল। যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে সক্ষম হও।, (সূরা বাকারা,২ :১৮৩)
আরো ইরশাদ হয়েছে : `রমযান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরুপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে তারা যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে।, (সূরা বাকারা,২: ১৮৫)

রোযার মাধ্যমে বান্দা লাভ করে রুহানী তৃপ্তি, নতুন উদ্যম ও প্রেরণা:
হাদীসে কুদসীতে আছে, আল্লাহ তা,আলা ইরশাদ করেন : "রোযা আমার জন্য এবং আমি নিজেই এর পুরস্কার দান করবো„
অপর এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : `রোযাদার ব্যক্তি দুটি আনন্দ লাভ করবে। একটি আনন্দ হলো ইফতারের মুহূর্তে আর অপরটি হবে তার মহান প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের মুহূর্তে।`
রোযার প্রকৃত হাকীকত ও তাৎপর্য হচ্ছে তাকওয়া ও অন্তরের পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হচ্ছে : "সম্ভবত তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে সক্ষম হবে"
রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন : `যে ব্যক্তি ঈমানসহ সাওয়াবের আশায় রমজানের রোযা রাখবে তার অতীতের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।, (বুখারী,মুসলিম)
বস্তুত যে রোযা তাকওয়া তথা আল্লাহর ভয় শূন্য, তা প্রকৃতার্থে কোন রোযাই নয়। আল্লাহর নিকট এরূপ রোযার কোন গুরুত্ব নেই। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্নিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি (রোযা রাখার পরও) মিথ্যা বলা ও খারাপ কাজ বর্জন করেনি,তার এ পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। ` (বুখারী)
রোযাকে প্রানবন্ত করতে হলে যেমনিভাবে জিহ্বার হিফাজত জরুরী, তেমনি চোখ, কান ও অন্যান্য অংগসমূহের হিফাজত ও জরুরী । হারাম জিনিস দেখা,হারাম কাজ ও হারাম খাদ্য ইত্যাদি থেকে পবিত্র থাকতে হবে। তবেই রোজার প্রকৃত স্বাদ অনুভূত হবে।

রোযার ফযীলত ও উপকারিতা :
রোযার ফযীলত ও উপকারিতা অনেক। হাদীসে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্নিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, রোযা ঢাল স্বরুপ। সুতরাং রোযা অবস্থায় যেন অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকে এবং মূর্খের মতো কোন কাজ না করে। কেউ যদি তার সাথে ঝগড়া বিবাদ করতে চায় বা গালি দেয়, তবে সে যেন দুইবার বলে,আমি রোযাদার। ঐ সত্তার শপথ যাঁর নিয়ন্ত্রণে আমার প্রান,অবশ্যই রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশকের ঘ্রাণের চেয়েও অধিক উৎকৃষ্ট। সে আমারই জন্যে পানাহার ও কাম প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করেছে। রোযা আমারই জন্য, তাই এর পুরস্কার আমি নিজেই দান করব। আর প্রত্যেক নেককাজের বিনিময় দশগুণ । (বুখারী)
হযরত সাহল (রা.) থেকে বর্নিত, নবী কারীম (সা.)বলেন, জান্নাতের মধ্যে রাইয়্যান নামক একটি দরজা আছে। এ দরজা দিয়ে কেবলমাত্র কিয়ামতের দিন রোযাদার লোকেরাই প্রবেশ করবে। তাদের ছাড়া আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষণা দেওয়া হবে, রোযাদার লোকেরা কোথায়? তখন তারা দাঁড়াবে। তাদের ছাড়া আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। তাদের প্রবেশের পর-ই এ দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। যাতে এ দরজা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ না করে। (বুখারী,মুসলিম)
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্নিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, সিয়াম এবং কুরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে সিয়াম বলবে, হে আমার রব! আমি তাকে দিনের বেলা পানাহার ও যৌনক্রিয়া থেকে বিরত রেখেছি। তার সম্পর্কে আমার সুপারিশ কবুল করুণ। কুরআন বলবে, আমি তাকে রাতে নিদ্রা থেকে বিরত রেখেছি। তার সম্পর্কে আমার সুপারিশ কবুল করুণ। অতঃপর উভয়ের সুপারিশই কবুল করা হবে। (বায়হাক্বী,মিশকাত শরীফ)
হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্নিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একটি রোযা রাখে, তার এই একটি দিনের বদৌলতে আল্লাহ তাকে (জাহান্নামের) আগুন থেকে সত্তর বছরের দূরত্বে সরিয়ে রাখবেন (বুখারী,মুসলিম)।
রোযার মধ্যে অপরিসীম উপকারীতা নিহিত আছে। তন্মধ্যে প্রবৃত্তির উপর আঁকলের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয় ও রুহানি শক্তি বৃদ্ধি পায়। জৈবিক ও পাশবিক ইচ্ছা হ্রাস পায়।মনুষ্যত্ব জাগ্রত হয়, মানুষের মনে আল্লাহর ভয়ভীতি এবং তাকওয়ার গুণ সৃষ্টি হয়।

* রোযা না রাখার অপকারিতা:
রোযা ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের মধ্যে তৃতীয় রুকন। আলিমগনের সর্বসম্মতিক্রমে রমযানের রোযা ফরযে আইন। যে ব্যক্তি রোযা ফরয হওয়া অস্বীকার করবে, সে কাফির। এক হাদিসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি বিনা ওযরে ইচ্ছাপূর্বক রমজানের একটি রোযা ভংগ করে, অন্য সময়ের সারা জীবনের একটি রোযা তার সমকক্ষ হবে না। কেউ রোযার প্রতি উপহাস বা বিদ্রুপমূলক আচরণ করলে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা আছে।

* যাদের উপর রোযা ফরয:
ওযরবিহীন প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর রমযান মাসের রোযা রাখা ফরয। আল- কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে, ` তোমাদের মধ্যে যারা এই মাস পাবে, তারা যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে। ` (সূরা বাকারা,২:১৮৫)

রোযা ফরয হওয়ার শর্ত,
১.মুসলমান হওয়া,
২.আকিল -সজ্ঞানে থাকা, উন্মাদ বা পাগল না হওয়া,
৩.বালিগ বা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া।

* রোযা আদায় ওয়াজিব হওয়ার শর্ত :
১. রোগমুক্ত থাকা,
২. মুকীম থাকা অর্থাৎ শরী,আতের বিধান মতে সফরে না থাকা,
৩. হায়িয অবস্থায় না থাকা,
৪. নিফাস অবস্থায় না থাকা।
তবে রোগ, সফর, হায়িয ও নিফাসের ওযরের কারণে তাৎক্ষণিক ভাবে রোযা ফরয হবে না। কিন্তু পরে কাযা করতে হবে।

*সাহরী:
সাহরী খাওয়া সুন্নাত, এতে বরকত রয়েছে। হযরত আনাস (রা.) হতে বর্নিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা সাহরী খাও,কারণ সাহরীর মাঝে বরকত নিহিত রয়েছে।
হযরত আমর ইবনুল আ,স (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, আমাদের ও আহলে কিতাবদের রোযার মধ্যে পার্থক্য হল সাহরী খাওয়া।
সাহরী বিলম্বে খাওয়া সুন্নাত। তবে সন্দেহের সময় পর্যন্ত বিলম্ব করা মাকরূহ। সুবহে সাদিক হয়ে গেলেই পানাহার জায়িয নয়,এ ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকা উচিত। সাহরী খাওয়ার পর সুবহে সাদিকের পূর্বে স্ত্রী সহবাস করা জায়িয,গোসল সুবহে সাদিকের পরেও করা যায়। এতে রোযার কোন ক্ষতি হয় না। সুবহে সাদিকের পূর্বে পানাহার ইত্যাদি জায়িয আছে, পূর্বে নিয়্যাত করুক বা না করুক।

* রোযার নিয়্যাত :
রমযানের রোযার নিয়্যাত সুবহে সাদিক বা রাতে করাই উত্তম।

* রোযা ভংগের কারণসমূহ :
রোযা ভংগের কারণসমূহ দুই প্রকার।
১. যেসব কারনে রোযা কাযা ও কাফফারা উভয়ই ওয়াজিব হয় :
রোযাদার ব্যক্তি ইচ্ছেপূর্বক সহবাস করলে,এতে বীর্য নির্গত হওয়া শর্ত নয়। খাদ্যদ্রব্য বা ঔষধ ইচ্ছাপূর্বক গ্রহণ করলে। সূর্য অস্ত না যাওয়ার প্রবল ধারণা সত্ত্বেও কেউ ইফতার করে ফেললে।
২. যেসব কারনে রোযা শুধু কাযা ওয়াজিব হয় :
অনিচ্ছুক মহিলার সাথে জোরপূর্বক সহবাস করলে তার শুধু কাযা ওয়াজিব হবে। কামভাবের সাথে কোন মহিলাকে চুম্বন বা স্পর্শ করে বীর্য নির্গত হলে। জোরপূর্বক কেউ খাইয়ে দিলে বা সাবধানতা সত্ত্বেও হঠাৎ কিছু খেয়ে ফেললে। ঘুমন্ত বা পাগল মহিলার সাথে সহবাস করলে। মুখে পান নিয়ে সুবহে সাদিকের পরে জাগ্রত হলে। মুখ দিয়ে, নাক দিয়ে ও পায়খানার রাস্তা দিয়ে ঔষধ ঢুকালে কিংবা কানে তৈল বা ঔষধ ঢাললে। মুখভরে বমি হলে পূনরায় তা যদি পেটে ঢুকানো হয়। লোবান ইত্যাদির ধোঁয়া শুকলে।হুক্কা পান করলে। গোসলের সময় গলায় পানি ঢুকলে। দাঁতের ভিতর আটকে থাকা জিনিস খেয়ে ফেললে তা যদি বুট পরিমাণ হয়। দাঁত হতে রক্ত বের হয়ে থুথুর সাথে রক্তের ভাগ সমান বা বেশি গিলে ফেললে। চোখের পানি মুখের ভিতর প্রবেশ করে সারা মুখে যদি লবনাক্ত অনুভব হয় এবং তা জমা করে গিলে ফেললে। ইসতিনজার সময় অতিরিক্ত পানি ব্যবহারের ফলে পায়খানার রাস্তা দিয়ে ভিতরে পানি প্রবেশ করলে।

* যেসব কারনে রোযা মাকরুহ হয় :
বিনা ওযরে কোন কিছুর স্বাদ গ্রহণ করা বা চিবানো। ইসতিনজার সময় অতিরিক্ত মাত্রায় পানি ব্যবহার করা। পানি ভিতরে প্রবেশের আশংকা হয় এমনভাবে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া। পানিতে বায়ু নিঃসরণ করা। ইচ্ছাপূর্বক মুখে থুথু জমা করে তা গিলে ফেলা। সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য চোখে সুরমা দেওয়া ও গোঁফে তেল মাখা। রোযা ভংগের মতো দুর্বলতার আশংকা হলে শিংগা লাগানো। স্পর্শ ও চুম্বন দ্বারা বীর্যপাতের আশংকা হলে। সন্দেহের সময় পর্যন্ত বিলম্ব করে সাহরী খাওয়া। সাওমে বিসাল তথা সাহরী ও ইফতার গ্রহণ ছাড়া একাধিক দিনের রোযা রাখা। কথাবার্তা পরিত্যাগ করা। কয়লা ও মাজনদ্বারা দাঁত মাজা। ইমাম আযম আবূ হানিফা (র.) এর মতে, রোযা অবস্থায় মুখে পানি নিয়ে বার বার কুলি করা, মাথায় পানি ঢালা এবং ভিজা কাপড় শরীরে জড়িয়ে রাখা মাকরূহ।

* যেসব কারনে রোযা ভংগ করা জায়িয :
হঠাৎ কেউ এমন অসুস্থ হয়ে পড়লো যে, রোযা রাখলে প্রাণের আশংকা কিংবা রোগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। সাপে দংশন করলে ঔষধ সেবনের জন্য। গর্ভবতী মহিলা রোযা রাখলে যদি তার নিজের বা গর্ভস্থ সন্তানের মারাত্মক ক্ষতির আশংঙ্কা হয়।

* ইফতার :
সূর্য অস্ত যাওয়ার ব্যাপারে পূর্ণভাবে নিশ্চিত হয়ে গেলে বিলম্ব না করে মাগরিবের পূর্বে ইফতার করা মুস্তাহাব। বিলম্ব করা মাকরূহ। হাদীসে কুদসীতে আছে, আল্লাহ তা,আলা বলেন: `আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় ঐ বান্দাগন যারা বিলম্ব না করে ইফতার করে। `
অন্য হাদীসে আছে, সে পর্যন্ত দীন ইসলাম বিজয়ী থাকবে যতদিন মানুষ শীঘ্রই ইফতার করবে। কেননা ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানরা বিলম্বে ইফতার করতো। খেজুর দ্বারা ইফতার করা উত্তম।

* ইফতারের সময় এ দু,আ পড়া সুন্নাত:
আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু ওয়াআ,লা রিযক্বিকা আফতুরতু
অর্থ: হে আল্লাহ আপনার জন্য আমি রোযা রেখেছি এবং আপনার দেয়া রিযকের দ্বারা ইফতার করছি।

* ইফতার করানোর ফযীলত :
হযরত সালমান ফারসী (রা.) থেকে বর্নিত,রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি কোন রোযাদার কে ইফতার করাবে তার গুনাহ মাফ হয়ে যাবে,সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করবে। ঐ রোযাদারের সমপরিমান সাওয়াব সে লাভ করবে। তবে ঐ রোযাদারের সাওয়াবে কোন কম করা হবে না। আমরা (সাহাবায়ে কিরাম) বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা সবাই রোযাদার কে ইফতার করাতে সক্ষম নই। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, পানি মিশ্রিত এক চুমুক দুধ বা একটি শুকনো খেজুর অথবা একঢোক পানি দ্বারাও যে ব্যক্তি কোন রোযাদার কে ইফতার করাবে, আল্লাহ তাকে এ পরিমাণ সাওয়াব দান করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন রোযাদার কে পরিতৃপ্তভাবে খানা খাওয়াবে, আল্লাহ তাকে আমার হাউযে কাউসার হতে এমন পানীয় পান করাবেন, যার ফলে সে জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে তৃষ্ণার্ত হবে না।
হযরত যায়িদ ইবনে খালিদ (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করায় সে তার (রোযাদার) সমান প্রতিদান পায়,কিন্তু এর ফলে রোজাদারের প্রতিদানের কোন কমতি হবে না। (তিরমিযী)
পরিশেষে মহান মালিকের কাছে একান্ত প্রার্থনা ইলম ও আমলের সমন্বয় সাধন করে আমরা যেন পবিত্র মাহে রমজানের রহমত,মাগফিরাত ও নাজাতের উপযোগী হতে পারি। মহান আল্লাহর অমিয় বানী সম্বলিত মানুষের জীবন বিধান কুরআনের অর্থসহ অধ্যায়ন ও অনুধাবন করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন ও অনুসরণ করে কুরআন নাযিলের এ মাসটির মূল্যায়ন করে তাকওয়া অর্জনের মাধ্যমে পৃথিবী ও পরকালীন কল্যাণের প্রতীক রুপে নিজেকে গড়তে পারি।

লিখক পরিচিতি : ইমাম, ডেসটিনি জায়া সুরাউ,ব্রুনাই। ব্রুনাইতে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তিনি একটি মসজিদের সম্মানিত খতিব।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

অস্ট্রেলিয়ান মুসলমানদেরকে আসন্ন ফেডারেল নির্বাচনসমূহে সক্রিয় অংশগ্রহণের আহবান জানিয়েছেন আলেমদের সংগঠন ANIC

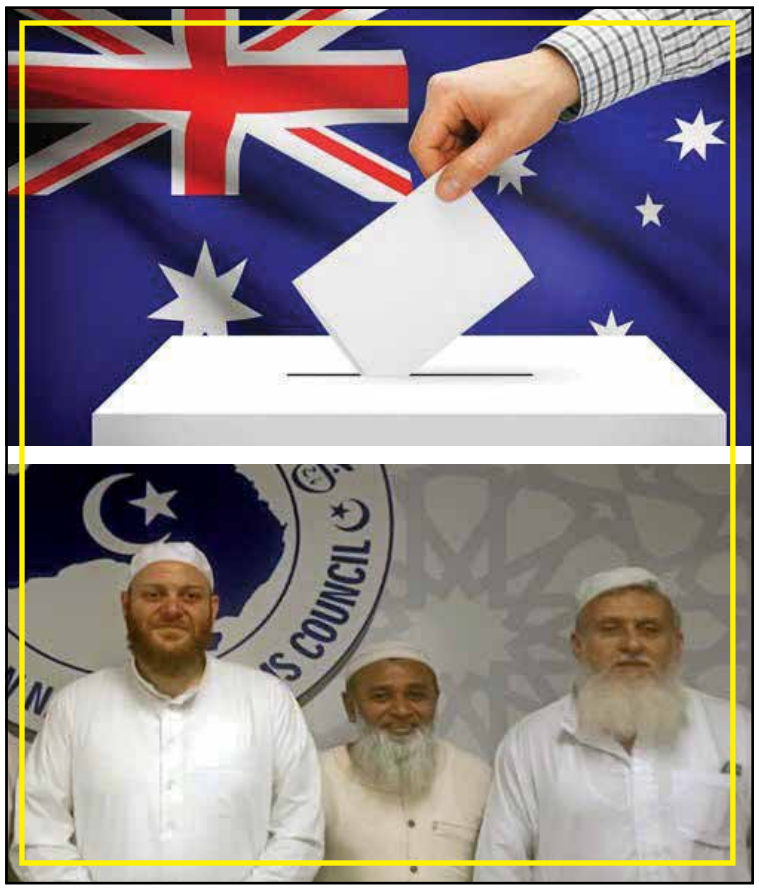

ড.ফারুক আমিন, সুপ্রভাত সিডনি

অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইমাম কাউন্সিল (আনিক) - Australian National Imams Council (ANIC) – বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ান মুসলমান ইমামবৃন্দ এবং ধর্মীয় নেতৃত্বের অন্যতম বৃহৎ একটি সংগঠন। এদেশের গ্র্যান্ড মুফতি ড. ইবরাহিম আবু মুহাম্মাদের নেতৃত্বে সংগঠনটির নেতৃবৃন্দ সম্প্রতি এক বিবৃতিতে অস্ট্রেলিয়ার মুসলিম অধিবাসীদেরকে আসন্ন নির্বাচনে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণের আহবান জানিয়েছেন। তারা বলেন, প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে সব অস্ট্রেলিয়ান-মুসলিমদের উচিত ইলেকটোরেট কমিশনে (Australian Electorate Commission) নিবন্ধন করা এবং আসন্ন এনএসডব্লিউ স্টেট এবং ফেডারেল নির্বাচনসমূহে (NSW State and Federal Elections) তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করা।

অস্ট্রেলিয়ান ইলেকটোরেট কমিশনের ওয়েবসাইটে উল্লিখিত তথ্য অনুযায়ী "সকল যোগ্য অস্ট্রেলিয়ান নাগরিকদের জন্য ফেডারেল নির্বাচন, মধ্যবর্তী নির্বাচন এবং গণভোটসমূহে তালিকাভুক্তি এবং ভোট প্রদান আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক"।

পৃথিবীর বিরল কিছু দেশের মাঝে অস্ট্রেলিয়া এমন এক দেশ, যেখানে নাগরিকদের জন্য ভোট প্রদান করার আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ২০১৬ সালে পরিচালিত আদমশুমারি অনুযায়ী অস্ট্রেলিয়াতে মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় ছয় লক্ষ, যা মোট জনসংখ্যার ২.৫ শতাংশ। দেখা যায় প্রতিটি নির্বাচনেই অনেকে ভোট প্রদান করেন না। যে কোন জনগোষ্ঠীর স্বার্থ আদায় করার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন রাজনৈতিক সচেতনতা এবং সক্রিয় উপস্থিতি, এ বিবেচনাতেই অস্ট্রেলিয়ান ইমামদের বৃহত্তম এ সংগঠনটি মুসলিম কমিউনিটির সদস্যদের প্রতি প্রাক-নির্বাচনকালীন এ আবেদন রেখেছে। আনিকের (ANIC) সাম্প্রতিক কার্যক্রম গুলোর মাঝে নির্বাচন এবং স্থানীয় রাজনীতির প্রসঙ্গে জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির নানা পদক্ষেপ দেখা যায়।

আনিকের বিবৃতিতে বলা হয়, আপনার মতামতকে সমাজে প্রকাশ করার জন্য ভোট একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সুতরাং যথাযথভাবে উপযুক্ত ভোট প্রদান খুব জরুরী। মুসলিম হিসেবে আমাদের নেতাদের প্রতি পরামর্শ দেয়ার যে দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তায়, ভোট প্রদানের কাজটি তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ভোটের মাধ্যমেই এমন মানুষদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করা যায় যারা সমাজ, রাষ্ট্র ও জনগণের জন্য উপকারী এবং নির্ভরযোগ্য। অন্যদিকে ভোটের মাধ্যমেই এমনসব মানুষদেরকে পাবলিক অফিস থেকে সরানোর এবং দূরে রাখার সুযোগ পাওয়া যায় যারা উগ্রতা ছড়ায়, কিংবা সমাজে বর্ণবাদ ও বিভক্তি তৈরী করে।

সুতরাং স্টেট এবং ফেডারেল পর্যায়ে প্রার্থীদের যোগ্যতা এবং নানা প্রসঙ্গে তাদের অবস্থান বিবেচনা করা উচিত। যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রার্থীদের অবস্থান দেখা জরুরী তার মাঝে আছে কর্মসংস্থান ও চাকরির সুযোগ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আইন শৃঙ্খলা, অভিবাসন, বৈদেশিক নীতিমালা, ধর্মীয় বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিকারমূলক অবস্থান, অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং সামাজিক বৈচিত্র্যের প্রতি সমর্থন ইত্যাদি। আপনি যদি দ্বিভাষী হয়ে থাকেন অর্থ্যাৎ ইংলিশ ছাড়াও অন্য কোন ভাষায় কথা বলতে পারেন তাহলে সে ভাষার মানুষদেরকে নির্বাচনকালীন ভোট প্রদানের প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করে এবং ভোট দেয়ার নিয়ম বুঝিয়ে দিয়ে সক্রিয় সহায়তা করতে পারেন।

উল্লেখ্য যে আগামী ২৩ মার্চ ২০১৯ তারিখে এনএসডব্লিউ স্টেটের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়াও মে মাসের দিকে অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করতে পারেন অস্ট্রেলিয়ান ইলেকটোরেট কমিশনের ওয়েবসাইট https://www.aec.gov.au/, তাছাড়া ভোটার হিসেবে নিবন্ধনের জন্যও ভিজিট করতে পারেন https://www.aec.gov.au/enrol/।

Japanese Style
Crispy chick en $11.90
Teriyaki chick en $11.90
Tempura prawn $11.90
Teriyaki Beef $11.90
K atsu chick en $11.90
Teriyaki Salmon $14.00
Free miso soup or hot green tea.
Come with rice, carrot, cabbage, ginger , seaweed salad and meat of your choice

Bento Box
Teriyaki chick en Bento $14.00
Teriyaki prawn Bento $14.00
Teriyaki beef Bento $14.00
K atsu chick en Bento $14.00
Crispy chick en Bento $14.00
Grilled salmon Bento $15.00
Teriyaki salmon Bento $16.00
Come with rice, meat of your choice, mix ed salad, salmon nigiri, prawn nigiri, seaweed salad, and Free miso soup or hot green tea.

Thai Chili Basil
Chick en $15.00
Beef $15.00
Stir -fry meat of your choice with basil, mushroom and chilli in spicy basil sauce. Come with rice and fry egg.

Thai sweet and sour chicken
$15.00 (Come with rice)
Stir -fry chick en with capsicum, mushroom, tomato, cucumber, onion and shallot.

Udon Noodle
Prawn T empura Udon $13.00
Chick en Udon $12.00
Beef Udon $12.00
K atsu chick en Udon $13.00
Kimchi Udon $12.00

Thai Tomyum Noodle
Chick en $13.00
Prawn $13.00
Seafood $15.00
Thai traditional spicy and sour soup assorted with mushroom and traditional healthy Thai herbs

Thai Tomyum Prawn $15.00 (Come with rice)

Thai Beef Noodle
$14.00

Pad Thai
Prawn $15.00
Chick en $12.00
Beef $12.00
Stir -fry of rice noodles with ground peanuts, egg, garlic, bean, sprouts, carrot, shallot and mushroom.

Seafood Ramen
$14.00
Japanese Ramen with mussel meat, prawn and shrimp.

SUNSHINE SUSHI
ADDRESS
99 Haldon Street, Lakemba NSW 2195
Call : 02 9759 5653
HALAL FOOD HALAL FOOD HALAL FOOD

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, April-2019
Year-10

বাংলাদেশী সিনিয়র সিটিজেন অফ অস্ট্রেলিয়ার BBQ অনুষ্ঠিত

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

গত ১৪ মার্চ ২০১৯ বৃহস্পতিবার বিকেলে লাকেম্বায় (BSCA) বাংলাদেশী সিনিয়র সিটিজেন অফ অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া BBQ অনুষ্ঠিত হয়।

নিউ সাউথ ওয়েলস স্টেট নির্বাচনকে সামনে রেখে BBQ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ল্যাকেম্বার সম্মানীত এমপি LegislativeAssembly এর সদস্য ও এডুকেশন মিনিস্টার (শ্যাডো) জিহাদ দিব এমপি। Hon Jihad DiMP বাংলাদেশ কম্যুনিটির সহযোগিতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন,কথায় বিশ্বাস না করে রেকর্ড চেক করে দেখুন - সমাজের জন্য কে কি করেছে।তাহলে বুঝা যাবে কাকে ভোট দেবেন।

BBQ তে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশী সিনিয়র সিটিজেন অফ অস্ট্রেলিয়ার দেলোয়ার হোসেন, শামসুদ্দোহা নান্টু, হোসেন আরজু, মঞ্জুরুল আলম বুলু, আরিফ রহমান, মাহবুব চৌধুরী শরীফ, এম এ ইউসুফ শামীম, হাবিব হাসান, তাজুল ইসলাম প্রমুখ।

তাছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন মালয়েশিয়ার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শহিদুল ইসলাম ও নীলিমা ইসলামের পুত্র সিডনিতে অধ্যায়নরত তানজিমুল ইসলাম।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

বাংলাদেশী সিনিয়র সিটিজেন অফ অস্ট্রেলিয়ার (BSCA) বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

গত ১১ মার্চ ২০১৯ রোজ সোমবার সিডনির গ্রিনএকর এলাকার একটি রেস্টুরেন্টে অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী বাংলাদেশীদের কমিউনিটি সংগঠন "বাংলাদেশী সিনিয়র সিটিজেন অফ অস্ট্রেলিয়া„র এক বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সংগঠনের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসময় আগামী কর্মসূচী হিসেবে একটি বনভোজনের প্রস্তাব আসলে তা সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়ে তারিখ ও স্থান নির্ধারিত করা হয়।

এ সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আসন্ন নির্বাচনে লিবারেল পার্টি ল্যাকেম্বা থেকে স্টেট পার্লামেন্টে সংসদ সদস্য প্রার্থী জিল্লুর রশিদ ভূঁইয়া এবং HEJAZ Islamic Finance & Halal Superannuation Funds in Australia সংস্থার সিনিয়র ফাইনান্সিয়াল প্ল্যানার রকিবুল ইসলাম।

২০০৭ সাল থেকে হিজায ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস সংস্থাটি অস্ট্রেলিয়ান মুসলিম সম্প্রদায়ের বিভিন্ন আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে শরীয়তসম্মত সেবার চাহিদা পূরণ করে যাচ্ছে। একটি নৈতিক, শরীয়াহ Compliant সংস্থা হিসেবে প্রথাগত Superannuation, নানা খাতে অর্থায়ন এবং আর্থিক কর্মকান্ডের সামাজিক বিকল্প রুপ নিয়ে এটি বর্তমানে একটি নেতৃস্থানীয় ইসলামী বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান এবং আর্থিক সংস্থায় পরিণত হয়েছে। ভবিষ্যতে নৈতিক আর্থিক সেবার মধ্য দিয়ে সামাজিক সমৃদ্ধি, আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জন সহ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সুযোগ বাড়ানোর পরিকল্পনা আছে বলে ব্যক্ত করেন অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি রকিবুল ইসলাম।

জিল্লুর রশিদ ভূঁইয়া তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশ কমিউনিটির কাছে সংসদ সদস্য হিসেবে সেবার সুযোগ দেয়ার আবেদন জানান। দল মত নির্বিশেষে সকল ভেদাভেদ ভুলে একজন বাংলাদেশী হিসেবে লাকেম্বা ও পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে বসবাসকারী বাংলাদেশীদেরকে তিনি তার পক্ষে ভোট প্রদানের অনুরোধ জানান।

এ প্রসঙ্গে কয়েকদিন আগেই সুপ্রভাত সিডনির `ফেস টু ফেস লাইভ, অনুষ্ঠানে তিনি বিস্তারিত বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। আগ্রহী দর্শকরা সুপ্রভাত সিডনির ফেইসবুক পেইজ https://www.facebook.com/suprovatpage/ সরাসরি লাইভ ধারণকৃত সাক্ষাতকারটির ভিডিও দেখতে পারবেন।

বাংলাদেশী সিনিয়র সিটিজেন অফ অস্ট্রেলিয়ার (BSCA) এ বিশেষ সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন ভাই দেলোয়ার হোসেন, ভাই শামসুদ্দোহা নান্টু, ভাই হোসেন আরজু, ভাই মঞ্জুরুল আলম বুলু, ভাই আরিফ রহমান, ভাই মাহবুব চৌধুরী শরীফ, ভাই এম এ ইউসুফ শামীম, ভাই হাবিব হাসান, ভাই খসরুল আলম তালুকদার প্রমুখ। সভার শেষ পর্যায়ে উপস্থিত সবাইকে নৈশ ভোজে আপ্যায়ন করা হয়।

যুক্তরাজ্যের সংসদ ভবনে বাংলাদেশী লেখিকার বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

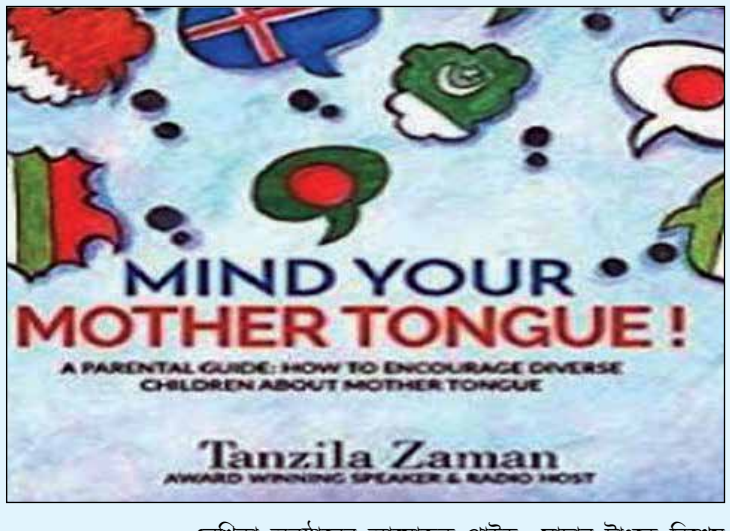

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

যুক্তরাজ্যের সংসদ ভবনে মাতৃভাষা বিষয়ক "মাইন্ড ইউর মাদার টাং" তানজিলা জামান (প্রকৌশলী) রচিত বই প্রকাশিত হয়েছে। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি এ বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার সৈয়দা মুনা। এসময় উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্যের সাংসদ ডেভিস, সাবেক সংসদ এলান, আবু তাহের এমবিই।

মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে লেখিকা তানজিলা জামান বলেন, মাইন্ড ইউর মাদার টাং বইটি মূলত একটি অভিভাবক নির্দেশিকা। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে থাকা ভিন্ন ভিন্ন দেশের অভিবাসী পিতা-মাতারা কিভাবে তাদের মাতৃভাষা সম্পর্কে শিশুদের উৎসাহিত করবে তা নিয়ে রচিত হয়েছে।

লেখিকা অনুষ্ঠানের আয়োজক প্রাইড মাদার টাংকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। এটি প্রথম বই যা ২৫০ মিলিয়ন অভিবাসীদের উৎসর্গ করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে লেখিকা তানজিলা জামান বলেন, তার যুক্তরাজ্যের ১১ বছরের অভিজ্ঞতার গবেষণালব্ধ ভালোবাসার ফসল। তার ব্যাংক অব আইডিয়াস নামে একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছেন, এ প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত দ্বিতীয় বই।

১৫৫ পৃষ্ঠার বইটি মাইন্ড ইউর মাদার টাং বিশ্বদরবারে বাংলাদেশকে আবার নতুনভাবে উপস্থাপন করবে কারণ লেখিকা তার বই,এ বাংলাদেশের মাতৃভাষা দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এর ইতিহাস উল্লেখ করেছেন সেটি এখন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক এমাজন অনলাইন মার্কেট থেকে ক্রয় করা যাচ্ছে।

সারি হিলস মসজিদের মুয়াজ্জিনের ইন্তেকাল

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

সিডনি সিটির অন্যতম প্রধান মুসলিম প্রার্থনাস্থল সারি হিলস মসজিদের মুয়াজ্জিন আবদুর রাজ্জাক গত ২৩ মার্চ ২০১৯ শনিবার ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিউন।

সিডনি সিবিডি বা মূল সিটির মাঝেই ১৭৫-১৭৭ কমলওয়েলথ স্ট্রিরটে অবস্থিত কিং ফয়সাল মসজিদ নামের মসজিদটি (King Faisal Masjid, Surry Hills) সাধারণত সবার কাছে এলাকার নামে নামকরণ হয়ে সারি হিলস মসজিদ নামেই সুপরিচিত। সিডনির নানা এলাকা থেকে সিটিতে প্রতিদিন কাজে আসা অসংখ্য মুসলমানদের জন্য নামায-ইবাদত করার অন্যতম উপযুক্ত স্থান এই মসজিদ।

দীর্ঘদিন এই সারি হিলস মসজিদে মুয়াজ্জিনের দায়িত্ব পালন করা আবদুর রাজ্জাক ছিলেন দ্বীনের একজন দ্বায়ী। চমৎকার ব্যবহার ও প্রাণখোলা ভালোবাসা দিয়ে তিনি সবার হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছিলেন। বিভিন্ন ভাষাভাষী নানা বর্ণের ও ভাষার মানুষদের সাথে ছিলো তার চমৎকার এক সম্পর্ক। আবদুর রাজ্জাক ১৯৮৭ সালে শ্রীলঙ্কা থেকে অস্ট্রেলিয়া আসেন, এরপর থেকে তিনি সিডনিতেই বসবাস করে আসছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে দুই কন্যার পিতা শেষ জীবনে বার্ধক্যজনিত কারণে সিডনি এক নার্সিং হোমে ছিলেন।

তাঁর সুন্দর আচরণ, হাস্যোজ্জ্বল সম্ভাষণ এবং উত্তম ব্যবহারের কারণে সাধারণত সবাই তাকে ভালোবেসে বাবা বলে সম্বোধন করতো। তাই বাবা আবদুর রাজ্জাক নামেই তাকে অনেকে চিনে থাকবেন।

শোক সংবাদ আমরা গভীরভাবে শোকাহত

শেষ পর্যন্ত বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা এবং অসুস্থতার পরেই শনিবার রাতে তিনি ব্যাংকসটাউন হাসপাতালে (Bankstown Hospital) চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় মারা যান। অত্যন্ত সাদামাটা জীবনযাপন করা আদর্শ এ মানুষটির বিদায় সিডনির মুসলমান কমিউনিটিকে শোকাভিভূত করেছে।

পরদিন ২৪ মার্চ ২০১৯ রবিবার জোহর নামাযের পর লাকেম্বার ওয়ানজি রোডে অবস্থিত বড় মসজিদে (Imam Ali bin Abi Taleb Mosque, Lakemba) মরহুমের জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় সিডনির সব এলাকা থেকে এবং দূর দূরান্ত থেকেও আগত মুসল্লিদের উপস্থিতি তাঁর উত্তম চরিত্র, আচরণ, মোয়ামালাত ও মোয়াসেরাতের কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। জানাযা শেষে সিডনির নারেলেন কবরস্থানে (Narellan Cemetery) তাকে দাফন করা হয়। সিডনির মুসলিম কমিউনিটি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করে, আল্লাহ তায়ালা যেন তাঁর দ্বীনের এই নিরলস খাদেম মরহুম আবদুর রাজ্জাককে জান্নাতুল ফেরদাউসের অধিবাসী হিসেবে কবুল করে নেন। আমীন।

জালালাবাদ এসোসিয়েশনের বনভোজন অনুষ্ঠিত

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব নিউ সাউথ ওয়েলস ইনকের উদ্যোগে গত ২৪ মার্চ ২০১৯ সিডনির কার্স পার্কে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়।

দিনব্যাপী অনুষ্ঠান, নাচ গান, খেলাধূলা, মুখরোচক খাবার পরিবেশন করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া সিডনিতে বসবাসরত সিলেটি কমিউনিটি এইচ এস সি উত্তীর্ সকল ছাত্র/ছাত্রীদের সংর্ধনা প্রদান করা হয়।প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে আয়োজকবৃন্দ আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

ল্যাকেম্বায় ৭ই এপ্রিল অটিজম সচেতনতা দিবস

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

স্পেশাল এঞ্জেলস ৭ই এপ্রিল ২০১৯ রোজ রবিবার অটিজম সচেতনতা দিবস উদযাপন করতে যাচ্ছে। বিশ্ব

অটিজম সচেতনতা দিবসের মাসে স্পেশাল এঞ্জেলস কিছু কর্ম সূচি হাতে নিয়েছে। ল্যাকেম্বা রেলওয়ে প্যারেড পার্ক থেকে এ রেলি শুরু হবে। স্পেশাল এঞ্জেলস এক বছর আগে শুরু করা একটি কমিউনিটি প্রকল্প। অটিজম ছেলে মেয়েদের বাবা মায়েদের ব্যক্তিগত উদ্যেগে এ সংস্থার সূচনা। উক্ত সংস্থা মাসিক সমাবেশ সংগঠিত করে ইনফরমেশন শেয়ার , বাচ্চাদের কার্যক্রম, বাচ্চাদেরকে বিশেষ প্রশিক্ষণ করা এবং অটিজম এবং অন্যান্য ধরণের অক্ষমতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে আসছে ।

অটিজম সচেতনতা দিবসটি ২ এপ্রিল প্রতি বছর বিশ্বের বিভিন্ন সংগঠন দ্বারা উদযাপন করা হয়। স্পেশাল এঞ্জেলস এর সদস্য এবং স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকেরা সমাবেশে অংশগ্রহণ করবেন। সৌজন্যমূলক টি-শার্ট, অংশগ্রহণের সার্টিফিকেট এবং হালকা রিফ্রেশমেন্ট এর ব্যবস্থা থাকবে

ইভেন্টটি সফল করতে আপনার উপস্থিতি একান্ত কাম্য ।আগ্রহী যে কেহ যোগাযোগ করতে পারেন : Pervejul Alam : 0403 857 369 , Anowar Rahman :0406 811 120.

দয়া করে আমাদের ফেসবুক ক্যাম্পেইনে অংশ নিতে ভুলবেন না :https://www.facebook.com/events/2211090022538147.

অস্ট্রেলিয়ায় অজি বাংলা সিস্টারহুডের মিলনমেলা

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

ফেসবুক গ্রুপ অজি বাংলা সিস্টারহুডের প্রথম মিলন মেলা ২৩ মার্চ শনিবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশী মহিলাদের নিয়ে তৈরি করা প্রথম ফেসবুক গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা জান্নাত জানান, অস্ট্রেলিয়ার অভিবাসীদের শুধুমাত্র মেয়েদের নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় অজি বাংলা সিস্টারহুড। প্রথম মিলন মেলায় লাখো শহীদদের স্মরণ করে দেশের গানের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রায় তিনশ সদস্য এ মেলায় উপস্থিতিতে সান্ধ্যভোজন পাশাপাশি ছিলো নৃত্য পরিবেশনা, মজার গেম শো, সম্মাননা প্রদান, আর বাংলা গানে- নাচে ভরপুর একটি অসাধারণ বিকেল।

এই আয়োজনের জন্য জান্নাত বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানান, পরিকল্পনা টিমের ফারিনা, গঞ্জেত্রী, সেতু এবং শর্না কে যারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব ধরনের আইডিয়া এবং প্ল্যানিং এ ভুমিকা রেখেছে এবং ব্যবস্থাপনা টিমের ৬ জন ভলান্টিয়ারকে যাদের সহায়তায় এই আয়োজনটি সফল হয়েছে। মিলনমেলা উপস্থাপনা করেন ফারিনা এবং সেজুতি।

৩ পৃষ্ঠার পর

এই আজকের ছাব্বিশে মার্চ ,যা বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা দিবস হিসাবে পালিত হয়ে আসছে .

পাকিস্তানের পরিকল্পিত গণহত্যার মুখে পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে শুরু হয়েছিল গণপ্রতিরোধ ।জীবন বাঁচাতে হাজার হাজার আওয়ামী লীগের নেতারা আমাদের ভারতবর্ষেও আশ্রয় নেন। দেশকে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী থেকে রক্ষা করতে মুক্তিবাহিনী গঠন করা হয়,যে বাহিনী গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ চালিয়ে পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে।বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে আমাদের ভারত জড়িয়ে পড়ে মূলত মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সামরিক বাহিনীর যৌথ আক্রমণ ফলায় পর্যুদস্ত হয় পাকিস্তানের সামরিক সেনা। তারা ৯৩ হাজার সৈন্যসহ আকস্মিকভাবে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

পৃথিবীর ইতিহাস ঘাঁটলে যেকোন স্বাধীনতার যুদ্ধে একটা দারুন মিল পাওয়া যায়- শাসকের প্রতি পুঞ্জীভূত ক্ষোভ,বোমা গোলা বারুদ,পিছু হটা নয় এসপার না ওসপার কিছু একটার চ্যালেঞ্জ থেকে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ও আলাদা ছিল না। শিশু,কিশোরী,মহিলাদের জোর করে সেনা ছাউনিতে তুলে নিয়ে শারীরিক অত্যাচারের মর্মান্তিক ইতিহাস আজও স্বাধীন বাংলাদেশের বাতাস গুমোট করে।

মুক্তি যুদ্ধে বাংলাদেশিরা ধর্মের উর্ধে জাত্যাভিমানকে স্থান দিয়েছিল। আমরা বাঙালী, আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলি,তারপর আমাদের অন্য পরিচয় এই স্বত্তা দারুন ভাবে মানুষের মনে

তরঙ্গের সৃষ্টি করেছিল মুক্তি যুদ্ধের লড়াকু মানসিকতা তৈরিতে।যার পেছনে ছিল আওয়ামী লীগের নেতাদেরও পূর্ন সমর্থন।"আওয়াম" শব্দের অর্থ সাধারণ মানুষ বা common people, মুসলিম শব্দটা বাদ দেওয়া হয়েছিল লীগের নাম থেকে,অর্থাৎ ধর্মের উর্ধে মানুষকে স্থান দেওয়া হয়েছিল। মানুষ বলতে জনগণের এমন এক অংশ যার মধ্যে বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ বিদ্যমান। চাষী, শ্রমিক,মজদুর যারা রাষ্ট্র যন্ত্রে সবচেয়ে বেশী নিপীড়িত নিষ্পেষিত তারাও সামিল হয়েছিল এই স্বাধীন ভাবে বাঁচার স্পন্দনে।এর সঙ্গে ছাত্রদেরও বৃহৎ ভাবে যুক্ত করা হয়েছিল কারণ তারা শিক্ষিত এবং আগামীর প্রতিনিধি,প্রাণ চঞ্চল,প্রাণের জোয়ারে মুক্তি যুদ্ধের ঢেউ আছড়ে তুলেছিল সর্বত্র।এক্ষেত্রে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের বিশেষ ভূমিকা অস্বীকার করতে পারি না।

জন্ম লগ্ন থেকে আওয়ামী লীগ দলটি, প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের দাবীর উপর গুরুত্ব আরোপ করে। পাকিস্তানের শাসনের জন্ম লগ্ন থেকেই বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি, এক মানুষ এক ভোট, গণতন্ত্র শাসনতন্ত্র প্রণয়ন আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও দুই দেশের মধ্যে বিভেদ ঘোচানোর লক্ষ্য নিয়ে পথ চলা শুরু করেছিল আওয়ামী লীগ। ধর্মের ভিত্তিতে মুসলিম লীগ পার্টিশনের দাবী করেছিল কিন্তু তাতে বাংলা ভাষাভীদের আইডেন্টিটি আহত হয় বলে তারা মুসলিম লীগ থেকে বেরিয়ে আওয়ামী লীগ নির্মাণ করে যেখানে ধর্মের উর্ধ জাতি ভাব ও ভাষা প্রাধান্য পেতো।তাছাড়া কৃষি প্রধান জাতী হিসেবেই তারা স্বায়ত্ব শাসন দাবী করে। এক জাতি এক ভাষা এক রাষ্ট্র এ এক যেন এক সম্মিলিত মন্ত্র।তাছাড়া পাকিস্তানের সাথে ভৌগলিক দূরত্বের কারণে ও বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন হতে চেয়েছিল।সব কিছুর ফল নতুন রূপে এক নতুন দেশের আবির্ভাব।

স্বাধীনতা আসলে এনে দেয় এক মুঠো মুক্তির স্বাদ, এক ঝলক তাজা বাতাস ,কেবল এই উপলব্ধি থেকেই যদিও একটা দেশ উন্নতির গতিময়তার সাথে এগিয়ে যেতে পারে না সেই সঙ্গে দরকার হয়, নবচেতনার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে, অশিক্ষা-কুশিক্ষা বেকারত্ব,বুভুক্ষা দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ ও দেশ গঠনে উন্নতির সেতু ।স্বাধীনতার অনেক গুলো বছর পার করে আজ বাংলাদেশ এই লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে।নামেই দুটো আলাদা দেশ ,এপার বাংলা ও ওপার বাংলা কাঁটাতারের বিভেদে,তবু এ পার- ওপারের বাসিন্দাদের মধ্যে বাংলার কৃষ্টি,শিল্প সাহিত্য ,মনন চিন্তনে এক অদ্ভুত হৃদ্যতা যা আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে দুই স্বত্তার মেল বন্ধনে।

বাংলাদেশী সিনিয়র সিটিজেন অফ অস্ট্রেলিয়ার (BSCA) রি-ইউনিয়ন

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশীদের প্রথম ও একমাত্র প্রবীণদের সংগঠন হিসেবে সুপরিচিত বাংলাদেশী সিনিয়র সিটিজেন অফ অস্ট্রেলিয়ার (BSCA). এ সংগঠনটি বাংলাদেশের অসহায় ও অতি দরিদ্রদেরকে বিভিন্ন ধরণের সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছে। বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে ভূমিকা রাখছে অপরিসীম। সমাজের রন্দ্রে রন্দ্রে লুকিয়ে থাকা বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি কারকের জন্য এ সংগঠনটি হচ্ছে রেড এলার্ট। দল মত নির্বিশেষে মানব কল্যানে ন্যায়ের পক্ষে সর্বদা সোচ্চার এ সংগঠন রি-ইউনিয়ন করতে যাচ্ছে আগামী ২৫শে এপ্রিল ২০১৯।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, April-2019
Year-10

মমির বর্মে কেটোহেক্সাসোডিকারকামা

পবিত্র চক্রবর্তী

তুষার তুহিন রায়ের শরণাপন্ন মাঝে মধ্যেই হতে হয় ভিসার জন্য। এবারও হলাম। কয়েকদিন পর আলেকজান্ডার স্মিথের স্পন্সশিপে রাতের সরকারী ফ্লাইটে গা এলিয়ে দিলাম । ব্যাঙ্গালুরু হয়ে হিথরো। ড্রাইভার চিসইক ফ্লাইওভারের উপর দিয়ে হুসহুস করে গাড়ী চালিয়ে চলেছে । খানিকটা এগোতেই অদূরেই থেমস্ নদী সাপের মত একেবেকে চলছেন নর্থ সি,তে মিশে যাওয়ার অভিপ্রায়ে ।

ফুলহামে আলেকজান্ডার স্মিথস্ বাংলো । বড় না হলেও ছিমছামের মধ্যে সুন্দর নান্দনিকতা । বাড়ীর গায়ে একতারা, দোতারা হাতে নানা আকৃতির বাউলের মেঠো কাজ । তাজ্জব হয়েছি দেখে প্রোফেসর হেসে বললেন , " আসলে কী জানেন আমার ঠাকুরদা রবীন্দ্র অনুরাগী ছিলেন ।" গল্প শুনতে শুনতে ড্রয়িংরুমে বসলাম । সুন্দর পেয়ালায় চা হাতে হাজির মিসেস স্মিথ । চুলের আর মুখের গড়নে এখানকার ছাপ থাকলেও পরনে অগোছালো শাড়ী । মিসেস স্মিথ সামনের সোফায় হাসি চেপে রেখে বসলেন আর ভাঙা বাঙলায় বললেন , " মশাই চা খান । ও হ্যাঁ আমার নাম অনুরাধা মুখার্জী । অবশ্য বিয়ের পর স্মিথ , অনেক বছর হল এখানেই ।"

লন্ডনে এখন বেশ ঠাণ্ডা । প্রোফেসর চা না খেয়ে গ্লাসে পানীয় ঢেলে বললেন , " আসলে ও আর আমি একই কলেজ থেকেই ইতিহাস নিয়ে পি এইচ ডি করেছি আর শেষে বর্তমান পরিনতি ... ।„ সেদিন আর বেশী কথা হল না ।

এখানে এখন দুপুর ১ টা অর্থাৎ ভারতে মাঝরাত পেরিয়েছে । ঘুমঘুম পেতেই অনুরাধা খাঁটি বাঙালী রান্না খাইয়ে সোজা ঘুমাতে যেতে বললেন । ঘুম ভাঙল বেশ রাত করেই । উইকেন্ড , সুতরাং রাতেই আড্ডা জমে উঠলো । প্রোফেসর নিজের স্টাডি রুমে আমাকে বসিয়ে দরজা এঁটে দিলেন । খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন „ ডঃ নন্দী আমার বিয়ের কথাটা জানতেন না বুঝলেন আর ওনাকে এই ব্যাপারে যে এখানে ডাকবো তখন তেমন কিছুই ঘটে নি । নেচার পত্রিকায় গত বছর আপনার একটা লেখা পড়েছিলাম । মাস দুয়েক আগে এমন একটা ঘটনা উদ্ধার করি যার জন্য আপনাকে ডেকে পাঠানো । আই থিংক ইউ ডিড নট মাইন্ড ।" শেষের দিকে ওর গলাটা বেশ নরম হয়ে গেল ।

আমি বললাম , " ভালোই হয়েছে , আপনার দৌলতে লন্ডনে পা তো রাখতে পারলাম তাছাড়া টিকিটও আপনি কেটে দিয়েছেন , নইলে একজন সাধারণ প্রোফেসরের পক্ষে নির্বান্ধব দেশে আকস্মিক আসাটা একটু মুশকিলের ।" খানিক থেমে আবার বললাম , " বিষয়টা কী এবার বলুন স্যার ।"

রোলিং চেয়ারে পিঠ টানটান করেই আবার টেবিলের অপর প্রান্তে ঝুঁকে আমার দিকে চেয়ে বললেন , " আমি একজন এন্ট্রোলজিস্ট। কলেজে পড়ানো ছেড়ে বছরখানেক লন্ডন ব্লুমস্বেরির ব্রিটিশ মিউজিয়ামের থার্ড ফ্লোরে যে আটটি মমি আছে তাদের দেখভাল ও অধ্যয়নে আছি।"

ছোটবেলায় পরেছি এই বিখ্যাত মিউজিয়ামটি আইরিশ ডাক্তার ও বিজ্ঞানী স্যার হান্স স্লোয়েন ১৭৫৩ সালে নির্মাণ করেন ,পরে ১৭৫৯ এ দীর্ঘ পরিশ্রমের পর প্রথম জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয় । কিছুক্ষণ আগেই অলেভিয়া কাজের মহিলা বিয়ার দিয়ে গিয়েছিল । প্রোফেসর স্মিথের গলার আওয়াজে বহুকালের মন হারানোর অভ্যাসটায় ব্যাঘাত পড়ল । আমি ওর দিকে চেয়ে বললাম , " হুম বলুন ডক্টর , কী হয়েছে সেখানে আর আমি কিই বা সাহায্য করতে পারি ?„

" আসলে আপনার আঙ্কেলের সাথে ওর জীবনের প্রায় অন্তিম লগ্নে আমার প্রায় কথা হত , পন্ডিত মানুষ । নানা আবিষ্কারের মধ্যে যেটা ছিল সেটা আপনি তো রোনাল্ড আর অ্যাবিনুশের জিম্মায় ছেড়েই এসেছেন" বলেই মুচকি হাসি হাসলেন।" বাই দ্য ওয়ে ট্যানিক্লোরাম রোডিওলার কথা আপনি জানেন!„ অবাক হয়েই কথাটা বলে ফেললাম।

" না জানার তো কিছু নেই , বিজ্ঞানের এত বড় আবিষ্কার নিউ ইয়র্ক থেকে লন্ডন সহ তামাম দেশের নিউজে ছড়িয়ে পরেছে । শুধু তাই নয় ভারতের নামও উজ্জ্বল হয় মানব সেবার জন্য । কত রুগ্ন মানুষ ওই ওষুধে উপকৃত হচ্ছে ।"

" প্রোফেসর কাম টু দ্য পয়েন্ট , আশাকরি ট্যানিক্লোরাম রোডিওলা আপনার বিষয় নয় ।" কথাটা ঘোরাবার জন্য মুখ ফস্কে বেড়িয়ে গেল । থতমত খেয়ে প্রোফেসর মুখ খুলতেই মিসেস স্মিথ ঘরে ঢুকলেন । রাতের খাবারের পর আজকের মত আসর শেষ । নরম গদির বিছানায় পরতেই নানা প্রশ্ন মাথার মধ্যে ঘুরপাক দিতে লাগলো । মিসেস স্মিথ বাঙালী অথচ শাড়ী পরার ধরন ! বাংলা কথা , রান্না ! প্রোফেসরের আসল উদ্দেশ্য কী ? ট্যানিক্লোরাম রোডিওলা ! নাহ ! মমির বিষয়ে কিছু বলতে চাইছিলেন মনে হল । একটা বিষয় রোহিতাশ্ব রায় মানে আমি ব্যাগে নানা কাজের সাথে একফাইল ট্যানিক্লোরাম রোডিওলা রেখে দেই , কে জানে কোথায় কী কাজে লাগে। এবার সাথে নন্দী পিসোর অসমাপ্ত কাজ। যদিও এবারে সেই আবিষ্কারকে আমিই সমাপ্ত করেছি ।

রাতে কথা থেকে একটা হাল্কা কান্নার আওয়াজে ঘুমটা মাঝে ভেঙে গেছিল কিন্তু ক্লান্ত শরীর নিয়ে বিছানা থেকে উঠতে পারে নি ।

সুবিশাল প্রাসাদ বর্তমানের ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম । রুম নং ৬৩ ঘুরে ৬২ তে এলাম । প্রোফেসরে একটি কাঁচের বক্সের দিকে নিয়ে গেলেন । শায়িত মমিটির দৈর্ঘ্য ৪ ফুট ১ ইঞ্চি । আটটি মমির মধ্যে মোট তিনটি মমি মহিলার । এটি সেই তিনজনের মধ্যে একজন । প্রোফেসর স্মিথ আমার দিকে ঘুরে তাকিয়ে বললেন , " প্রোফেসর রায় এর বয়স সাত , সিঙ্গার ছিল , নাম জায়াসেতিমু । খ্রিষ্টপূর্ব ৮০০ শতক অর্থাৎ ফেরাওএর রাজত্বকাল তখন ... ।„

আমি মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম , হায় রে ভাগ্যহীনা জায়াসেতিমু কোন আঘাতে অকালেই ঝরে পড়ল সে ? তার খোঁজই বা রাখে ক,জন ?

" ডঃ স্মিথ এই মিউজিয়ামের লাইব্রেরী তো পৃথিবী বিখ্যাত , দেখতে পারবো কী ?„

" সরি রায় । আজ বন্ধ , তবে সেই সম্পর্কে আমি কিছু বলবো । সামনেই কফি শপ ...চলুন ।"

অস্টন রোড ক্রশ করিয়ে পূর্ব-উত্তর দিকে কিছুটা এগোলেই স্টারবাক্স কফি হাইস । ডঃ স্মিথ দুটো এসপ্রেসো ভেন্টি অর্ডার দিলেন । আমি প্রোফেসরের দিকে তাকিয়ে বললাম , " নাও স্যার প্লিস টেল মি দ্য রিসন ? এখানে আমি কী জন্য ?„

" ওয়েল ফ্রেন্ড , আপনার আঙ্কেল একবার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন ঈশ্বর তত্ত্ব একদিকে রেখে যদি বিজ্ঞানের আলোয় বিচার করি তাহলে হয়তো বোঝা সম্ভব যে সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্সের মৃত দেহের পেশী , রঙ কেন আজও অমলিন ! আপনাদের ভারতের পুরনো গোয়ার চার্চে তা সংরক্ষিত আছে ।"

আমি মন দিয়ে শুনতে থাকলাম । চুপ করে আছি দেখে উনি আবার মুখ খোলেন , " ডঃ রায় , আশাকরি আপনি আমাকে হেল্প করবেন । আমি দেখাতে চাই জগতকে ভারতের ভেষজ কতটা মহান । প্রোফেসর নন্দী আমাকে বলেছিলেন তার কাজ যদি অসমাপ্ত থাকে তাহলে আপনি তা এক সময় শেষ করে ওর স্বপ্ন পূরণ করবেন । তিনি শুরু করেছিলেন , মৃত দেহ কোন অজৈব রসায়ান ছাড়াই অত্যন্ত ঘরোয়া উপায়ে সজীব রেখে দেবেন দীর্ঘদিন । তার ডেথের পর আপনি এই নিয়ে একবার খবর পেয়েছিলাম অনেকটাই এগিয়েছেন।"

দীর্ঘ বক্তব্য রেখে বাকী পানীয়টা এক নিঃশ্বাসে শেষ করলেন , বুঝলাম এবার আমার পালা । গলা ঝেড়ে বললাম , " প্রোফেসর ঠিকই ধরেছেন , কেটোহেক্সাসোডিকারকামা হল প্রয়াত আঙ্কেলের সেই স্বপ্ন ,যেটা আপনি এতক্ষণ বললেন ।"

প্রোফেসরের মুখ ঝুলে গেল নাম শুনে। ঠোঁটটা নীচের দিকে ঝুলিয়ে বার কয়েক উচ্চারণ করার চেষ্টা করলেন " কেটোহেক্স...কেটো... ডঃ রায় ইজ দেয়ার এনি... ।„

ওকে থামিয়ে বেশ মজা নিয়ে বললাম , " আপনাদের জন্য একটি আদুরে নাম রেখেছি ` অগ্নি স্বর্ণ ` , একপ্রকার তরল । যা মাখিয়ে রাখলে... ।"

" আমাকে দিন প্লিস , যা টাকা বলবেন ... ।"

" সরি প্রোফেসর প্রাইস লেস ওটা ...„ মাঝ পথেই থেমে গেল কারন পরিবেশক মহিলা হাসি মুখে জানতে চাইলেন আর কিছু লাগবে কিনা । বুঝলাম খাওয়া শেষ এবার আসতে পারেন বলার মধুর ভঙ্গিমা । প্রোফেসরই দাম মেটালেন সাত পাউন্ড অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় দুই কাপ চকলেট ঘাঁটা কফির মুল্য ৬২৯ টাকার মত । আমি বিল দেখে হাঁ হয়ে গেলাম ।

বিকাল বিকাল বাড়ী ফিরলাম । পথে লাঞ্চ করে নিয়েছিলাম । এখানকার জল আর পাবলিক টয়লেট কিছুদূর অন্তর অন্তর রয়েছে । ড্রাইভ করতে গিয়ে প্রোফেসর " উফ , গড " বলে গাড়ীটা সাইডে দাঁড় করেছিলেন মাঝে । আমি বসে ছিলাম গাড়ীতে । খানিক পরেই হাসি মুখে এসে স্টিয়ারিং ধরতেই একটা ছেলে দৌড়ে এসে „ ইউর লেন্স স্যার " বলে ছোট্ট দুটি লেন্স দিতেই আমি ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়েছিলাম কয়েক পলক । " ভালোই পাওয়ার আছে , বালি লেগেছিল তাই চোখ ধুতে গিয়ে...„ অকাট্য যুক্তি স্মিথের ।

ড্রাইভ করতে করতে একটা মমির বিষয়ে তিনি গল্প করছিলেন । রোসালিয়া লম্বার্ডর , দ্য স্লিপিং বিউটি । মৃত্যুর এত বছর পরেও সেই দুই বছরের মেয়েটি তাকায় আবার চোখ বোজে । এটা ঠিক বিজ্ঞান জানিয়েছে ওর শিওয়রের কাছে থাকা জানলা আর আলোর প্রতিফলনেই এই হ্যালুসিনেশন । এ জগতে চোখে যা দেখা যায় তা যে সব সময় সত্য হবেই সেটা যে অর্থহীন তারই প্রমান মমিটা । কিন্তু মাথায় আসছিল না একথাগুলো বলতে বলতে প্রোফেসরের দুই চোখ আর কণ্ঠস্বর এত দৃঢ় আর লোভীর মত কেন শোনাচ্ছিল ! অবাক লাগছিল । নন্দী পিসো যখন প্রোফেসরের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন তখন কেবলমাত্র সাধক আর গবেষক ছাড়া আর কিছুই লাগে নি । সময় কী মানুষের বুকে লোভের তীক্ষ্ণ ফলার আঁচড় দিয়ে যায় !

" প্রোফেসর রায় আজ কিন্তু আপনার নতুন আবিষ্কারের ম্যাজিক দেখাতেই হবে ।" বাড়ী ফিরে ড্রয়িংরুমে গা এলিয়ে কথাটা বললেন ।

" এখানে ? আর দেখতেই বা চাইছেন কেন ?„ আমি বললাম ।

" আপনার আঙ্কেল আমার ক্লোজ পারসন ছিলেন অ্যান্ড ইউ টু । তাছাড়া মিউজিয়ামের লাইব্রেরীতে ওই সাত বছরের মেয়েটির মমির বিষয়ে হিরিয়গ্লিফিক লেখা " মদজু নেতজের " অর্থাৎ ` ভগবানের শব্দ ` কয়েক মাস আগেই পড়েছিলাম তখন একটা অদ্ভুত লেখা পড়ে চমকে গেছিলাম!„ " কী ছিল লেখা প্রোফেসর ?„ আমিও কৌতূহলী হলাম ।

" সালফো তাত তিফি কি বাদ্রেন ।"

" মানে ?„

" সে প্রতি পূর্ণিমায় জেগে উঠবে কিন্তু তারপরেও কিছু একটা লেখা ছিল যা নষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্য উদ্ধার করতে পারি নি আর আজই সেই পূর্ণিমা ।" শেষে সেই অদ্ভুত ঝিম ধরানো গলা । যেন মাদকতার মধ্যে লোভ ।

অলিভিয়ার কাজ এখনও শেষ হয় নি । আমাদের চা দিতে এসেই প্রোফেসর স্মিথ দাঁত খিঁচিয়ে চেয়ার ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠলেন , " কতবার বলতে হবে আমাদের কথার মাঝে বারবার আসবে না , গেট আউট ।" অলিভিয়া ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে আমার চোখের দিকে করুন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ ,যেন ওর কালো মণির মধ্য দিয়ে কিছু বলতে চাইছেন আমাকে । শেষে " আউট " শব্দে চমকে উঠে ধীরে ধীরে চলে গেলেন কাপ দুটো নামিয়ে ।

প্রোফেসরের গলার স্বর পেয়ে মিসেস স্মিথ প্রায় দৌড়ে আসলেন । আমার দিকে ফিরে চোস্ত ব্রিটিশ ইংরাজিতেই বললেন , " ডোন্ট মাইন্ড , দিস ব্লাডি স্লেভস কান্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য সিচুয়েসনস্, হোপ ইউ...„ অনুরাধা বৌদির গলায় কেন জানি না খুব বেমানান লাগলো উচ্চারণগুলো ।

রাত দশটা নাগাদ প্রোফেসর স্মিথ আর আমি আবার রওনা হলাম মিউজিয়ামে । ওনার নাকী স্পেশাল পারমিশন আছে । যাইহোক সুবিশাল প্রাসাদের ৬২ নম্বর রুমের জায়াসেতিমুর মমির কাছে আমরা দুজন । প্রোফেসর স্মিথ কাঁচের ঢাকনা সরিয়ে আমাকে চোখের ইঙ্গিত করলেন । ঘরের কোণায় হাল্কা আলো ।

কাছের গির্জায় ঢং ঢং করে বারোটা ঘণ্টা পরতেই ঘড়ঘড়ে গলার শব্দে চমক ভাঙল । প্রোফেসর স্মিথ জাদুকরের মত দুহাতের আঙুল ঘোরাতে ঘোরাতে প্রথমে বিড়বিড় পরে জোড়ালো গলায় বলছে „ নাহদু মিন অ্যালনুন... নাহদু মিন অ্যালনুন জায়াসেতিমু... জেগে ওঠো ঘুম থেকে...„; ওর চোখের দিকে দেখলাম কালচে মণি দুটো জ্বলছে । আমার দিকে ধীরে ধীরে হাতের ইশারায় কী যেন বললেন । অনুমান করলাম আমার হাতে ধরা সোনালী শিশিতে রাখা তরল কেটোহেক্সাসোডিকারকামা অর্থাৎ অগ্নি স্বর্ণ ঔষধি ঢেলে দিতে বলছেন ।

নিজের মধ্যে ফিরে এসে ওর আদেশ মত কয়েক ফোঁটা ঢালতেই ঝুঁকে পরলো প্রোফেসর । দেখাদেখি আমিও । হাত ঘড়িতে টিকটিক শব্দ । ক্রমশ সুপ্রাচীন মমির শুকনো গালে ফ্যাকাসে থেকে গোলাপি আভা , হাড়ে একটু যেন মাংসের আভাস । খানিক পরে দেখতে দেখতে বাসি চুলে লালচে সোনালী রঙ ।

প্রোফেসরের গলা থেকে ছিটকে এলো " জ্যামিনোন জ্যামিলেন , চমৎকার , সুন্দর।"

দুপুর হয়ে গেল ঘুম ভাঙতে । অনুরাধা স্মিথ জানালেন অলিভিয়া ওর ছেলে কেনেথকে নিয়ে শহরের বাইরে গেছে । প্রোফেসর পুরনো গলায় হাসতে হাসতে বললেন , " বাঁচা গেল । আজ কিছু জিনিষ বিকালে ঠিক করে নেব কেমন প্রোফেসর রায় ।"

সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ আমার রুমের ইন্টারকমে প্রোফেসর জানালেন তার স্টাডিরুমে চলে আসতে , সাথে অগ্নি স্বর্ণ যেন নিয়ে আসি ।

সামনে বড় একটা রিডিং ল্যাম্পের ওপাশে রিভলবিং চেয়ারে বসে আছেন প্রোফেসর স্মিথ আর ঠিক ওনার পিছনে গাউন পরে অনুরাধা স্মিথ । আমি ঘরে ঢুকতেই প্রোফেসর " ওয়েলকাম মাই হিরো , তোমার কথাই ওকে বলছিলাম " বলেই নিজের স্ত্রীর দিকে

১৫ পৃষ্ঠায় দেখুন

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

১৪ পৃষ্ঠার পর

তাকালেন । " বলুন স্যার কী প্রয়োজনে ডাকলেন ?„

"শোনো তোমার ওই স্বর্ণ অগ্নি আমাকে দাও , আই উইল পে ইউ লামসাম মানি ...„ কথার মাঝেই মিসেস মুখার্জী ওরফে অনুরাধা স্মিথ বললেন , " রোহিতাশ্ব প্লিস আমাকে দেখাও একটিবার । পরে তোমাদের কথা হবে ।"

আমি ওর দিকে তাকাতেই দেখি উনি একটা কাঁচের বয়াম নিয়ে আমার পাশে এসে হাজির। ওটাতে একটা কঙ্কাল , সাপের কঙ্কাল।

আমি একবার ওইদিকে তাকিয়ে প্রোফেসরের চোখে চোখ রেখে বললাম , " আপনি কী লেন্সের কালার চেঞ্জ করেন নাকী বারবার ?„

থতমত খেয়ে প্রোফেসর খানিকটা আমতা আমতা করে বললেন , " বড্ড ভুলো মন , কেন আগে কী দেখেছ ?„

" নীল থেকে কালো , কালো থেকে নীল।" হা হা করে হেসে উঠলেন প্রোফেসর , ভাবটা এমন যেন এমন কোন ব্যাপারই না , " আসলে আমার চোখের রঙ নীল বাট আই লাভ অনুরাধা দ্য ব্ল্যাক আই ।"

আমিও মুচকে হেসে বললাম , " নো ওনার ঘোলাটে ব্রাউন ...যাক গে ম্যাডাম একেও মমির মত দেখতে চাইছেন তো !„ মাথা নাড়ালেন দম্পতি । কয়েক ফোঁটা দিতেই কঙ্কালের দেহে মাংস , চমক লাগলো নতুন গজিয়ে ওঠা চামড়ায় ধীরে ধীরে । ঘরে পিন পরলেও যেন শব্দ হবে ।

টেবিলের উপর রাখা থাকলো বয়ামটি । আমি বললাম , " এর এফেক্ট ওই ২৫০ঘন্টা মত থাকবে ম্যাডাম ।"

অনুরাধা স্মিথ " ওয়ান্ডারফুল " বলে খানিক চুপ করে থাকলেন । প্রোফেসর আমার দিকে সরাসরি তাকিয়ে বললেন " আই নিড দিস প্যেটেন্ট ডঃ , যে করেই হোক ।" শেষের দিকে গলায় খানিকটা আদেশের সুর । আদেশ বরাবর অপছন্দ করি আমি । ওর কথায় আমি উঠে দাঁড়ালাম ।

" সিট সিট আই সে সিট ডাউন । সি ডঃ তোমার ওই ইন্ডিয়ায় আছেটা কী অ্যাঁ , বেগার কান্ট্রি । ওখানে এইসবের দাম পাবে না । বাট আই উইল গিভ ইউ ...।"

" ইনাফ ডঃ স্মিথ আমি বিক্রি করবো না „ বলেই টেবিল চাপড়ে বললাম ।

অনুরাধা স্মিথ স্বামীকে শান্ত করতে যেতেই ঘটলো বিপত্তি । টেবিলের উপর কাঁচের শিশিতে রাখা স্বর্ণ অগ্নি নীচে পরে ঝনাৎ করে ভেঙে গেল । প্রোফেসর আর্তনাদ করে রাগের বসে মিসেস স্মিথের গালে সজোরে এক থাপ্পড় মারতেই মিসেসে স্মিথ ঘুরেই গাউনের তলা থেকে পিস্তল বার করে সোজা প্রোফেসর স্মিথের দিকে তাক করে বললেন , " জ্যাক এক পা নড়েছো কী খুলি উড়িয়ে দেব ।"

একী দেখছি আর শুনছিই বা কী ! জ্যাক ! আলেকজান্ডার স্মিথ কী করে জ্যাক ! বন্দুক তাক করেই আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে অনুরাধা স্মিথ বললেন „ ওয়েল ওই প্যাটেন্ট আমি কিনবো নইলে মাই ডিয়ার রায় তোমার হালও জ্যাকের মত করে ছাড়বো ।"

" ম্যাডাম কিছুই বুঝলাম না আমি , হি ইজ ইয়র হাসবেন্ড ।"

" হু ? হি ? নো ওয়ে । জ্যাক হলেন আসল আলেকজান্ডার স্মিথের সৎ ভাই । আলেকজান্ডার অ্যাংলো ইন্ডিয়ান । ওর মা ভারতে মারা যান আর তারপর ওর বাবা ইংল্যান্ডে চলে আসেন । এখানেই দ্বিতীয় বিয়ে করে , তারই সন্তান জ্যাক । ইয়েস ইউ আর রাইট ,ওর মণি নীল । আর আমার পরিচয় উনিই না হোক দিক ।"

কথার ফাঁকে নাম না জানা ভদ্রমহিলা খানিকটা অসাবধান হতেই জ্যাক বন্দুক ধরা ডান হাত ধরতে যেতেই ঘর কাঁপিয়ে একটি বুলেট গিয়ে লাগলো জ্যাকের বাঁ পায়ে । " ও গড„ বলে নীচে পরে কাৎরাতে থাকে জ্যাক । পা থেকে গলগল করে রক্ত বেরোতে থাকে ।

আমি ওর দিকে এগোতেই " নো নো ওকে পরে থাকতে দাও আর তুমি আমাকে যা চাইলাম তার ফুরমুলা দিয়ে কেটে পরো এদেশ থেকে ।" আমার কপালে ঠাণ্ডা বন্দুকের নল । পাশের দেওয়ালে আমার পিঠ ঠেকেছে । ওর গরম নিঃশ্বাস আমার মুখের উপর ঘনঘন পড়ছে ।

" হল্ট ইউ বি...„ খেয়াল করি নি অলিভিয়া কখন পুলিশ নিয়ে হাজির । ধরা পরলো মহিলাটা । চোখে যেন আগুন !

আমি দ্রুত পাশের রুম থেকে সর্বক্ষনের সঙ্গী ট্যানিফ্লোরাম রোডিওলার কয়েক ড্রপ ওর জিভের তলায় ঢেলে দিলাম । অলিভিয়া ক্ষত মুছিয়ে প্রোফেসর স্মিথ ওরফে জ্যাককে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন ।

পরদিন সকালে অলিভিয়া বাংলাতেই বললেন , " আমিই আসলে অনুরাধা । প্রোফেসরকে জ্যাক আর ওই মেয়েটা অর্থাৎ আসল অলিভিয়া তোমার আসার কথা শুনে বিষ প্রয়োগ করে মারার চেষ্টা করে । আমিই ওদের কাছে প্রোফেসরের প্রান বাঁচানোর জন্য হাতেপায়ে ধরতে ওরা আমাকে অলিভিয়া সেজে থাকতে বলে । কারণ বাংলার খাবার , পরিবেশ অলিভিয়া কিছুই জানে না ।"

" ও আসলে কে ?„

" ও আসলে স্মাগ্লিং এ জড়িত । ওরা তোমার প্যাটেন্ট নিয়ে লোককে ভাঁওতা দিয়ে টাকা রোজগার করতো এটাই ছিল পরিকল্পনা । আমি আন্দাজ করেছিলাম কাল রাতে অমন কিছু ঘটবে তাই ছেলেকে নিয়ে বাইরে যাওয়ার সুযোগে পুলিশে জানাই সব ।"

" আর প্রোফেসর !„

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন , " উনি আরও অসুস্থ হয়ে পরেছেন ।"

ওইদিনই সকালে মিসেস অনুরাধাকে নিয়ে হাজির হলাম হসপিটালে । ডাক্তারের উপস্থিতিতেই ট্যানিফ্লোরাম রোডিওলা খাওয়ালাম । মিনিট পনেরোর পর আলেকজান্ডার স্মিথ চোখ খোলেন । কালো মণি দিয়ে আমাকে দেখতে লাগলেন । ধীরে ধীরে আমার হাতের উপর হাত রেখে বললেন " তুমিও তোমার আঙ্কেলের মত মেধাবী , উদার । ট্যানিফ্লোরাম রোডিওলার মত কেটোহেক্সাসোডিকারকামা – স্বর্ণ অগ্নি মানব কল্যানে , মর্ডান মেডিক্যাল সায়েন্সের কাজে লাগিও ।" খানিক থেমে আমতা আমতা করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

" জানতে চাইছেন তো ওটা কী?„ ভদ্রলোক হাসলেন আমার কথায় ।

" মধু হলুদ আর নুন আছে এইটুকুই বলতে পারি স্যার ...ভারতের মহান ভেষজ "।

সিডনির হিলসডেলে বাংলাদেশিদের সভা অনুষ্ঠিত

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

১৭ মার্চ ২০১৯ রবিবার সন্ধ্যায় ইস্টার্ন সবার্ব বাংলাদেশ কমিউনিটি হিলসডেল পাবলিক স্কুলে এক বিশেষ সভার আয়োজন করেন।

এতে উপস্থিত ছিলেন লেবার পার্টির নেতা-কর্মী, স্থানীয় বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রবীণ ও নবীন নেতা-কর্মী। বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রবীণদের মাঝে ব্যারিস্টার সালাহ উদ্দিনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দও এতে অংশগ্রহণ করেন।

উপস্থিত ছিলেন লেবার পার্টির জনপ্রিয় নেতা মাইকেল ডেলি এমপিসহ (Hon Michael John DALEY MP (Member of the Legislative Assembly, Leader of the Opposition, Legislative Assembly Trustee, Parliamentary Contributory Superannuation Fund), Hon Matt Thistlethwaite (MP.Deputy Chair of Standing Committee on Economics,House of Representatives), Ron HOEING MP (Member of the Legislative Assembly), Cr Danny Said (Deputy Mayor-Randwick City Council) অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দ।

পবিত্র কোরআন শরীফ থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয় অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে নির্বাচন সম্পর্কে উপস্থিত সকলে তাদের মত প্রকাশ করেন। উপস্থিত সকলকে নৈশ ভোজের আমন্ত্রণ জানিয়ে অনুষ্টানের সমাপনী ঘোষণা করা হয়।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, April-2019
Year-10

নিউজিল্যান্ডে সন্ত্রাসী হামলার প্রতিক্রিয়ায়

১ম পৃষ্ঠার পর

অপ্রত্যাশিত এই নৃশংস ঘটনা সারা বিশ্বব্যাপী মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সব মানুষের হৃদয়ে তীব্র সুনামির মতো আঘাত হেনেছে। অন্যান্য দেশের মতো ঘটনার প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়েছে নিকটবর্তী দেশ অস্ট্রেলিয়াতেও। ভৌগোলিক নৈকট্য এবং নানামুখী ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে এ প্রতিক্রিয়া হয়তো কিছুটা বেশিই হচ্ছে। নানা ধর্মের ও পেশার মানুষেরা এদেশের মুসলমান কমিউনিটির প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করে সমবেদনা জানাতে এগিয়ে আসছেন।

অস্ট্রেলিয়ায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মুসলমান বাস করেন সিডনিতে এবং সেই সিডনির ল্যাকেম্বা এলাকাটি মুসলমান জনসংখ্যার বসবাসের জন্য অনেক আগে থেকে সুপরিচিত। সন্ত্রাসী হামলার দিন দুপুরে খবর এসে পৌছানোর সাথে সাথেই অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় রাজনীতিবিদ এবং লেবার পার্টির জনপ্রিয় নেতা টনি বার্ক এমপি (Hon Tony Burke MP, Manager of Opposition Business, House of Representatives) লাকেম্বায় ছুটে আসেন। তিনি সাথে সাথেই স্থানীয় মুসলিম কমিউনিটির নেতৃবৃন্দের সাথে একটি রেস্টুরেন্টে বসে স্থানীয় পর্যায়ে শান্তি বজায় রাখা এবং সবাইকে নির্ভয় দেয়ার ব্যাপারে করণীয় প্রসঙ্গে আলোচনা করেন।

এ দিন বিকেলে সিডনি, মেলবোর্ন, ব্রিসবেনসহ অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন শহরে অবস্থিত মসজিদগুলোতে এ সন্ত্রাসী হামলায় নিহতদের গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। সারাদিন জুড়ে অমুসলিম সহমর্মীদেরকেও দেখা যায় মসজিদগুলোতে উপস্থিত হয়ে স্থানীয় মুসলমান অধিবাসীদের সাথে সহমর্মিতা এবং সহানুভূতি প্রকাশ করতে। সিডনির প্রধান মসজিদ হিসেবে পরিচিত লাকেম্বার বড় মসজিদে (Masjid Ali Bin Abi Talib) মাগরিবের পর গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর সুপরিচিত মুসলিম আলেমবৃন্দ নিহতদের ও আহতদের জন্য দোয়া করে বক্তব্য রাখেন। উপস্থিত বিপুল জনসংখ্যার মাঝে ছিলো তীব্র বেদনা ও শোকের ছায়া।

এ সময় নিউ সাউথ ওয়েলসের প্রিমিয়ার গ্ল্যাডিস বেরেজিকলিয়ান (Hon Gladys Berejiklian MP) মুসল্লিদের সামনে উপস্থিত হয়ে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে একাত্মতা ঘোষণা করেন। তিনি তার আবেগপূর্ণ সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের সময় হিজাব পরে উপস্থিত হয়েছিলেন। নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জাসিন্ডা আর্ডেনও এ ঘটনার পর বিভিন্ন মুসলিম সমাবেশে হিজাব পরে উপস্থিত হয়েছেন। নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জেসিনডা আর্ডেনসহ (Hon Jacinda Ardern PM) অন্যান্য অনেক জায়গাতেও ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মহিলাদেরকে দেখা যায় হিজাব পরিধান করে মুসলমানদের সাথে সহমর্মিতা প্রকাশ করছেন।

লাকেম্বা বড় মসজিদে এদিন মাগরিবের পর আরো উপস্থিত ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার ইমিগ্রেশন ও মাল্টিকালচারাল বিষয়কমন্ত্রী ডেভিড কোলম্যান, (Hon David Coleman MP) টনি বার্ক এমপি (Hon Tony Burke MP) অপজিশন বিজনেস ম্যানেজার, জিহাদ দিব এমপি (Hon Jihad Dib MP) শ্যাডো এডুকেশন মিনিস্টার, স্থানীয় কয়েকজন এমপি এবং সিনেটরসহ জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ের নানা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এবং অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষজন, বিশেষত সিডনির একজন সুপরিচিত বিশপ

এবং শিখ নেতৃবৃন্দ প্রমুখ।

অস্ট্রেলিয়ান ইমামদের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান (Australian National Imams Council- ANIC) অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইমাম কাউন্সিল ১৬ মার্চ শেখ শাদী আল সুলাইমান (Sheikh Shady Alsuleiman) এ সহমর্মিতা সভা পরিচালনা করেন। সভা শেষে একটি যৌথ প্রেস ব্রিফিং প্রদান করেন।

নিউজিল্যান্ডের শহীদদের আত্মীয় স্বজনদেরকে স্বান্তনা ও যে কোনো সহযোগিতার জন্য অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইমাম কাউন্সিল ইমামদের বিশেষ একটি টিম নিউজিলেন্ড সফর করেন। উক্ত সফরে সিডনি থেকে Grand Mufti of Australia Dr Ibrahim Abu Mohamad, President of ANIC Imam Shadi Alsuleiman, Secretary of ANIC Imam Moustapha Sarakbi, ANIC Member Imam AbdulMoey Alnafti, Br TALAL Elcheikh UMNSW President উপস্থিত ছিলেন।

এই ঘটনার পর একটি বিষয় সচেতন মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। নিউজিল্যান্ডে মুসলিমরা উগ্রপন্থী সাদা-কর্তৃত্ববাদী সদস্য কর্তৃক সন্ত্রাসী হামলার শিকার হওয়াতে যেখানে ধর্ম-বর্ণ-জাতীয়তা নির্বিশেষে সব ধরনের মানুষেরাই মুসলিম কমিউনিটির পাশে দাঁড়ানোর প্রত্যয় ব্যক্ত করছে সেখানে অত্যন্ত দৃষ্টিকটু ভাবেই একটি বিশেষ শ্রেণির মাইগ্রেন্টরা নিশ্চুপ। তারা হলেন আমাদের পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী দেশ ভারতের মানুষজন। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী যে দেশকে বাংলাদেশের স্বামীর মর্যাদায় অভিহিত করে বক্তব্য রেখেছেন।

পুরো পৃথিবীর সব ধরণের ও মতের দেশগুলো থেকে রাজনৈতিকরা এ ঘটনা সম্পর্কে কমবেশি বক্তব্য দিয়েছেন। এমনকি এই সন্ত্রাসী যে প্রেসিডেন্টকে পছন্দ করে বলে তার মেনিফেস্টোতে উল্লেখ করেছে সেই প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প পর্যন্ত কিছুটা বিদঘুটে ভাবে হলেও দায়সারা বক্তব্য রেখেছেন অথচ গুজরাটের কসাই হিসেবে খ্যাত সাম্প্রদায়িক এবং উগ্রপন্থী নেতা নরেন্দ্র মোদী পুরোপুরি নীরবতা বজায় রেখেছেন।

একই ধারাতে অস্ট্রেলিয়াতে এমনকি ভারতীয় শিখ ধর্মাবলম্বী কমিউনিটিকে দেখা গেছে নানা জায়গায় সহমর্মিতা প্রকাশে এগিয়ে আসতে। কিন্তু কট্টর হিন্দু ভারতীয়দেরকে চুপ থাকতেই দেখা যাচ্ছে। আশ্চর্য্যরে বিষয় হলো তাদের সামান্য বিষয়েই একশ্রেণির বাংলাদেশীকে দেখা যায় সাম্প্রদায়িকতা বা সংখ্যালঘু নির্যাতনের রব তুলে প্রচন্ড উৎসাহ নিয়ে সর্বদা এগিয়ে যেতে। ভারতীয় কমিউনিটি চুপ করে থাকলেও তাতে করে অবশ্য এদেশে এ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় কোন ফারাক চোখে পড়েনি। এটি কেবলমাত্র মুসলমানদের বিভিন্ন সংগঠন, নিউ সাউথ পুলিশ কমিশনার মিক ফুলারসহ (NSW Police Commissioner Mick Fuller) সহ এক বিশেষ সভার আয়োজন করেন। ইমাম কাউন্সিলের সভাপতি অনুসন্ধিৎসু এবং কৌতুহলী পর্যবেক্ষকদের নজরে পড়েছে। যদিও হায়দারাবাদি মুসলমান ভারতীয় জনগণ এ ব্যাপারে সোচ্চার ভূমিকা রেখেছেন।

সিডনির বিভিন্ন মসজিদে পালিত হয়েছে শহীদ ভাই-বোনদের স্মরণে দোয়া অনুষ্ঠান। সাধারণ শান্তিপ্রিয় অস্ট্রেলিয়ান অমুসলিম নাগরিকদেরকে দলে দলে অনেক মসজিদের বাইরে ফুলের তোড়া রেখে যেতে দেখা যায়। অনেক মসজিদের বাইরে দেখা যায় সমবেদনামূলক এবং সহমর্মিতামূলক লেখা পোষ্টার কিংবা চিঠি, যা অস্ট্রেলিয়ান শিশু কিশোররা লিখে তাদের অবস্থান প্রকাশ করেছে। অনেক মসজিদ এবং মুসলমানরা বাইরে তারা শান্তি ও সম্প্রীতির চিহ্ন হিসেবে মোমবাতি জ্বালিয়ে রেখে যায়।

এ সন্ত্রাসী হামলার পরদিন শনিবার সকালে লাকেম্বার বড় মসজিদে সমবেদনা জানাতে অনেকটা আকস্মিকভাবেই উপস্থিত হন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী (Hon Scott Morrison MP, Prime Minister of Australia) স্কট মরিসন। তিনি মুসলিম কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণ নাগরিকদের সাথে মতবিনিময় করে তাদেরকে স্বান্তনা এবং অভয় প্রদান করেন। একই সাথে তিনি দেশের শান্তি-শৃংখলা এবং সম্প্রীতি বজায় রাখতে সকলের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীতার বিষয়টি ব্যক্ত করেন।

এসবিএসসহ অন্যান্য ন্যাশনাল মিডিয়া এসময় বাংলাদেশী কমিউনিটি পত্রিকা হিসেবে সুপ্রভাত সিডনির অবস্থান ও মন্তব্য জানতে চাইলে সুপ্রভাত সিডনির পক্ষ থেকে প্রধান সম্পাদক বলেন, `যদিও নিউজিল্যান্ডে এ সন্ত্রাসী হামলাকারী ব্যক্তিটি খ্রিস্টান ধর্মালম্বী অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক এবং এনএসডব্লিউর গ্রাফটন এলাকার বাসিন্দা, তথাপি সন্ত্রাসীর প্রকৃতপক্ষে কোন জাত বা ধর্ম নেই। বরঞ্চ সন্ত্রাসীদের প্রতি যারা নমনীয়ভাব প্রদর্শন করে তারাও সন্ত্রাসী কার্যক্রমের অংশ। ইসলামে সন্ত্রাসের কোন স্থান নেই। অস্ট্রেলিয়ার বাংলাদেশী কমিউনিটি এ ধরণের কাজের বিরুদ্ধে এবং শান্তিপূর্ণ নাগরিক সহাবস্থান ও মাল্টিকালচারালিজমের পক্ষে সর্বদাই সক্রিয় অবস্থান নিয়ে এসেছে,।

রিভারস্টন মুসলিম সিমেট্রির চেয়ারম্যান কাজী আলী সুপ্রভাত সিডনিকে জানান, তাদের একটি দল নিউজিল্যান্ডে শহীদ হওয়া মুসলিমদের দাফন, কাফন ও জানাযা সংক্রান্ত কাজে স্বেচ্ছাসেবামূলক অংশগ্রহণের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে সেদেশে যাওয়া প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। এ দলের সদস্য হিসেবে *১৭ পৃষ্ঠায় দেখুন*

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

অস্ট্রেলিয়ায় ব্যাপক আলোড়ন

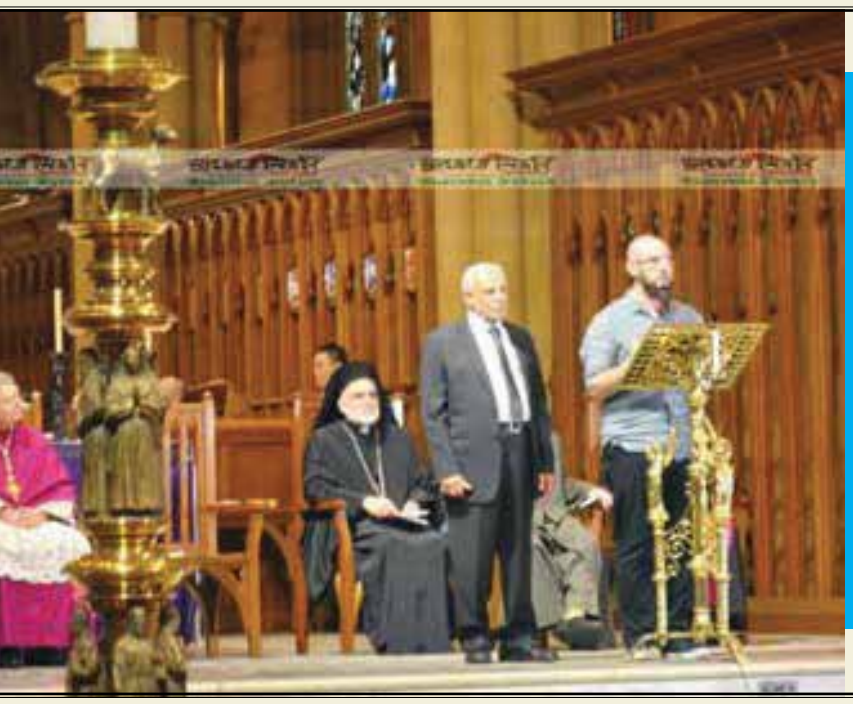

১৬ পৃষ্ঠার পর

নাজিরুল হোসেন থানভী, আহমেদ হারিস এবং বাসাম ওবদাহসহ অন্যান্যরা প্রস্তুত হয়েছিলেন। কিন্তু নিউজিল্যান্ডের মুসলিমদের ইসলামিক সংগঠন The Federation of Islamic Associations of New Zealand (FIANZ) এর সাথে যোগাযোগ করার পর সভাপতি ফারুক মোস্তফা জানিয়েছেন ইতিমধ্যেই সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে অনেক মুসলমান আলেম ওলামা এবং স্বেচ্ছাসেবীরা নিউজিল্যান্ডে গিয়ে পৌছেছেন সুতরাং এই সময়ে আর না যাওয়ার জন্যই তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন।

পরবর্তীতে ১৭ মার্চ রবিবারে সিডনি সিবিডির প্রাণকেন্দ্রে কলেজ স্ট্রিটে অবস্থিত সেন্ট মেরিস ক্যাথিড্রালে একটি আন্তঃধর্মীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী, এনএসডব্লিউ প্রিমিয়ার, ফেডারেল ও স্টেট পর্যায়ের অনেক মন্ত্রী, সংসদ সদস্যবৃন্দ, এবং প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর নেতাকর্মীরা। পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্মের ধর্মগুরুদের সাথে আলোচনায় মুসলিম কমিউনিটির পক্ষ থেকে অস্ট্রেলিয়ার প্রধান মুফতিসহ প্রণিধানযোগ্য ইমাম ও আলেমগণও এতে যোগদান করেন। রিভারস্টন মুসলিম সিমেট্রির চেয়ারম্যান কাজী আলী,বিশিষ্ঠ ব্যবসায়ী জিল্লুর রশিদ ভূঁইয়া (লাকেম্বা থেকে লিবারেল প্রার্থী), সুপ্রভাত সিডনির পক্ষ থেকে আরিফ রহমান ও প্রধান সম্পাদকসহ বিভিন্ন ধর্মীয়, সামাজিক ও সেবামুলক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এতে উপস্থিত ছিলেন।

একইভাবে এ সন্ত্রাসী হামলার পরবর্তী শনিবার এবং রবিবারে সিডনির বিভিন্ন মসজিদ এবং মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিটি অনুষ্ঠানেই সর্বস্তরের অস্ট্রেলিয়ান সাধারণ জনগণ এবং রাজনৈতিক ও সমাজকর্মীদের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণ ছিলো লক্ষ্যণীয়।

২১ মার্চ বৃহস্পতিবার বিকেলে সিডনির কেন্দ্রস্থল টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয় কমিউনিটি ভিজিল। ক্রাইস্টচার্চের নিহত ও আহতদের সাথে সহমর্মিতা প্রকাশে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে অসংখ্যক সাধারণ মানুষকে ব্যথিত চিত্তে অংশ নিতে দেখা যায়। ইউনিয়নস এনএসডব্লিউ এর আয়োজনে এ কমিউনিটি ভিজিলে সক্রিভাবে সিডনি এলায়েন্স এবং ইউনাইটেড ভয়েস এনএসডব্লিউসহ নানা সামাজিক ও বেসরকারী সংগঠন ও সংস্থার সদস্যরা অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশী কমিউনিটির পক্ষ থেকে উপস্থিত চার্লস স্টার্ট ইউনিভার্সিটির শিক্ষক শিবলী আবদুল্লাহ জানান, সমাজে ঘৃণা ও বিভক্তি ছড়ানো সন্ত্রাসী এবং উগ্রপন্থীদের বিপরীতে সকল মানুষের সম্প্রীতি ও সহমর্মিতার এ প্রকাশ একটি অনন্য বিষয়। এছাড়াও অনুষ্ঠানে সুপ্রভাত সিডনির সম্পাদক ড: ফারুক আমিনসহ বাংলাদেশী কমিউনিটির আরো অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

ক্রাইস্টচার্চে এ সন্ত্রাসী হামলার পর অনুষ্ঠিত অসংখ্য সমাবেশ ও সভার মাঝে একটি প্রশংসনীয় বিষয় লক্ষ্য করা যায়। অস্ট্রেলিয়ার মুসলিম ধর্মীয় ও সামাজিক নেতৃবৃন্দ প্রতিটি সমাবেশেই সম্প্রীতি এবং পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়ে জোর দিয়েছেন। একই সাথে এ বিষয়ে সমানতালে গুরুত্বারোপ করেছেন এদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দও। যদিও এটি মর্মান্তিক এবং শোকাবহ একটি ঘটনা, তথাপি এই ঘটনায় নিহতদের আত্মত্যাগ যেন বিশ্বের নানা দেশে শান্তি এবং ভালোবাসাকে শক্তিশালী করেছে। রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দরা মনে করেন, এভাবেই সম্ভব সন্ত্রাসী এবং উগ্রপন্থীদের মূল উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দেয়া।, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এবং অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষজন, বিশেষত সিডনির একজন সুপরিচিত বিশপ এবং শিখ নেতৃবৃন্দ প্রমুখ।

অস্ট্রেলিয়ান ইমামদের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান (Australian National Imams Council-ANIC) অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইমাম কাউন্সিল ১৬ মার্চ মুসলমানদের বিভিন্ন সংগঠন, নিউ সাউথ পুলিশ কমিশনার মিক ফুলারসহ (NSW Police Commissioner Mick Fuller) এক বিশেষ সভার আয়োজন করেন। ইমাম কাউন্সিলের সভাপতি শেখ শাদী আল সুলাইমান (Sheikh Shady Alsuleiman) এ সহমর্মিতা সভা পরিচালনা করেন। সভা শেষে একটি যৌথ প্রেস ব্রিফিং প্রদান করেন।

নিউজিল্যান্ডের শহীদদের আত্মীয় স্বজনদেরকে স্বান্তনা ও যে কোনো সহযোগিতার জন্য অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইমাম কাউন্সিল ইমামদের বিশেষ একটি টিম নিউজিলেন্ড সফর করেন। উক্ত সফরে সিডনি থেকে Grand Mufti of Australia Dr Ibrahim Abu Mohamad, President of ANIC Imam Shadi Alsuleiman, Secretary of ANIC Imam Moustapha Sarakbi, ANIC Member Imam AbdulMoey Alnafti, Br TALAL Elcheikh UMNSW President উপস্থিত ছিলেন।

এই ঘটনার পর একটি বিষয় সচেতন মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। নিউজিল্যান্ডে মুসলিমরা উগ্রপন্থী সাদা-কর্তৃত্ববাদী সদস্য কর্তৃক সন্ত্রাসী হামলার শিকার হওয়াতে যেখানে ধর্ম-বর্ণ-জাতীয়তা নির্বিশেষে সব ধরনের মানুষেরাই মুসলিম কমিউনিটির পাশে দাঁড়ানোর প্রত্যয় ব্যক্ত করছে সেখানে অত্যন্ত দৃষ্টিকটু ভাবেই একটি বিশেষ শ্রেণির মাইগ্রেন্টরা নিশ্চুপ। তারা হলেন আমাদের পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী দেশ ভারতের মানুষজন। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী যে দেশকে বাংলাদেশের স্বামীর মর্যাদায় অভিহিত করে বক্তব্য রেখেছেন।

পুরো পৃথিবীর সব ধরণের ও মতের দেশগুলো থেকে রাজনৈতিকরা এ ঘটনা সম্পর্কে কমবেশি বক্তব্য দিয়েছেন। এমনকি এই সন্ত্রাসী যে প্রেসিডেন্টকে পছন্দ করে বলে তার মেনিফেস্টোতে উল্লেখ করেছে সেই প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প পর্যন্ত কিছুটা বিদঘুটে ভাবে হলেও দায়সারা বক্তব্য রেখেছেন অথচ গুজরাটের কসাই হিসেবে খ্যাত সাম্প্রদায়িক এবং উগ্রপন্থী নেতা নরেন্দ্র মোদী পুরোপুরি নীরবতা বজায় রেখেছেন।

একই ধারাতে অস্ট্রেলিয়াতে এমনকি ভারতীয় শিখ ধর্মাবলম্বী কমিউনিটিকে দেখা গেছে নানা জায়গায় সহমর্মিতা প্রকাশে এগিয়ে আসতে। কিন্তু কট্টর হিন্দু ভারতীয়দেরকে চুপ থাকতেই দেখা যাচ্ছে। আশ্চর্য্যরে বিষয় হলো তাদের সামান্য বিষয়েই একশ্রেণির বাংলাদেশীকে দেখা যায় সাম্প্রদায়িকতা বা সংখ্যালঘু নির্যাতনের রব তুলে প্রচ- উৎসাহ নিয়ে সর্বদা এগিয়ে যেতে। ভারতীয় কমিউনিটি চুপ করে থাকলেও তাতে করে অবশ্য এদেশে এ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় কোন ফারাক চোখে পড়েনি। এটি কেবলমাত্র অনুসন্ধিৎসু এবং কৌতুহলী পর্যবেক্ষকদের নজরে পড়েছে। যদিও হায়দারাবাদি মুসলমান ভারতীয় জনগণ এ ব্যাপারে সোচ্চার ভূমিকা রেখেছেন।

সিডনির বিভিন্ন মসজিদে পালিত হয়েছে শহীদ ভাই-বোনদের স্মরণে দোয়া অনুষ্ঠান। সাধারণ শান্তিপ্রিয় অস্ট্রেলিয়ান অমুসলিম নাগরিকদেরকে দলে দলে অনেক মসজিদের বাইরে ফুলের তোড়া রেখে যেতে দেখা যায়। অনেক মসজিদের বাইরে দেখা যায় সমবেদনামূলক এবং সহমর্মিতামূলক লেখা পোষ্টার কিংবা চিঠি, যা অস্ট্রেলিয়ান শিশু কিশোররা লিখে তাদের অবস্থান প্রকাশ করেছে। অনেক মসজিদ এবং মুসলমানরা বাইরে তারা শান্তি ও সম্প্রীতির চিহ্ন হিসেবে মোমবাতি জ্বালিয়ে রেখে যায়।

এ সন্ত্রাসী হামলার পরদিন শনিবার সকালে লাকেম্বার বড় মসজিদে সমবেদনা জানাতে অনেক আকস্মিকভাবেই উপস্থিত হন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী (Hon Scott Morrison MP Prime Minister of Australia) স্কট মরিসন। তিনি মুসলিম কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণ নাগরিকদের সাথে মতবিনিময় করে তাদেরকে স্বান্তনা এবং অভয় প্রদান করেন। একই সাথে তিনি দেশের শান্তি-শৃংখলা এবং সম্প্রীতি বজায় রাখতে *১৮ পৃষ্ঠায় দেখুন*

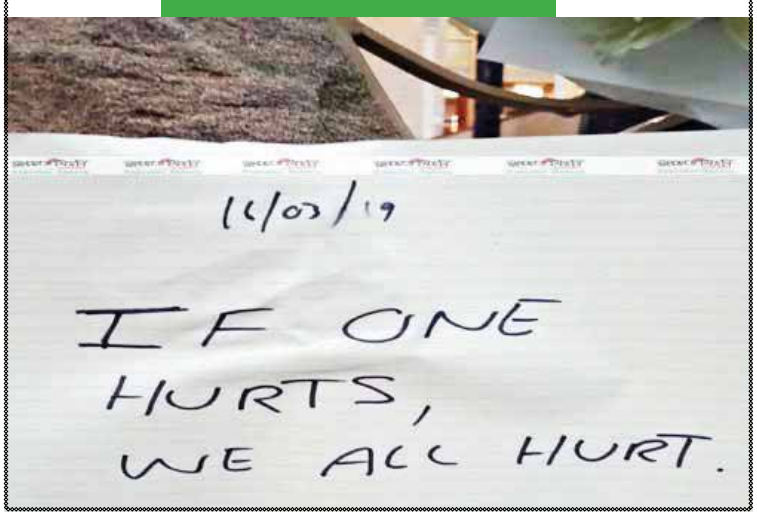

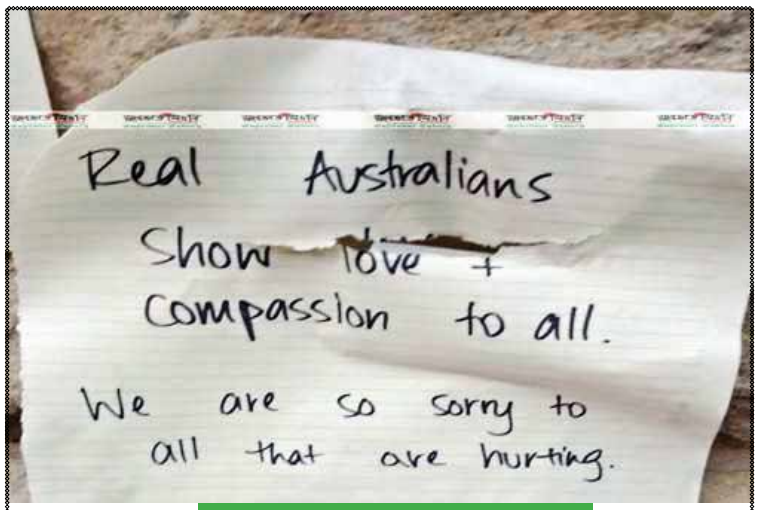

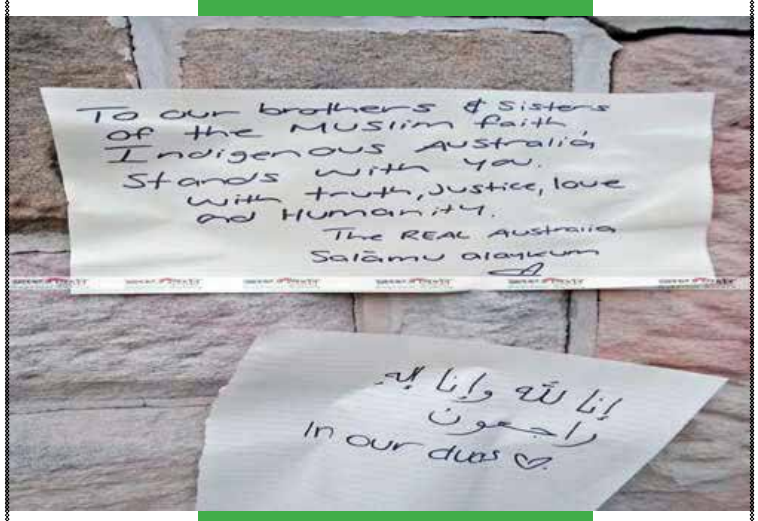

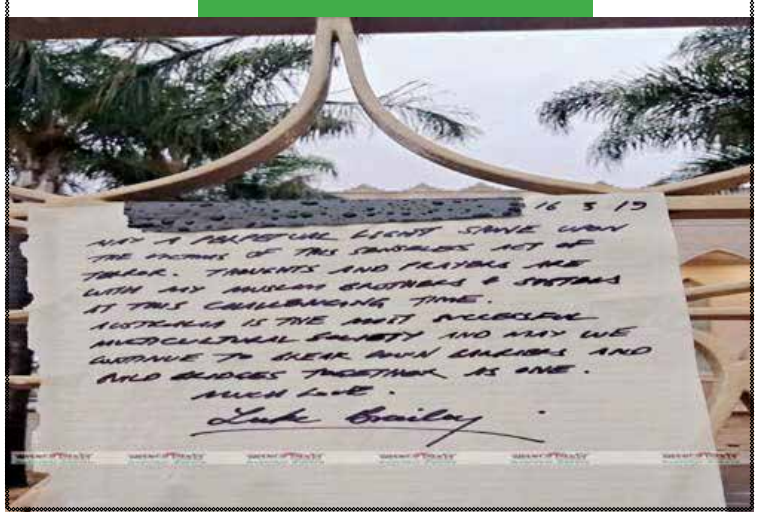

১৭ পৃষ্ঠার পর

সকলের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীতার বিষয়টি ব্যক্ত করেন।

এসবিএসসহ অন্যান্য ন্যাশনাল মিডিয়া এসময় বাংলাদেশী কমিউনিটি পত্রিকা হিসেবে সুপ্রভাত সিডনির অবস্থান ও মন্তব্য জানতে চাইলে সুপ্রভাত সিডনির পক্ষ থেকে প্রধান সম্পাদক বলেন, `যদিও নিউজিল্যান্ডে এ সন্ত্রাসী হামলাকারী ব্যক্তিটি খ্রিস্টান ধর্মালম্বী অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক এবং এনএসডব্লিউর গ্রাফটন এলাকার বাসিন্দা, তথাপি সন্ত্রাসীর প্রকৃতপক্ষে কোন জাত বা ধর্ম নেই। বরঞ্চ সন্ত্রাসীদের প্রতি যারা নমনীয়ভাব প্রদর্শন করে তারাও সন্ত্রাসী কার্যক্রমের অংশ। ইসলামে সন্ত্রাসের কোন স্থান নেই। অস্ট্রেলিয়ার বাংলাদেশী কমিউনিটি এ ধরণের কাজের বিরুদ্ধে এবং শান্তিপূর্ণ নাগরিক সহাবস্থান ও মাল্টিকালচারালিজমের পক্ষে সর্বদাই সক্রিয় অবস্থান নিয়ে এসেছে,।

রিভারউড মুসলিম সিমেট্রির চেয়ারম্যান মুহাম্মদ কাজী আলী সুপ্রভাত সিডনিকে জানান, তাদের একটি দল নিউজিল্যান্ডে শহীদ হওয়া মুসলিমদের দাফন, কাফন ও জানাযা সংক্রান্ত কাজে স্বেচ্ছাসেবামূলক অংশগ্রহণের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে সেদেশে যাওয়া প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। এ দলের সদস্য হিসেবে নাজিরুল হোসেন থানভী, আহমেদ হারিস এবং বাসাম ওবদাহসহ অন্যান্যরা প্রস্তুত হয়েছিলেন। কিন্তু নিউজিল্যান্ডের মুসলিমদের সামাজিক সংগঠন The Federation of Islamic Associations of Nwe Zealand (FIANZ) এর সাথে যোগাযোগ করার পর সভাপতি ফারুক মোস্তফা জানিয়েছেন ইতিমধ্যেই সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে অনেক মুসলমান আলেম ওলামা এবং স্বেচ্ছাসেবীরা নিউজিল্যান্ডে গিয়ে পৌছেছেন সুতরাং এই সময়ে আর না যাওয়ার জন্যই তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন।

পরবর্তীতে ১৭ মার্চ রবিবারে সিডনি সিবিডির প্রাণকেন্দ্রে কলেজ স্ট্রিটে অবস্থিত সেন্ট মেরিস ক্যাথিড্রালে একটি আন্তঃধর্মীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী, এনএসডব্লিউ প্রিমিয়ার, ফেডারেল ও স্টেট পর্যায়ের অনেক মন্ত্রী, সংসদ সদস্যবৃন্দ, এবং প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর নেতাকর্মীরা। পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্মের ধর্মগুরুদের সাথে আলোচনায় মুসলিম কমিউনিটির পক্ষ থেকে অস্ট্রেলিয়ার প্রধান মুফতিসহ প্রণিধানযোগ্য ইমাম ও আলেমগণও এতে যোগদান করেন। এছাড়াও রিভারউড মুসলিম সিমেট্রির চেয়ারম্যান মুহাম্মদ কাজী আলী,বিশিষ্ঠ ব্যবসায়ী জিল্লুর রশিদ ভূঁইয়া (লাকেম্বা থেকে লিবারেল প্রার্থী), সুপ্রভাত সিডনির পক্ষ থেকে আরিফ রহমান ও প্রধান সম্পাদকসহ বিভিন্ন ধর্মীয়, সামাজিক ও সেবামূলক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এতে উপস্থিত ছিলেন।

রবিবার সন্ধ্যায় হিলসডেল পাবলিক স্কুলে লেবার পার্টির নেতাদের অংশগ্রহণে স্থানীয় বাংলাদেশী কমিউনিটির উদ্যোগে একটি নির্বাচনপূর্ব সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন লেবার পার্টির জনপ্রিয় নেতা মাইকেল ডেলি এমপি এমপিসহ (Hon Michael John DALEY MP (Member of the Legislative Assembly, Leader of the Opposition, Legislative Assembly Trustee, Parliamentary Contributory Superannuation Fund), Hon Matt Thistlethwaite (MP.Deputy Chair of Standing Committee on Economics,House of Representatives), Ron HOEING MP (Member of the Legislative Assembly), Cr Danü Said (Deputy Mayor-Randwick City Council) অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দ।

বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রবীণদের মাঝে ব্যারিস্টার সালাহউদ্দিনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দও এতে অংশগ্রহণ করেন। পবিত্র কোরআন শরীফ থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে বক্তব্যে উপস্থিত লেবার নেতৃবৃন্দ নিউজিল্যান্ডে সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে অস্ট্রেলিয়াকে সকল ধর্মের ও বর্ণের মানুষদের জন্য সাম্য ও সম্প্রীতিপূর্ণ একটি দেশ হিসেবে গঠন করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

একইভাবে এ সন্ত্রাসী হামলার পরবর্তী শনিবার এবং রবিবারে সিডনির বিভিন্ন মসজিদ এবং মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিটি অনুষ্ঠানেই সর্বস্তরের অস্ট্রেলিয়ান সাধারণ জনগণ এবং রাজনৈতিক ও সমাজকর্মীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিলো লক্ষ্যণীয়।

২১ মার্চ বৃহস্পতিবার বিকেলে সিডনির কেন্দ্রস্থল টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয় কমিউনিটি ভিজিল। ক্রাইস্টচার্চের নিহত ও আহতদের সাথে সহমর্মিতা প্রকাশে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে অসংখ্যক সাধারণ মানুষকে ব্যথিত চিত্তে অংশ নিতে দেখা যায়। ইউনিয়নস এনএসডব্লিউ এর আয়োজনে এ কমিউনিটি ভিজিলে সক্রিভাবে সিডনি এলায়েন্স এবং ইউনাইটেড ভয়েস এনএসডব্লিউসহ নানা সামাজিক ও বেসরকারী সংগঠন ও সংস্থার সদস্যরা অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশী কমিউনিটির পক্ষ থেকে উপস্থিত চার্লস স্টার্ট ইউনিভার্সিটির শিক্ষক শিবলী আবদুল্লাহ জানান, সমাজে ঘৃণা ও বিভক্তি ছড়ানো সন্ত্রাসী এবং উগ্রপন্থীদের বিপরীতে সকল মানুষের সম্প্রীতি ও সহমর্মিতার এ প্রকাশ একটি অনন্য বিষয়। এছাড়াও অনুষ্ঠানে সুপ্রভাত সিডনির সম্পাদক ড: ফারুক আমিনসহ বাংলাদেশী কমিউনিটির আরো অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

ক্রাইস্টচার্চে এ সন্ত্রাসী হামলার পর অনুষ্ঠিত অসংখ্য সমাবেশ ও সভার মাঝে একটি প্রশংসনীয় বিষয় লক্ষ্য করা যায়। অস্ট্রেলিয়ার মুসলিম ধর্মীয় ও সামাজিক নেতৃবৃন্দ প্রতিটি সমাবেশেই সম্প্রীতি এবং পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়ে জোর দিয়েছেন। একই সাথে এ বিষয়ে সমানতালে গুরুত্বারোপ করেছেন এদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দও। যদিও এটি মর্মান্তিক এবং শোকাবহ একটি ঘটনা, তথাপি এই ঘটনায় নিহতদের আত্মত্যাগ যেন বিশ্বের নানা দেশে শান্তি এবং ভালোবাসাকে শক্তিশালী করেছে। রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দরা মনে করেন, এভাবেই সম্ভব সন্ত্রাসী এবং উগ্রপন্থীদের মূল উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দেয়া।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

.... Your Dream, Our Reality

Luxurious
Apartments
at Mugda

Scl

SHAPLA CITY LTD.

ঢাকার প্রাণকেন্দ্র মতিঝিলের সন্নিকটে কমলাপুর রেল ষ্টেশনের পাশে মুগদা-মান্ডায় গড়ে উঠছে এশিয়ার বৃহত্তম এবং আধুনিক এক উন্নত সিটি

রয়েছে আপনার পছন্দমত ফ্ল্যাট কিনার সুবিধা
১-৫ বৎসরের সহজ কিস্তি বিভিন্ন সাইজের রেডি ফ্ল্যাট

Introduction

- Shapla City Ltd. is a complete satellite town in Bangladesh having a pure and natural greeneries and landcape.
- It is specialized in developing exclusive apartment with all civilization facilities comparing to modern cities in the world.
- A unique and modern project in South Asia.
- Established in 2011 and an active member of Real Estate Housing and Association of Bangladesh-REHAB, Bangladesh Land Developers Association- BLtK enlisted and approved project.
- A large number of professionals, engineers, architects, planners and designers are involved with this project.
- 180 bighas of land, 160 numbers of apt. buildings, all are same design, same color and same heights.
- 35% open space for road, walk-way, garden, playground, green zone.

বিস্তারিত জানতে ফোন করুন অথবা
Shapla City লিখে
Youtube এ ক্লিক করুন

Special facilities:

Common area, Park, Green Zone, Foot over pass, School-College, Mosque, Grave yard, Hospital, Bank, Fire service station, Convention hall, Power station, Lake, Swimming pool, Gym, Shopping mall, Waste disposal point are available here. Security is the first priority of the project. 600 close circuit cameras, fingering and eye contact system will be set up in all entrance gates. A renowned Bangla and English medium school (directed by British curriculum) will be there.

- Habitants can enjoy all types of needs and facilities in this project except govt. official facilities. It's a home of Pleasure.

Corporate office :
Sara Tower (17th Floor), 11/A, Toyenbee
Circular Road, Shapla Chattar, Motijheel C/A
Dhaka-1000. Tel: 88-02-7114814, 9568057

E-mail: shaplacityltd@gmail.com
Web: www.shaplacityltd.com

+88 01910070701
+88 01910070703
+88 01910070705

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, April-2019
Year-10

ধারাবাহিক কিশোর উপন্যাস

জ্বিনের বাদশা ও সাবার রাণী

রউফ আরিফ

(পূর্ব প্রকাশের পর)

৬. প্রাসাদ নির্মাণ

পরদিন সকালে সময় মতো হিক চলে এলো। জিবরান আর হিক দুজনে মিলে প্রাসাদের ডিজাইন তৈরী করল। ডিজাইনটা বাদশা সোলায়মানের খুব পছন্দ হলো।

তামা গলিয়ে সাগরের তলা থেকে গেঁথে তোলা হলো মোটা মোটা পিলার। সেই পিলারে ভিম বেঁধে তৈরী করা হলো প্রাসাদ। ফলে সাগরের নোনা জলে ওই প্রাসাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। হাজার হাজার বছর এমনি অক্ষত থাকবে।

আরব সাগরের তীরে, সুলতানের পছন্দ করা জায়গায়, নির্মাণ কাজ শুরু হলো। জ্বিন ভূত দৈত্য দানব সবাইকে এই কাজে লাগানো হলো। একেক জনের কাজ একেক রকম। সাগর তলা থেকে মণি মুক্তা তুলে আনতে বেরিয়ে পড়ল একদল ডুবুরি জ্বিন।

তারা সাত সাগরের তলা খুঁজে তুলে আনল বড় বড় মুক্তা চুনি নীলা আর অমূল্য সব পাথর। সেইসব পাথর প্রাসাদের নানা জায়গায় বসিয়ে প্রাসাদকে এমন সুদৃশ্য করে তুলল যে, প্রাসাদটাকে স্বপ্নপুরীর মতো মনে হতে লাগল।

এই প্রাসাদ দৈর্ঘে প্রস্থে যেমন বৃদ্ধি পেল, তেমনি এর অভ্যন্তরে কক্ষ্য সংখ্যাও হলো অগনন। পৃথক পৃথক মহলে পৃথক পৃথক দপ্তরের কাজ শুরু করা হলো।

বাদশা সোলায়মানের থাকবার জন্য নির্দিষ্ট করা হলো সবচেয়ে সুন্দর একটা মহল। সাবরিনা আর জারিনা বাদশাহের খেদমতের জন্য সারাক্ষণ তার পাশে পাশে রইল।

সাবরিনা আর জারিনা বাদশাহের শোবার ঘর গোছাচ্ছিল। এইসময়ে ওরা নিজেরাও খুব সুন্দর করে সেজেছে। ওদের মনে ছিল আনন্দের ঢেউ। ওদের মনিব বাদশা সোলায়মানের সুন্দর ব্যবহারে ওরা মুগ্ধ। সাবরিনা জিজ্ঞাসা করল, জারিনা বলতো আমাদের মনিব কেমন লোক?

-আমার দৃষ্টিতে পৃথিবীর সেরা মানুষ। যার তুলনা সে নিজেই।

-তাহলে তো তার ঘরটা মনের মতো করে সাজানো উচিত। না কি বলিস?

-আমারও তাই ইচ্ছা। কিন্তু কি দিয়ে সাজাবো। এখানে তো কিছুই নেই। একজন অতি সাধারণ কৃষকের ঘরে এর চেয়ে অনেক মূল্যবান আসবাব থাকে। সাজানো গোছানোর জিনিস থাকে। আমাদের মনিবের তেমন কিছুই নেই।

-এক কাজ করি চল।

-কি কাজ?

-আমাদের রাজ্য থেকে ঘর সাজানোর সমস্ত উপকরণ নিয়ে আসি।

-উনি যদি রাগ করেন, বকাঝকা করেন?

-আমার মনে হয় না উনি তেমনটি করবেন। এই কয়দিনে তাকে যতটা বুঝেছি, তাতে কারো মনে আঘাত দিতে পারেন তেমন মানুষই উনি নন।

-চল তাহলে।

কথা শেষ করে ওরা উড়াল দিলো। পাহাড়-মরু পাড়ি দিয়ে চলে গেল কুফা রাজ্যে। বিশাল এক পাহাড়ি ভূমি জুড়ে বাদশা কেহেরমানের রাজ প্রাসাদ। এই প্রাসাদ সাধারণ প্রাসাদ নয়। গোল একটা পাহাড়। কয়েক হাজার একর নিয়ে যার বিস্তার। চারিদিকে পাহাড়। মাঝখানে সমতল ভূমি। কিছুটা জলাভূমি। বাকীটা বন। পাহাড়ের গুহাগুলোকে কেটে ছেটে প্রাসাদের রূপ দেওয়া হয়েছে।

দক্ষ হাতে, ছেনি দিয়ে কেটে কেটে শিল্পীরা পাথরের গায়ে একেঁছে সুন্দর সুন্দর ছবি। নানারকম কাঠের আসবাবপত্র দিয়ে সাজানো হয়েছে ঘরগুলো। আসবাবপত্রের গায়ে বিশেষ বিশেষ জায়গায় বসানো হয়েছে সব মহামূল্যবান হীরা চুনির পাথর। যা থেকে সবসময় আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে। ঘরগুলোকে আলোকিত করে রেখেছে। ঘরে কোনো আলো জ্বালাবার দরকার নেই।

এই প্রাসাদে বাস করে কয়েক হাজার জ্বিন পরিবার। কিন্তু বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই যে এই জঙ্গলময় পাহাড়ের অভ্যন্তরে লুকিয়ে আছে এমন সুন্দর প্রাসাদ। প্রাসাদে ঢুকে সাবরিনা জিজ্ঞাসা করল, বোন জারিনা, এবার বলো কি কি জিনিস সম্রাটের ঘর সাজাবার জন্য নিয়ে যাবে।

-তুমিই বলো না বোন, কি কি নেওয়া যায়।

-চলো ওই পাথরটায় গিয়ে বসি। ওখানে বসে ঠিক করি কি কি নেওয়া জরুরী।

-সেটাই ভালো। চলো। একটু বিশ্রামও হবে, আলোচনা করাও হবে।

সাবরিনা আর জারিনা যখন পাথরের ওপরে বসল, ঠিক তখনি সেখান দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল এক বুড়ো জ্বিন। থুতথুড়ে কোরেসি ওদের দেখে এগিয়ে এলো। বুড়োর চুল দাড়ি সব পেকে সাদা হয়ে গেছে। গায়ের চামড়া ঢিলে হয়ে গেছে। বয়সের ভারে এখন আর সোজা হয়ে চলতে পারে না। চলতে গেলে মাথা অনেকটা সামনের দিকে ঝুলে যায়। মাজা কুঁজো হয়ে যায়।

লম্বা লম্বা পা ফেলে কোরেসি ওদের সামনে এসে দাঁড়ালো। একগাল হেসে বলল, কি খবর বন্ধুরা? তোমরা এখানে বসে কি করছ?

কোরেসিকে দেখে ওরা দুজনেই উঠে দাঁড়ালো। তমিজের সঙ্গে সালাম জানালো। হাজার হলেও তিনি বয়ঃজ্যেষ্ঠ। তাকে সম্মান দেখানো নিয়ম। তাছাড়া কোরেসি হলো সাবরিনা আর জারিনার নানাজান। তাই সালাম জানিয়ে বলল, আমরা একটা মিটিং করছি।

-কিসের মিটিং করছ তোমরা?

-আমরা একটা জটিল সমস্যায় পড়েছি। তারই আলোচনা করছি।

-তোমাদের সমস্যার কথা আমাকে বলো। দেখি তোমাদের কোনো উপকারে আসতে পারি কিনা।

-তুমি কি পারবে?

-বলেই দেখ না। আমার বয়স পনের-শো বছর। পনেরশো বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে আমার।

-তাহলে এই পাথরটায় বসে পড়। কাঁধের ঝোলাটা নামিয়ে রাখ।

-তা কথাটা মন্দ বলোনি। ঝোলাটা বেশ ভারি। বুড়ো হয়ে গেছি তো, বইতে বেশ কষ্ট হচ্ছে।

-কি আছে তোমার ওই ঝোলার ভেতরে? সাবরিনা জিজ্ঞাসা করল।

কোরেসি চোখ পিটপিট করে ওদের দিকে তাকালো। সাদা দাড়ির ভেতরে চিরুনির মতো আঙ্গুল চালিয়ে বলল, কিছু তো আছে বটেই। খাবে নাকি মিশরের আনার। খুব সুস্বাদু। আমার মেয়ে সারা বেগম, মানে তোমার মা খুব পছন্দ করে। তাই নিয়ে এলাম।

জারিনা বলল, তোমার মেয়েতো বুড়ি হয়ে গেছে। এখনো তার জন্য তোমার দীলে এত মায়া?

-কেন হবে না। সে তো খুব লক্ষী মেয়ে। আমাকে কত ভালবাসে।

-আমরা বুঝি তোমাকে ভালবাসি না?

-তাই কি আমি বলেছি। তোমরাই তো আমার অবসর কাটানোর উত্তম সাথী।

কথা বলতে বলতে কোরেসি দুটো পাকা আনার জারিনা আর সাবরিনার হাতে দিলো। বলল, এবার বলো। তোমাদের সমস্যার কথা শুনি। আমার হাতে খুব বেশি সময় নেই।

সাবরিনা ব্যস্ততার সাথে বলল, আমাদের হাতেও বেশি সময় নেই। অনেকক্ষণ হয়ে গেছে আমরা প্রাসাদ থেকে বেরিয়েছি। বাদশা সোলায়মান প্রাসাদে ফিরে আমাদের দেখতে না পেয়ে ভীষণ রেগে যেতে পারেন। বাদশা রেগে গেলে আর রেহাই নেই। হিকমত আলি আমাদের কঠিন শাস্তি দেবে।

বুড়ো কোরেসি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কোন হিকমত আলির কথা বলছ?

২১ পৃষ্ঠায় দেখুন

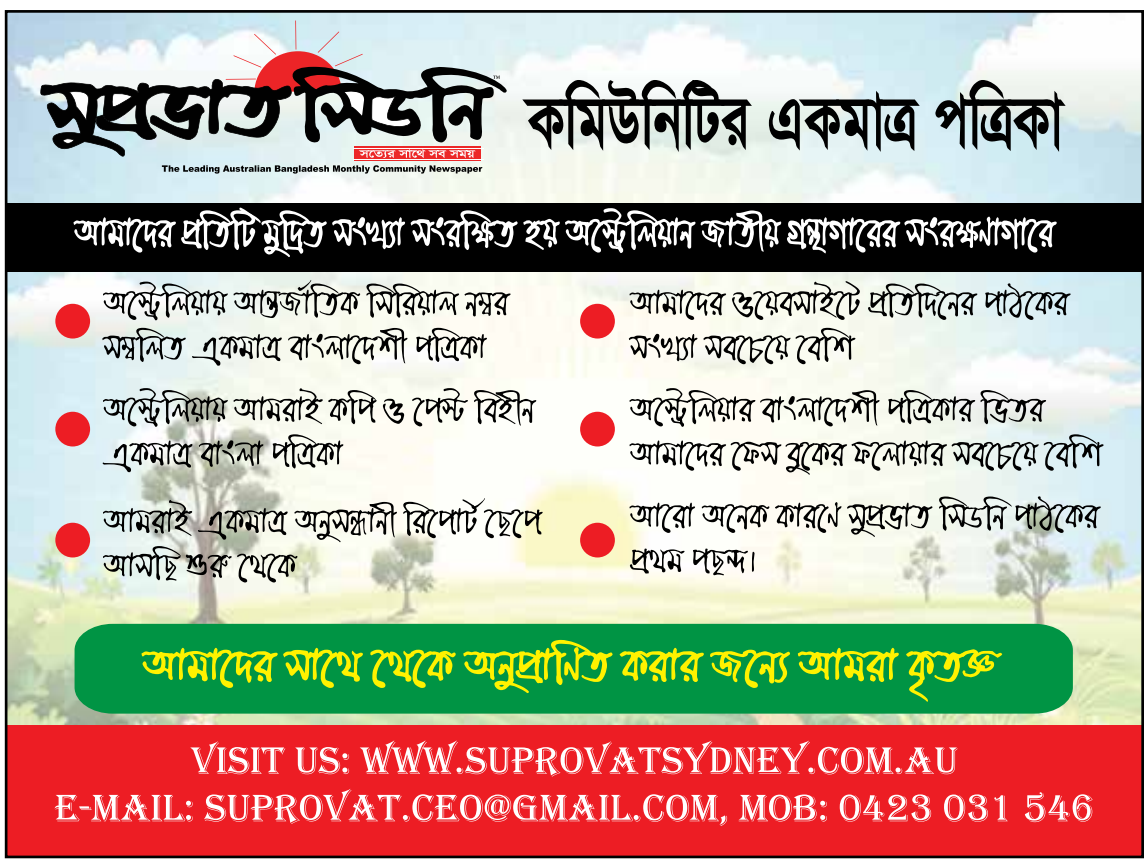

২০ পৃষ্ঠার পর

-জ্বিন সম্রাট হিকমত আলি। তোমার বড় জামাই।

-তোমরা তার খপ্পরে পড়লে কি করে। সে তোমাদের খুব খাটাচ্ছে বুঝি?

-তুমি দেখছি কিছুই জানো না। আমরা হিকমত আলির খপ্পরে পড়িনি। আল্লাহর পেয়ারা নবী, তামাম জাহানের জ্বিন-ইনসান, পশু-পাখির যিনি একছত্র অধিপতি বাদশা সোলায়মানের সেবা যত্নের কাজে নিয়োজিত হয়েছি। আর তোমার জামাই হিকমত আলি এখন বাদশা সোলায়মানের প্রধানমন্ত্রী।

বিস্ময়ে বুড়োর চোখ ছোট হয়ে গেল। তাই নাকি! তোমরা তো দেখছি ভীষণ সৌভাগ্যবতী।

-একথা বলছ কেন? তুমি কি তার সম্পর্কে জানো?

-খুব জানি। তোমরা তো জানো না। আমি এক সময় জ্ঞান শিক্ষার জন্য বাদশা দাউদের প্রাসাদে ত্রিশ বছর কাটিয়েছি।

-বলো কি!

-তাহলে আর বলছি কি। বাদশা দাউদ আল্লাহর নবী। তার ওপরে আসমানী কেতাব আল যবুর নাজেল হয়েছে।

-সে কথা তো সবাই জানে। কিন্তু তুমি সেখানে কি জ্ঞান শিক্ষা করতে গিয়েছিলে?

-আল যবুরে আল্লাহ পাক দুনিয়ার মানুষের জন্য কি ম্যাসেজ পাঠিয়েছে, তা জানার কৌতুহল দমন করতে না পেরে একদিন খুব ভোরে তার প্রাসাদের উদ্দেশ্যে রওনা হই। দিনটা ছিল অতিব সুন্দর। আকাশ ছিল মেঘমুক্ত। বাতাসে ছিল সহনীয় উষ্ণতা। খুব গরমও না খুব ঠাণ্ডাও না। একজন দরিদ্র কৃষক বালকের রূপ ধরে শাহী মক্তবের দরোজায় গিয়ে দাঁড়ালাম। আমাকে দেখে বৃদ্ধ মৌলবি সাহেব জিজ্ঞাসা করল, কি চাও খোকা?

-আমি আপনার কাছে এলেম শিক্ষা করতে চাই।

-তুমি কোত্থেকে এসেছ? মানে তোমার বাড়ি কোথায়?

-অনেক দূরের এক গ্রামে আমার বাড়ি। আমার পিতা একজন দীনদরিদ্র মামুলি কৃষক। কৃষিকাজ করে তার দিন চলে। আমাকে এলেম শিক্ষা দেবার মতো আর্থিক স্বচ্ছলতা তার নেই। তাই পথে বেরিয়ে পড়েছি। আমার কথা বার্তায় মৌলবি সাহেব খুশি হলেন। তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন বাদশা দাউদের কাছে। তিনি তার বাড়ির সামনে একটা পুকুর পাড়ে একা বসেছিলেন। তার পোশাক আশাক ছিল অতি সাধারণ। তাকে দেখে মনেই হবে না তিনি একজন বাদশা। একজন মামুলি প্রজাই মনে হবে। আমরা তার কাছে গেলে তিনি মৌলবি সাহেবকে সেলাম জানালেন। তারপর তারা নিজেদের মধ্যে আলাপে মশগুল হলেন। ফিরে আসবার আগে বাদশা বললেন, ওকে শাহী মক্তবের এতিম খানায় ভর্তি করে নিন। মৌলবি সাহেব কোনো কথা না বলে আমাকে নিয়ে ফিরে আসছিলেন। আমার কৌতুহল হচ্ছিল। তিনি আমাদের কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না, আমাদের উদ্দেশ্য কি করে জানলেন। মৌলবি সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, যিনি আল্লাহর অসীম কৃপার অধিকারী, তিনি অনেক কিছুই নিজের থেকে জানতে পারেন। দিব্য দৃষ্টির দ্বারা অনেক কিছুই দেখতে পান।

কোরেশি নানা যেভাবে কথা শুরু করল তাতে তার গল্প শেষ হতে ক,দিন লেগে যাবে তার ঠিক নেই। সাবরিনা জারিনার হাতে অত সময় নেই। তাই নানাজানের কথার রাশ টেনে বলল, বাদশা দাউদের গল্প আরেকদিন শুনবো। এখন আমাদের যেতে হবে। কোনো সৎ পরামর্শ থাকলে বলুন। যাতে আমাদের সমস্যার আসান হয়।

সোলায়মানকে ছেলেবেলা থেকে কিশোর বয়স পর্যন্ত যেরকম দেখেছি, তাতে করে অত্যন্ত সৎ আর ন্যায়পরায়ণ। ফলে তার কাছে না শুনে কোনো বড় কিছু তোমরা নিয়ে যেও না। সে ফুল খুব ভালবাসে। তোমরা তার জন্য ফুল নিয়ে যাও। ফুল দিয়ে তার কক্ষ সাজিয়ে দাও। তাতেই সে খুব খুশি হবে।

৭. গুণী পাথর

কথা বলতে বলতে কোরেশি তার ঝোলার ভেতর থেকে বের করল এক খণ্ড পাথর। সাবরিনার হাতে দিয়ে বলল, এটা নিয়ে যাও। পাথরটার বিশেষ গুণ আছে। খুবই দুষ্প্রপ্য নীলা পাথর এটা। সাগর তলা থেকে তুলে আনা। পাথরটা দিনের একেক সময় একেক রকম রং ধারণ করে। সকালের দিকে লাল, দুপুরের দিকে গাঢ় বেগুনি। বিকেলে ফিকে কমলা আর রাতে উজ্জ্বল নীল।

পাথরটা একটা ফুলদানির মাথায় বসিয়ে রাখবে। তাহলে ঘরে আর বাতি জ্বালানোর দরকার হবে না। এর থেকে যে আলো বিচ্ছুরিত হবে তাতেই একটা মায়াময় পরিবেশ তৈরি হবে।

একটা পেপার ওয়েটের মতো পাথরটা হাতে নিয়ে ওরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো। পাথরটা দেখতে অপূর্ব সুন্দর। সাবরিনা তার নানাজানকে জিজ্ঞাসা করল, বাদশা যদি জানতে চায় এটা আমরা কোথায় পেলাম। তাহলে কি বলব?

-আমার কথা বলবে। অপনার কোরেশি চাচা খুশি হয়ে এটা আপনাকে দিয়েছে।

-এইটুকু বললেই বাদশা সুলায়মান আপনাকে চিনবে? বিস্ময় প্রকাশ করল জারিনা।

বৃদ্ধ কোরেশি তার হেড়ে গলায় খানিক হে হে করে হাসল। হাসি থামিয়ে বলল, বলেই দেখো না। কথা শেষ করে কোরেশি আর দাঁড়ালো না। নিজের পথে রওনা হয়ে গেল।

জারিনা আর সাবরিনাও তাদের পথে রওনা হলো। সবকিছু সংগ্রহ করে নিয়ে প্রাসাদে ফিরে গেল। ফুল দিয়ে বাদশার শোবার ঘরটা সুন্দর করে সাজালো।

কোরেশির দেওয়া বিশালাকার নীলা পাথরটা একটা ফুলদানির মাথায় বসিয়ে দিলো। যে পালঙ্কের ওপরে বাদশা সোলায়মান ঘুমায়, সেই পালঙ্কের বাজুর আড়ালে মাথার কাছে রেখে দিলো। যাতে করে হঠাৎ কেউ পাথরটাকে দেখতে না পায়। আর দেখতে না পেলে বুঝতেও পারবে না, যে জিনিসটা থেকে এমন সুন্দর আলো চারিদিকে ঠিকরে পড়ছে সেই জিনিসটা আসলে কি। এই আলোর উৎসই বা কোথায়। একটা মায়াবি গোলক ধাঁধাঁর মতো হবে ব্যাপারটা।
জারিনা আর সাবরিনা কাজটা করতে পেরে আনন্দে ডগমগ। ঘরটা সাজানোর আগে তারা নিজেরাও বুঝতে পারেনি এমন মনোহারিণী হয়ে উঠবে ঘরের পরিবেশ।

ঘর সাজানো শেষ হলে নিজেরাই ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন এ্যাঙ্গেল থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করল। কোথাও অপছন্দ হলে সেখানে আবার রদবদল করে দেখল আগের চেয়ে ভালো হয়েছে কি না। এইভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কাজটা সারতে তাদের দুপুর গড়িয়ে গেল।

কাজ শেষ করে আনন্দে নাচতে নাচতে চলে গেল গোসল করতে। গোসল করে নিজেরাও মনের মতো করে সাজল। একে তারা দু,জনেই খুব সুন্দরী। মাখনের মতো মসৃণ গায়ের ত্বক। দুধ আলতা মেশানো গায়ের রঙ। এত লাবন্যময় যে ভেতরের শিরা উপশিরাতে যে রক্তস্রোত বয়ে চলেছে, একটু তীক্ষন দৃষ্টি দিয়ে তাকালে তা বাইরে থেকে দেখা যায়।

তার ওপরে হীরা জহরতের কাজ করা মখমলের জমকালো পোশাক। সালোয়ারের ওপরে ঘাগরা, মাথার ওপরে ফেলে দেওয়া ওড়না। সব যেন ঝলমল করছে। ওই বিশেষ আলোর গুণে আরও বেশি খোলতাই হয়েছে রঙের কারুকাজ। এইভাবে সেজেগুজে দু,জনে বাদশার পালঙ্কের শিয়রে শোকেসে সাজানো পুতুলের মতো বাদশা সোলায়মানের ফিরে আসার প্রতিক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল। *(চলবে...)*

অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাভাষী প্রধান কমিউনিটি পত্রিকা সুপ্রভাত সিডনি'র উদ্যোগে সম-সাময়িক বিষয় নিয়ে এখন থেকে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হবে সুপ্রভাত সিডনি ফেইস টু ফেইস লাইভ অনুষ্ঠান

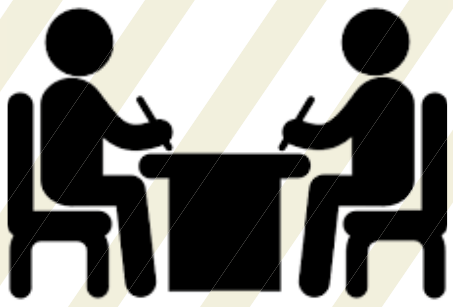

সুপ্রভাত সিডনি™
সত্যের সাথে সব সময়
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper
Suprovat Sydney
Face to face 'live'

আমরা আশা করছি এই প্রানবন্ত আলোচনার মাধ্যমে আমাদের মাঝে সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক প্রসঙ্গসহ যে কোন প্রাসঙ্গিক বিষয়ে গঠনমূলক বিতর্ক ও মতবিনিময়ের সংস্কৃতি চর্চার সুযোগ গড়ে উঠবে।

Drexler & Partners
Litigation and Insurance Lawyers

Experts In Motor Vehicle Claims &
- Workers Compensation Claims
- Public Liability Claims (slip & fall)
- Medical Negligence
- Product Liability

No Win - No Pay! for our legal costs

Law Society Accredited Specialists

And
- Family Law • Family Provisions
- Commercial Law
- Conveyancing
- Acting in Supreme Court, District Court and Local Court
- Defamation

Contact
Waldemar Draxler & Hamad Zreika
(T) 61-2-9211 3399
(T) 61-2- 9188 1270
(F) 61 -2-9211 6032

Suite 11, Level 11, 59 Goulburn Street SYDNEY NSW 2000
Our New Office : Suite - 204, Level - 2, 39 Queen st, Auburn NSW 2144

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, April-2019
Year-10

বিশ্বাসের প্রতিফলন কর্মে

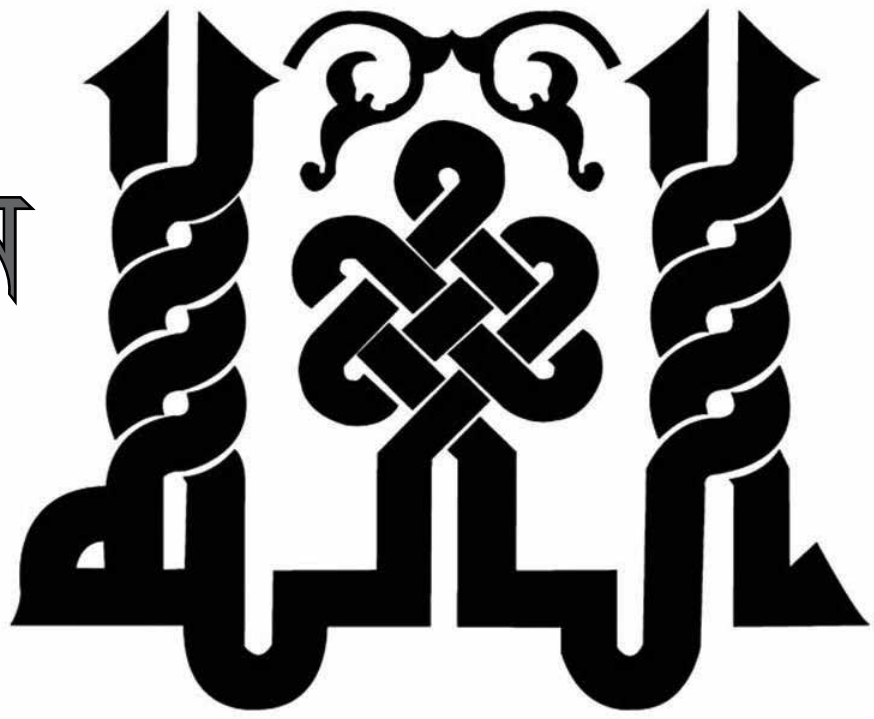

মোস্তফা আব্দুল্লাহ

জীবন অভিজ্ঞতার আলোকে আমার এক লেখা পড়ে এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু কৌতুক করে বলেছিলো যে – তোমার তো পোয়াবারো, কোন কিছু না করে হাত গুটিয়ে বসে থাকলেও কোন অসুবিধা নাই।

যখনি প্রয়োজন পড়বে – তখনি কোন ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপে তোমার কর্ম হাসিল! সেখানে লিখেছিলাম যে জীবনে যখনি কোন বাঁধার সম্মুখীন হয়েছি, তখনি আমার মনে হয়েছে যেন কোন এক ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপের কারনে তা থেকে আমি উতরে যেতে পেরেছি।

বন্ধুর এই কৌতুকের জবাবে রসুলুল্লাহ (সা:) এর একটা হাদিস এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলি, কোন একজন নাকি উনাকে প্রশ্ন করেছিলেন; আমি কি আমার উটটিকে আল্লাহর ওপর ভরসা করে ছেড়ে রাখব - না বেঁধে রাখব? রসুলুল্লাহ (সা:) জবাবে বলেছিলেন; আল্লাহর ওপর ভরসা রেখেই উটটিকে বেঁধে রাখ।

বন্ধুটি যথাসম্ভব কেবল মাত্র তর্কের খাতিরেই তর্কের জন্য প্রশ্ন রাখল "আমি যদি আমার নিজের সর্বোচ্চ যোগ্যতা ও চেষ্টা নিয়োগ করে কোন কর্তব্য সম্পাদনে ব্রতী হই – তাহলে কি সৃষ্টিকর্তার ওপর ভরসা বা বিশ্বাস রাখাটা কি একেবারেই আবশ্যকীয়?„ প্রথমেই সোজা সাপটা যে উত্তরটা মনে আসলো; হ্যাঁ, যদি আল্লাহ্ তায়ালাকে বিশ্বাস কর তবে নিশ্চয়ই আবশ্যকীয়, আর তা না হলে - যে যেটা মনে করবে সেটাই তার জন্য সঠিক। উত্তরটা খুব সোজা সাপটা হলেও তা খুব একটা জোরালো বা জুতসই হয়েছে বলে আমার মনে হয় নাই। তাই মনে মনে খুঁজতে থাকলাম দৈনন্দিন জীবন অভিজ্ঞতা থেকে কোন একটা উদাহরন।

আপনারা সবাই নিশ্চয়ই খেয়াল করে থাকবেন ঢাকা শহরের রাস্তার জ্যামে কিম্বা ট্রাফিক সিগনালে কোন গাড়ি দাঁড়ানো মাত্র এক পাল ভিখারী এসে হাত পাতে। প্রতিটি ভিখারীই আপ্রাণ চেষ্টা আপনার মন গলাবার জন্য যেন তারই প্রতি দয়া পরবশ হয়ে তাকেই দান করেন। আপনার পক্ষে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সবাইকে দেয়া সম্ভব হয় না – তাই আপনি যাকে সবার চেয়ে আপনার দান পাওয়ার বেশি উপযুক্ত বলে মনে করেন তাকেই দিয়ে থাকেন। যারা হাত পাতছে, তারা কেউই নির্ধারণ করছে না যে কে পাবে – নির্ধারণ করছেন আপনি অর্থাৎ যিনি দেনেওয়ালা বা ওপরওয়ালা। জীবনের অন্য অন্য ক্ষেত্রেও কি এটা প্রযোজ্য নয়?

চলুন আরও একটু বড় পরিসরে; অফিসে কে পদোন্নতি পাবে ঠিক করেন বড় কর্তা – তাকে ভাবতে হয় কাকে মনোনীত করলে সব দিক থেকে মঙ্গল। দেশ প্রধান ঠিক করেন কাকে নির্বাচন করলে দেশ বিদেশ ও দশের মঙ্গল। অর্থাৎ জীবনের সর্ব ক্ষেত্রেই চূড়ান্ত ফলাফল নির্ণয়ের ভার আমার আপনার হাতে নয়। তবে তার মানে কি আমরা কোন কিছু অর্জনের চেষ্টা না করেই হাত গুটিয়ে বসে থাকব? ভেবে দেখুন ওই ভিখারী গুলি যদি তাই ভেবে হাত গুটিয়ে বাড়িতে বসে থাকে তা হলে তাদের কি উপায় হবে? আমাদের কাজ আমাদেরই করে যেতে হবে সর্বাত্মক প্রচেষ্টার সাথে - তবে বিশ্বাস রাখতে হবে যে এই সমগ্র বিশ্ব জগতের যিনি ওপরওয়ালা তিনি সর্ব কাল,স্থান ও পাত্রের বিচারে যার জন্য যা সর্ব শ্রেষ্ঠ, সেটাই নির্দিষ্ট করেন তার জন্য। (দ্রষ্টব্যঃ পবিত্র কোরআন শরীফের সুরা আল কাহফ এর ৬৫ থেকে ৮২ আয়াত)

বিশ্বাস অবিশ্বাস নিয়েই যখন কথা হচ্ছে, চলুন না কথাটাকে নিয়ে আর একটু আলোচনা করা যাক। আমরা সিডনীতে ফিরে আসার পর যে এলাকায় আস্তানা গেড়েছি তার আশেপাশে কোন সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে গেলে দেখা যায় যে আমিই মোটামুটি অন্য সবার থেকে বয়সে জ্যেষ্ঠ আর সেই সুবাদে যদি কখনো কোন কিছুর কারণে কিম্বা কারোর জন্য দোয়া মোনাজাত করার প্রস্তাব আসে তাহলে সবাই আমার দিকে আঙ্গুল নির্দেশ করে। এতে আমি একটু বিব্রত বোধ করি। বিব্রত এই কারণে নয় যে দোয়া চাইতে আমার কোন আপত্তি বা অসুবিধা আছে – বস্তুত আমি মনে করি যে সবার জন্যই সর্বদাই আল্লাহ্ তালার করুণা কামনা করা কর্তব্য। আমার বিব্রত বোধ করার কারণ - দোয়া বা মোনাজাত পরিচালনার যে যোগ্যতার প্রয়োজন, তা আমার আছে কি নাই? এছাড়া মহান সৃষ্টি কর্তার কাছে হাত পাতা বা কোন কিছুর জন্য আবেদন করার পন্থা ও যোগ্যতা নিয়েও আমার নিজস্ব একটা দৃষ্টি ভঙ্গি রয়েছে।

আমরা তো সদা-সর্বদাই কিছু না কিছু আকাঙ্খা করে যাচ্ছি, আর তা অর্জনের জন্য যত রকম প্রস্তুতি, মহরত, কোন কিছুরই কোন কমতি নাই। বিদ্যা বুদ্ধির উন্নয়নের জন্য অধ্যাবসায়, আর্থিক উন্নয়নের জন্য মেধায় শান দেয়া, কর্মক্ষেত্রে উন্নতির জন্য নিয়োগকর্তার নজরে নিজেকে যোগ্য প্রমাণ করা – এ রকম আরও কত কি। তেমনি আল্লাহ্ তালার কাছে যখন কিছু চাইব বা দরখাস্ত করব তখন কি তেমনি কোন প্রস্তুতির প্রয়োজন নাই, নিজেকে আকর্ষণীয় ও যোগ্য করে তোলার? তার সম্মুখে দাঁড়ানোর বা হাত তোলার জন্য ন্যুনতম যোগ্যতাটা কি আমার আছে? আমার বিশ্বাস, নিজেকে একজন বিশ্বাসী মুসলিম বলে গণ্য করাটা হবে কারো জন্য ন্যুনতম যোগ্যতা – আল্লাহ্ তালার দরবারে হাত তুলে কোন কিছুর জন্য দরখাস্ত করার।

এখন প্রশ্ন আসতে পারে বিশ্বাসী মুসলমান এর সংজ্ঞাটা কি? এ ব্যাপারে আমার ধারণা, ধর্মীয় মুরুব্বি বা আলেম উলেমাদের কাছে গিয়ে খুব একটা সুবিধা হবে বলে আমার মনে হয় না। কারণ সাধারণত বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ওনাদের একজনের সংজ্ঞা আরেকজনের সংজ্ঞার সাথে সংঘাত-পূর্ণ হয়। ১৯৫৩ সালে পাকিস্তানের লাহোর শহরে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এক রক্তক্ষয়ী জাতিগত দাঙ্গা ঘটে। পাকিস্তানের মূল মুসলমান জনগোষ্ঠি আহমদিয়া সম্প্রদায়কে কখনোই মুসলমান বলে মনে করে নাই। দাঙ্গার কারণ অনুসন্ধানে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন পাকিস্তানের বিশিষ্ট উলেমাদের কাছে জানতে চান যে মুসলমান বলতে কি বুঝায় বা মুসলমানের সংজ্ঞা কি? বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে উলেমাদের দেয়া সংজ্ঞা গুলি থেকে কোন একজনের সংজ্ঞা গ্রহণ করলে বাকি উলেমা দেরকে কাফের বলে ঘোষণা দিতে হয়! এমতাবস্থায় আমি আবারো নিজের দৈনন্দিন জীবন অভিজ্ঞতা দিয়েই একজন বিশ্বাসী মুসলমান এর সংজ্ঞা খোঁজার চেষ্টা করি। আমরা আমাদের সামাজিক জীবনে বিভিন্ন সংগঠন সমিতি ক্লাব ইত্যাদির সদস্য হয়ে থাকি। যে কোন ধরনের সংগঠনের সদস্য হতে হলে সেই সংগঠনের নিয়ম কানুন সমূহ মেনে চলতে হবে এবং তবেই সেই সংঘটনের সদস্য বলে নিজেকে দাবি করা যাবে।

ধরা যাক বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর কথা; এর সদস্যদের ন্যুনতম যোগ্যতা সমূহের মধ্যে থাকতে হবে ; বাংলাদেশের নাগরিক, শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা, বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য, সামরিক প্রশিক্ষণ, সামরিক পোশাক পরা, দেশের ডাকে যুদ্ধে যাওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের মুক্তি যুদ্ধের সময় অনেক বেসামরিক বীর মুক্তিযোদ্ধাই রণক্ষেত্রে প্রচণ্ড সাহসিকতা ও রণকৌশলের মাধ্যমে শত্রুকে পরাজিত করে বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছিলেন। তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধিকার বলে এক একজন বড় মাপের যোদ্ধা। কিন্তু তার পরেও তারা কি কেউ নিজেকে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর সদস্য বলে দাবি করে বা করতে পারেন?

অর্থ্যাৎ সব ধরণের যোগ্যতা থাকার পরেও কেউ কোন একটা সংগঠন বা দলের সদস্য বলে নিজেকে দাবি করতে পারে না – যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি উক্ত দলের ন্যুনতম নিয়মকানুন গুলো পালন করবেন।

এই যুক্তিতেই আমার বিশ্বাস যে কাউকে মুসলমান হিসাবে আল্লাহতালার কাছে হাত তোলা বা দরখাস্ত করার জন্য মুসলিম উম্মাহর সদস্যভুক্ত হওয়া প্রয়োজন এবং তা হলেই আমাদের আবেদন/আরজ/আর্জি/দরখাস্ত যাই বলি না কেন, গ্রহণযোগ্যতার সম্ভাবনা পাবে। কাউকে এই মুসলিম উম্মাহর সদস্য হতে হলেও নিশ্চয়ই কিছু ন্যুনতম নিয়ম কানুন পালন করতে হবে। আমার ধারণা, কেউ এ ব্যাপারে দ্বিমত করবেন না যে নিম্নোক্ত ন্যুনতম কার্য সমূহ সম্পাদনের মাধ্যমেই নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করা যেতে পারে:

- আল্লাহ্ ও রাসুলের প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্য
- দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়
- রমজান মাসে রোজা রাখা
- নিয়ম মাফিক নিয়মিত যাকাত আদায় করা
- আর্থিক ও শারীরিক সামর্থ্য সাপেক্ষে হজ্ব আদায় করা

এই সমস্ত ন্যুনতম যোগ্যতা অর্জনের পরও কেউ যদি আল্লাহতালার আরও অনুগ্রহ পেতে চায় বা নিকটবর্তী হতে চায় তবে তার জন্য তো আরও জ্ঞান অর্জন ও অনুশীলনের মাধ্যমে তা অর্জনের পথতো খোলাই আছে। যে ভাবে একজন সৈনিক দিন দিন আরও প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন এর মাধ্যমে আরও চৌকস যোদ্ধা বা পেশাধারী হয়ে আরও উন্নতি করতে পারে।

একটা বিষয় স্পষ্ট করার প্রয়োজন যে সৃষ্টিকর্তার কাছে হাত পাতার অধিকার সবারই রয়েছে এবং যার যে বিশ্বাস তিনি তা তার মত করেই করবেন। তবে আমার ধারনা একজন মুসলমান হিসাবে আল্লাহ্ তায়ালার কাছে হাত পাতার জন্য বিশ্বাসী মুসলমান হওয়াটাই কাম্য। আমার এরকম মনে হওয়াটা সঠিক নাও হতে পারে, তাই যে কোন ভুল ভ্রান্তির জন্য আল্লাহ্ তায়ালার কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থী।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

নারী দিবস

|| রাণা চ্যাটার্জী

আর একটা বিশেষ দিন পার করে ফেললাম দেখতে দেখতে, নারী দিবসের ঢেউ। রাত বারোটা বাজার অপেক্ষা, মোবাইল আতঙ্কিত হচ্ছিল ," ম্যাসেজ সুনামি"

আসবে, এই বুঝি জলোচ্ছ্বাসের থেকে বেশি স্পর্ধা নিয়ে! চারিদিকে তোড়জোড় পোস্টার-ফেস্টুন, কত প্রশংসা স্তুতি আছড়ে পড়ছে নেট দুনিয়া জুড়ে। ভাবছি এর কয়েক আউন্স নজর যদি বাড়ির পুরুষরা নিজ নিজ বাড়ির মহিলা, বয়স্কা, শিশু কন্যাটির প্রতি দেখাতো, তাহলে বেশ হতো। কিন্তু একজন নারী প্রতি মুহূর্তে উপলব্ধি করে চলেছে আসল বাস্তবতাকে নগ্নভাবে। নারী নিয়ে মাদকতা আছে, কিন্তু নারী,র প্রথম অক্ষরটিই `না, বলেই হয়তো আজও একবিংশ শতাব্দীর এই সময়ে এসেও নারীকে শুনতে হয় প্রতি পদে পদে ঘরে বাইরে কেবল `না, শব্দ।

মানবচক্রের যেই মাধ্যমে আমাদের এই পৃথিবীতে আসা, তার একটি অপার মাধ্যম এই নারী। এই নারী কখনো আপনার মা, কখনো আপনার বোন আবার কখনো স্ত্রী। ধর্মেও আছে নারীর সম্মানের স্থান। হাজার সম্পর্কের মাঝে তাদের সঙ্গে আপনার আমার সম্পর্ক অন্যতম। নিজেকে অন্যের সুখে হাসতে হাসতে বিলিয়ে দিতে পিছপা হন না এই নারী। প্রত্যেকে নিজের মায়ের কথা একবার মনে করুন, প্রায় প্রত্যেকে দেখবেন স্মৃতি পটে ভেসে উঠবে এক স্নেহভরা, দরদী, পরিবারের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ স্বীকার করা একটা মুখ, যে সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে চলেছে সংসারের জন্য। এই মানুষটিকে আমরা কি বলতে পারি না মা তোমার রেষ্ট দরকার, আজ তুমি বসো মা। চরম অসুস্থ হওয়া ছাড়া এই মানুষটা, শরীরের শক্তির শেষ বিন্দু পর্যন্ত নিজেকে সঁপে দেয়। ঠিক এই ভাবে স্মরণ করুন আপনার সহধর্মিনীকে, আপনার দিদি-বোনকে, মাসিমা-কাকিমা, দিদিমা, ঠাকুমা আপনার প্রতি একনিষ্ঠ বান্ধবীটিকে, এমনকি কাজের মহিলাটিকে। দেখবেন কত রকমের প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে এই নারীদের চলতে হয়। এনারা জানেন স্নেহ, দয়া-মায়া, ভালবাসায় নিজের কাছেই মানুষগুলোর সমস্যা ও সমাধানের হালটি কাঁধে তুলে নিতে। নানা ঘাত-প্রতিঘাত পার করেই চলে এই নারীর জীবন।

নারীদের জন্য উৎসর্গ করা যায় বছরের প্রত্যেকটি দিন। তাকে উদ্দেশ্য করে যা-ই করা হয়, তা-ই হয়তো তার করা কাজের কাছে কম। তাই নারীদের উদ্দেশ্য করে আর তাকে সম্মান জানাতে বিশ্বে একটি দিন পালিত হয় নারী দিবস হিসেবে। সেই দিনটি হল আজ ৮ মার্চ। নারী দিবসের ইতিহাসমূলত দিবসটি উদযাপনের পেছনে রয়েছে নারী শ্রমিকের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের ইতিহাস। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে মজুরি-বৈষম্য, কর্মঘণ্টা নির্দিষ্ট করা, কাজের অমানবিক পরিবেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কের রাস্তায় নেমেছিলেন সুতা কারখানার নারী শ্রমিকরা। সেই মিছিলে চলে সরকারের লেঠেল বাহিনীর দমন-পীড়ন।

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে নিউ ইয়র্কের সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট নারী সংগঠনের পক্ষ থেকে আয়োজিত নারী সমাবেশে জার্মান সমাজতান্ত্রিক নেত্রী ক্লারা জেটকিনের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন হয়। ক্লারা ছিলেন জার্মান রাজনীতিবিদ; জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির স্থপতিদের একজন। এরপর ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন। ১৭টি দেশ থেকে ১০০ জন নারী প্রতিনিধি এতে যোগ দিয়েছিলেন। এ সম্মেলনে ক্লারা প্রতি বৎসর ৮ মার্চকে `আন্তর্জাতিক নারী দিবস, হিসেবে পালন করার প্রস্তাব দেন। সিদ্ধান্ত হয় ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ থেকে নারীদের সম-অধিকার দিবস হিসেবে দিনটি পালিত হবে। দিবসটি পালনে এগিয়ে আসে বিভিন্ন দেশের সমাজতন্ত্রীরা। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে বেশ কয়েকটি দেশে ৮ মার্চে নারী দিবস পালিত হয়। বাংলাদেশ ১৯৭৫ সাল থেকে ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করছে। বর্তমানে পৃথিবীজুড়েই পালিত হচ্ছে দিনটি, নারীর সমঅধিকার আদায়ের প্রত্যয় পুনর্ব্যক্ত করার অভীপ্সা নিয়ে। সেই থেকেই আজ অবধি ৮ মার্চ বিশ্বজুড়ে পালিত হয় `বিশ্ব নারী দিবস,। দেশে দেশে নারী দিবস বাংলাদেশে দিনব্যাপী র‍্যালি আর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয় বিশ্ব নারী দিবস। এছাড়া নারী দিবসকে ঘিরে বেগুনি রঙের শাড়ি, সালোয়ার-কামিজ কিংবা নারী তার পছন্দের মতো পোশাকটি পরে দিনটি উদযাপন করে। ভারতে দিনটিকে ঘিরে নানা আয়োজন করা হয়। এইদিনে নারীদের তাদের কর্মস্থলে সবচেয়ে বড় পদে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হয়। যেমন একটি পুরো বিমানের প্রত্যেকটি পদে দেওয়া হয় নারীকে এবং সেই উড়োজাহাজটি ফেরত আসে ঠিক দুদিন পর। কানাডায় নারীর প্রতি সম্মান জানিয়ে ব্যাকনোটে যুক্ত করা হয় নারীর ছবি। যা দেশটির মুদ্রার দেড়শ, বছরেও হয়নি। নারী দিবসকে ঘিরেই এ আয়োজন করেন তারা। এছাড়া নারীর প্রতি সম্মান জানিয়ে সৌদি আরবেও পালিত হয় বিশ্ব নারী দিবস। তবে তারা তা ৮ মার্চ পালন করে না। তারা তাদের মতো দিন ঠিক করে দিনটি পালন করে আসছে। অন্যদিকে চীন, জাপানে দিনটিতে নারীদের কর্মস্থল থেকে ছুটি ঘোষণার রেওয়াজ আছে।

নারীদের প্রতিনিয়ত আমাদের সমাজে, পরিবারে কি অফিস কি রাস্তাঘাট, পাবলিক প্লেস সর্বত্র আশঙ্কায় দিন কাটাতে হয়। একটু সাহায্য করে আরো বড় ফাঁদ নিয়ে ছুঁক ছুঁক করা মুখোশ পড়া কিছু ঘৃণ্য মানুষ ক্রমাগত নারীদের অপমানিত, একটু দয়া দাক্ষিণ্য পেতে উদগ্রীব আর তাদের মুখোশ খসে পড়লেই বদনামের তকমায়। নারীরা একজন পূর্ণ স্বাধীন মানুষ, একটা স্বাধীন সত্বা আছে তাদের, জোর করে তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া, নিয়ন্ত্রণ করা, মানসিক অত্যাচার করা কখনোই নারী প্রগতির সহায়ক হতে পারে না, যতই নারী দিবসের জয় ধ্বজা ওড়ানো হোক না কেন!

বাংলাদেশী ডেভেলপার শাপলা সিটির সিডনি সফর

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

গত ২৬ শে মার্চ ২০১৯ সিডনির কোনো এক রেস্তরায় শাপলা সিটি লিমিটেড এর সৌজন্যে Excusive Buffet Night অনুষ্ঠিত হয়। শাপলা সিটির কর্ণধার এমডি বদরুদ্দোজা (মেনেজিং ডাইরেক্টর) আয়োজিত সভায় তিনি বলেন - "বাংলাদেশের একটি অনন্য ডেভেলপার ঢাকার প্রাণকেন্দ্র মতিঝিলের সন্নিকটে কমলাপুর রেল ষ্টেশনের পাশে মুগদা-মান্ডায় গড়ে উঠছে এশিয়ার বৃহত্তমত এবং আধুনিক এক উন্নত সিটি ,রয়েছে আপনার পছন্দমত ফ্ল্যাট কিনার সুবিধা। ১-৫ বৎসরের সহজ কিস্তি, বিভিন্ন সাইজের রেডি ফ্ল্যাট। বিভিন্ন ধরনের আধুনিক ফ্লাট গড়ে উঠছে এ প্রকল্পের অধীনে। ১২ কাঠা জায়গার উপর একেকটি বিল্ডিংএ ১০ তলা বিশিষ্ঠ একেক ফ্লোরে ৮টি ইউনিট হবে।" উক্ত অনুষ্ঠানে সমাজের বিভিন্ন পেশার বাংলাদেশিরা উপস্থিত ছিলেন।বাংলাদেশী সিনিয়র সিটিজেন অফ অস্ট্রেলিয়ার সম্মানীত নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন বিশেষ অতিথি হিসেবে। বাংলাদেশী সিনিয়র সিটিজেন অফ অস্ট্রেলিয়ার নেতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শামসুদ্দোহা নান্টু ,দেলওয়ার হোসেন খান,হোসেন আরজু ,আরিফ রহমান,মাহবুব চৌধুরী,জামিল হোসেন। অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে রেফেল ড্র হলে জামিল হোসেন বিজয়ী হিসেবে আকর্ষণীয় পুরুষ্কার জিতে নেন। অনুষ্ঠান শেষে রাতের খাবার দ্বারা উপস্থিত সকলকে আপ্যায়িত করা হয়।

বি :দ্র : ফ্লাট সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে চোখ রাখুন।

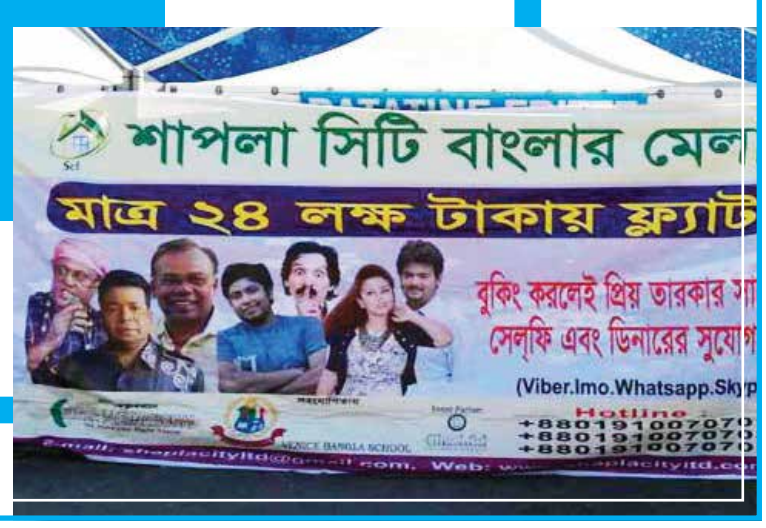

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, April-2019
Year-10
24

সবুজ বাংলা

চিত্ত রঞ্জন গিরি

ভোর উঠলে সূর্যি আলো ফিনকি দিয়ে জাগে,
এপার বাংলা ওপার বাংলা স্বপ্নে সবুজ রাঙে।
পদ্মার ঢেউ দোল দিয়ে যায় তিস্তার বালুচরে,
দোয়েল শ্যামা ফিঙে পাখি ভাটিয়ালির আসরে।

গণেশ পাইন স্বপ্ন আঁকে মেঘনার ফেরিঘাটে,
রাজহংস মেঘ বলাকা নৃত্য পরিপাটে।
ভোরের পাখি গানের উঁকি শামসুর রহমান,
আম কাঁঠাল আর বকুল ফুলে সুবাস বহমান।

বাংলা আমার কাজী নজরুল বাংলা রবীন্দ্রনাথ,
ভোরের শিশির শিউলির ডালে সৃষ্টির জলপ্রপাত।
বাংলাভাষা মাতৃভাষা ঢাকাই জামদানী,
রামরহিম আর খোল কীর্তনে আজানের সুরধ্বনি।

একতারা বাজে বাউলে বাউলে সোঁদামাটির গন্ধে,
আব্বাসউদ্দিন জেগে থাকে কাল উদাসী ছন্দে।
বিদ্রোহ আজ উল্কি আঁকে মুর্শেদ জব্বার,
একুশে ফেব্রুয়ারি, সেলাম তোমায় সেলাম আবার।

প্রেম কি শুধু ভাবের জগৎ শেখালো তা নদের নিমাই,
শরৎ রবি বঙ্কিম কবি জসীমউদ্দীনে ঠাঁই।
চাঁদের হাসি সবুজ দোল মাতৃস্নেহে আঁকা,
বাংলাভাষা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় বিশ্বসংস্কৃতি রেখা।

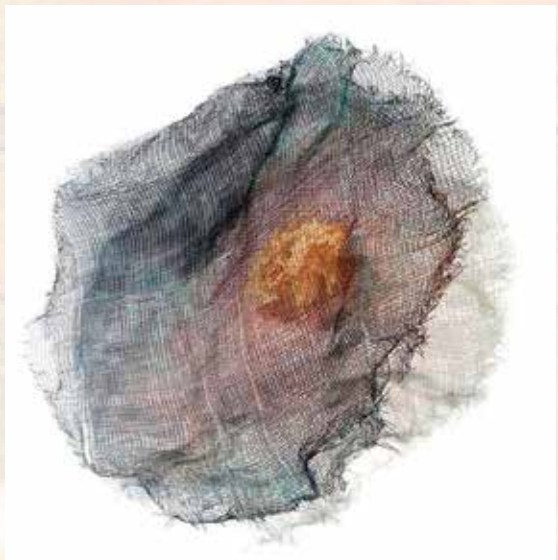

জঠর

সুজাতা মিশ্র

নিমেষেই শেষ করে ঘ্রাণ
আধ কাঁচাগুলো খাদ্য হয় বিলাসী।
পেটগুলো এক একটা প্রাণ
গন্ধ নিতে পারে পঁচা নষ্ট কিংবা বাসি।
পেটগুলো এক একটা প্রাণ
আবার কখনো হয়ে ওঠে গোটা দুটো
গেয়ে ওঠে ডবল খিদের গান
ঠেসে ঠুসে ভরতে হয় বেশ খানিক মুঠো।
দুটোর যখন অনেক খিদে
বাঁধতে চায় টাটকা তাজা খাদ্য ঘর।
কিনতে চায় ঘ্রাণের সিঁধে
দুটো প্রাণের মধ্যিখানে বিলাসী এক জঠর।

নতুন বউয়ের শাড়ি

জ্যোতির্ময় মুখার্জি

কেবল কলম কোলাহল
এলোমেলো
নতুন বউয়ের শাড়ি

যেদিন নদী ঝর্না হবে
ঝর্না ক্রীতদাস
তুমুল আশ্লেষে জড়িয়ে নেবো
অবাধ্য মহাকাশ

চক্রবাস

আহমদ রাজু

যখন এভাবেই চলছে পৃথিবীর চাকা
অশুভ শক্তি- ভক্তিতে মহিয়ান
শৈল্পিক শব্দ পাগলের প্রলাপ
মিথ্যা ছেঁয়ে আছে সত্যের প্রাসাদ
নীতিবান আজ টেনেছে ইতি
আর ভালবাসা শুধু ভাল বাসার জন্যে
তখন তুমি-আমি উল্টো পথে হাঁটবো কেন?
রাজপথে ধুলোর মিছিল- কুয়াশাগুলো নিয়েছে আজ
জাদুঘরে আশ্রয়। মুখে মাস্ক পরে
মনুষ্য আকৃতি হারায় মানুষেরা তবুও!
সকল ভাল কিছুই সরকারের সফলতা
খারাপের মালিক জন্মসূত্রে বিরোধী দল-ই!
এখানে অনেক কিছুই হতে পারে-
অদ্ভুত, ভৌতিক কিংবা অদ্ভুতুড়ে।
রানা প্লাজা ধসে পড়ে হ্যাঁচকা টানে
সাগর-রুনির হত্যাকারীরা ধরা পড়বে চব্বিশ ঘন্টায়!
নিমতলি ট্রাজেডিতে নাশকতার ছায়া
চকবাজারের আগুনেও বিরোধীদলের কায়া।
হাজার কোটি টাকা ঋণ পায় পরিচয়হীনেরা
অথচ- ঘুষের টাকা দেবে না বলে
কৃষি ঋণ পায়না নূরোল কাকারা।
এসো তুমি আমি আমরা সবাই একাকার হই
রঙিন পাল উড়িয়ে দিই মরা গাঙে; যেদিকে বাতাস বয়।
রটনার দুনিয়ায় নতুন ঘটনার জন্ম হোক
আগামী প্রজন্ম যেন জানতেও না পারে-
একদিন এই পৃথিবীতে মাঠ ছিল- ঘাট ছিল
সভ্যতায় ভরা ছিল বিবেকের বাগান।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

অবলুপ্তি

শুভজিৎ বোস

সকালের ভিড়ে হেঁটে যায় সুন্দর ফুলের কুঁড়িরা
তাদের কারো মুখে হাসি, তো কারো মুখে অদৃশ্য প্রতিবাদ,
শহর ছেড়ে গাঁয়ের আনাচে কানাচেও তারা হেঁটে যায়, শুধুই হেঁটে যায়,
তাদের সারাদিনের সঙ্গী কত না অজীব!
গাঁয়ের মাঠঘাট, শহর পাড়ার ময়দানগুলিতে আজ শুধু খাঁ খাঁ রোদ্দুরের হাজিরা,
এগিয়ে যায় তারা উর্দ্ধশ্বাসে!
কেউ ডাকলে বলে এখন না, আমাকে পৌঁছতে হবে খুব তাড়াতাড়ি,
সকাল, বিকেল, সন্ধ্যে তাদের কাছ থেকে হাসি কেড়ে নেয়,
কচিতেই হরণ করা হয় তাদের কাছ থেকে মাঠ-রোদ্দুর, মিঠে স্বাধীনতা,
আসে না সকাল, ওঠে না সূর্য!
হারিয়ে যেতে থাকে তাদের ধৈর্য্য ।
নতুন দিনে, উৎসবে, পরবে তাদেরকে এ কোন সকাল উপহার?
ছিল কত উৎসব, আনন্দ, উদ্দীপনা!
আজ না আছে খেলা, না আছে অন্য কাণ্ড- কারখানা!
আছে স্বাভাবিকতার পথ রুখে নানান বায়না!
ওরা এভাবে! এসব কিছু কিন্তু চায় না।

লুসিফার

রিয়া ভট্টাচার্য

উদীয়মান সূর্যের মত আঁচড় কেটেছ আলতামিরার গুহাগাত্রে...
ফিনিক্স হয়ে জ্বালিয়েছ মশাল পারাবত উদ্যানে,
তারপর বিন্ধ্যাচল পেরিয়ে সেঁচে এনেছ সিন্ধুগর্ভের মাটি,
কালচক্রের পায়ে পিষে তৈরী করেছ কর্দমাক্ত খনিজ,
প্রাণের স্পন্দন তখন ধকধক জ্বলছিল কুলকুণ্ডলিনীতে।
খোদিত পাথরে আঁকা চোখমুখ দেখে হয়েছ নেশাগ্রস্থ...
আপন সৃষ্টিকে প্রেম নিবেদন করে হয়েছ কলঙ্কভাগী,
অভিশপ্ত দীর্ঘশ্বাস জড়িয়ে নীলনদের তীরে
শতাক্ষ হয়ে করেছ অনুতাপ,
দুর্মর পাপের ভাগ কম কি হয়েছে তাতে?
ইবলিশ হয়ে বাঁশি বাজিয়েছ নরকদ্বারে...
মৃতের রক্তে গলা ভিজিয়ে উপহার দিয়েছ নগ্ন অট্টহাসি,
ক্ষুরধার বাক্যবাণে ছিন্নভিন্ন করেছ মনুষ্যত্বের কারাগার-
অন্ধকার তুমি লুসিফার; তবুও তোমায় ভালোবাসি।
বাধ্যতা ও অবাধ্যতার মাঝে যে অবোধ্যসেতু থাকে...
সেখানে প্রতিদিন ফোটে নীলচে শতদল,
অজন্তা হয়ে স্পার্টা ঘুরে ছড়িয়ে পড়েছে তার শেকড়
বিধাতার আসন টলিয়ে অনৈতিক নৈতিকতায়;
এক দেবত্বপ্রাপ্ত শয়তানের গল্প লিখবে বলে।।

আবার অপেক্ষা

সৌগত চ্যাটার্জি

এখনো সেই অপেক্ষার রেলগাড়ি,
`এস ফোর,, বসার জন্যে মারামারি।
`একটা উইনডো সিট প্লিস।,
হাওয়া ছুঁয়েছে গালের কোণ,
রোদ মাখে ঠোঁটের আশপাশ।
অপেক্ষার সারি ছুঁয়ে পেরিয়ে যাচ্ছে সময়,
তার পাশে অন্য গ্রহের মানুষ
ওয়েটিং লিস্ট ধরে খাবি খায়,
গাল দি নিজেকে নিজেই।
তবুও ভালো লাগাতে হয় এই নাগরদোলা।

NAS MEDICAL CENTRE

NAS Medical Centre

Dr Nazma Rahman
Dr Md Akthar Hossain
Dr Noorjahan Shelley

* পর্যাপ্ত গাড়ী রাখার ব্যবস্থা আছে
* বাংলাদেশী পুরুষ ও মহিলা ডাক্তার
* সম্পূর্ণ আলাদা ভাবে মহিলাদের বসার ব্যবস্থা
* নামাজের জন্য আলাদা রুম

Suprovat Sydney Copy Right Protected

৭দিন খোলা থাকবে
সোমবার থেকে রবিবার - সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত

ফোন : 02 9758 9947, ফেক্স : 02 9740 7664
ইমেইল: info@nasmedical.com.au
www.nasmedicalcentre.com.au
Address: 1021 Canterbury Road &
Cnr Willeroo Street Lakemba NSW 2195

Cancer Council New South Wales

GOOD MORNING BANGLADESH

Australia's BIGGEST MORNING TEA 2019

Total Donation Made so far to Cancer Council: Over $218,000

Donation over $2 is Tax Deductable

Enjoy the Joy of Giving with a Toast of Tasty Bangladeshi Breakfast

VENUE: MASCOT PUBLIC SCHOOL, KING STREET, MASCOT
SUNDAY 21st April, 9:30am-12:01pm

For Details, Please Contact: Azad Alam: 0413 785 098 or azadul85@gmail.com

Dr. Shahidur Rahman 0418 418 892, Dr. Habib Ullah 0403 287 758, Dr. M. Bari 0411 083 292
Qamrul Islam 0401 681 134, Nazmul Hossain 0421 844 129, Shahjahan Patwary 0406 510 775
Abdul Hoque 0402 232 940, Imtiaz Siddique 0401 684 005, Belayet Hossain 0403491805,
Daud Bhuiyan 0418 811 701, Zakir Hussain 0404 175 232, Md Mohasin 0413133421

JOIN YOUR FRIENDS, FAMILY AND COMMUNITY FOR A FUN FILLED MORNING OF 'CHA-TA' WHILE DONATING TO A NOBLE CAUSE. HELP RAISE FUNDS FOR THE CANCER COUNCIL'S VITAL RESEARCH, EDUCATION AND SUPPORT SERVICES.

Host: Families Of Bangladeshi Community Sydney
Support Group : Estern Sydney Islamic Welfare Services Inc.

Design: AOZ Print & Graphics. 1215 Botany Rd, Mascot. Ph: 9317 5263

B & M Mechanical - Tyre Services

সম্পূর্ণ বাংলাদেশী দ্বারা পরিচালিত

Monsur: 0449 151 517

Bashit: 0404 365 172

- BATTERIES
- BRAKES
- CLUTCHES
- FULL ENGINE SERVICES
- PINK SLIPS
- RADIATORS
- TYRES
- ROTATE & BALANCE TYRES
- WHEEL ALIGNMENT

Contact: 0449 151 517, 0404 365 172
81-83 Lakemba Street, Belmore, NSW 2192

Suprovat Sydney Copy Right Protected

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

নিউজিল্যান্ডের মসজিদে সন্ত্রাসী হামলার পর্যবেক্ষণ

গোটা বিশ্বে যখন মুসলমানদেরকে এককভাবে সন্ত্রাসীর তকমা লাগিয়ে অনেকে খুশির ঢেকুর তুলছিলেন ঠিক তখনি অস্ট্রেলিয়ার খ্রিস্টান ধর্মালম্বী কুখ্যাত সন্ত্রাসী ব্রেন্টন টেরেন্ট প্রমান করে উল্টোটা। ২৮ বছরের এ নর পিচাশ অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলসের কোনো এক রিমোট এরিয়াতে বেড়ে উঠে। এমন রিমোট এরিয়া যা নাকি আমাদের দেশের উপজেলার মতো ,রাস্তা ঘাট ও অজো পাড়াগাঁয়ের মতো,যেখানে নাই কোনো ভালো শপিং সেন্টার ,নাই কোনো ভালো হোটেল। সাদা জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ব্রেন্টন ব্যায়ামের প্রতি অধিক ঝোক ছিল ,বেক্তিগত জীবনে পার্সোনাল ট্রেইনার হিসেবে পরিচিত ছিল সবার মাঝে। সন্ত্রাসী কার্যকলাপের প্লানিং হিসেবে এশিয়া ,ইউরোপও ভ্রমণ করে এ সাক্ষাৎ শয়তান। তার আদি বংশধর কোন দেশ থেকে এসেছে তা এখনো পরিষ্কার নয় তবে নিজেকে খুব গর্ব করে বলতো : "regular white man, from a regular family". নিউজিল্যান্ড এ মসজিদে সন্ত্রাসী হামলার আগে সে আরো হত্যা ও সন্ত্রাসী কর্ম কাণ্ডের সাথে জড়িত ছিল বলে পুলিশ জানায়। সারা বিশ্বে এ ব্যাপারে হৈ হুল্লা পরে যায়।বিশ্বের বেশিরভাগ অর্থাৎ ৯৯ % জনসাধারণ এ বর্বর হত্যা কাণ্ডের বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে। বিশ্বের ক্ষমতাধর প্রায় সকলেই দুঃখ প্রকাশ করেছেন একমাত্র কসাই মোদী ছাড়া। গোমূত্র পান করে মস্তিস্ক বিকৃত হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

তবে নিউজিল্যান্ডে মসজিদে সন্ত্রাসী হামলার পর ব্রিটেনে ইসলামোফোবিয়া বা মুসলিমদের প্রতি ঘৃণাজনিত অপরাধ প্রায় ৬০০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। উগ্র ডানপন্থী সন্ত্রাসী গোষ্ঠী এসবের পেছনে জড়িত রয়েছে বলে জানা যায় ।

সেদিন জুম্মার নামাজে গিয়ে শহীদ হয়েছিলেন আমাদের বাংলাদেশী কয়েকজন ,আহত ও হয়েছেন বেশ কয়েকজন। নিহত বাংলাদেশিরা হলেন ,বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অর্থনীতির সাবেক অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, সিলেটের ফরিদ আহমেদের স্ত্রী হুসনে আরা আহমেদ, নারায়ণগঞ্জের ওমর ফারুক, চাঁদপুরের মোজাম্মেল হক ও নরসিংদীর জাকারিয়া ভূঁইয়া।

নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী হিজাব পরে মহানবী (স:) এর বাণী দিয়ে Hon Jacinda Ardern PM বক্তব্য দেন , সাংবাদিকদের বলেন -"এটা স্পষ্ট সন্ত্রাসী হামলা হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে "

,তিনি তাঁর সহানুভূতির চরম পরিচয় দিয়ে বিশ্বের দরবারে নিজের স্থান করে নিয়েছেন এক মহিয়সী নারী হিসেবে, তাইতো বিশ্বের অনেক জায়গা থেকে আবেগবান নিরীহ মানুষেরা চাচ্ছে যাতে তাকে নোবেল পুরুষ্কার দেয়া হয়। অসম্ভবকে সম্ভব করে ভালোবাসা দিয়ে বিশ্বের মানুষের মন জয় করেছেন খুব অল্প সময়ে। টুইটে তিনি বলেন, "ক্রাইস্টচার্চে যা ঘটেছে তা অভূতপূর্ব সহিংসতার অসাধারণ কাজ। সন্ত্রাসীদের নিউজিল্যান্ডে কোন স্থান নেই। যারা মারা গিয়েছেন বা অসুস্থ তাদের মধ্যে অনেকেই আমাদের অভিবাসী সম্প্রদায়ের সদস্য হবেন - নিউজিল্যান্ড তাদের বাড়ি - তারা আমাদের । "

কানাডার প্রধানমন্ত্রী Hon Justin Trudeau PM বলেন ,আমরা এই বেদনাদায়ক ট্রাজেডি মধ্যে প্রিয়জনের হারিয়ে যারা পরিবার এবং বন্ধুদের গভীরতম সমবেদনা জানাই । নিউজিল্যান্ডের জনগণ এবং সারা বিশ্বের মুসলিম সম্প্রদায়: আমাদের অন্তরে এবং মনের মধ্যে আছেন। আমরা অবিশ্বাস্যভাবে কঠিন সময়ে আপনাদের সাথে আছি ।

তুর্কি রাষ্ট্রপতি Recep Tayyip ErdoGan তৈয়্যেপ এরদোগান (যাকে বলা হয় ইসলামী বিশ্বের সিংহ পুরুষ) অত্যান্ত আবেগপ্রবণ বক্তব্য দেন। অস্ট্রেলিয়া বা নিউজিল্যান্ডের যে কোনও ইসলামপন্থী চরমপন্থীরা যদি মুসলিম দেশ আক্রমণ করার চেষ্টা করে, তবে তারা "কফিনে" ফিরে আসবে বলে হুঁশিয়ারি উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলেন ,আমরা এখানে হাজার বছর ধরে এসেছি, এবং আমরা বিচার দিবস পর্যন্ত এখানে থাকব। আপনি ইস্তানবুলকে কনস্টান্টিনোপলে পরিণত করতে পারবেন না,আপনাদের দাদারা এসেছিলেন এবং দেখেছেন যে আমরা এখানে আছি। তারপর তাদের মধ্যে অনেকে ফিরে গিয়েছিল, অনেকে আবার কফিনে গিয়েছিল, যদি আপনারা কেউ একই অভিপ্রায় নিয়ে আসতে চান তবে আমরা আপনাদের জন্য অপেক্ষা করবো। "

পাকিস্তানি প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান (Imran Khan) সোশ্যাল মিডিয়াতে লিখেছেন, ইসলামপোবিয়া ৯/১১-এর পরে ১,৩ বিলিয়ন মুসলমানদেরকে যৌথভাবে সন্ত্রাসের যে কোনও পদক্ষেপের জন্য দায়ী করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন ,সন্ত্রাসবাদ একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা , সন্ত্রাসীদের কোন ধর্ম নেই এবং কোনও ধর্মের সাথে যুক্ত হতে পারেনা। তিনি উল্লেখ করেন,

২৮ পৃষ্ঠায় দেখুন

ABU LEGAL
ABU Legal
MEMBER OF THE LAW SOCIETY OF NEW SOUTH WALES
ABN: 71 645 569 415
Committed to Service with Difference
Abu Siddque
LL.B(Hon's), LL.M (Legal Practice)
Solicitor and Barrister
We specialise in:
Immigration Law / Migration
• Sub Class 482 Visa/TSS Visa
• Sub Class 186 Visa
• Sub Class 187 Visa
• Sub Class 190 Visa
• Sub Class 189 Visa
• Sub Class 489 Visa
• General Skilled Migration
• Asylum/Refugee
• Student Visa Application.
Business Migration
• Sub Class 188 Visa
• Sub Class 132 Visa
Family Law
• Divorce Application
• Custody of the Children
Administrative Law
• Appeal to AAT
• Federal Circuit Court
• Federal Court
• High Court of Australia
Phone: 02 8540 3701, Fax: 02 9475 0037
Mobile: 0403343814
Email: abus@lawyer.com
web: www.abulegal.com.au
Our Office : Suite 204, Level .02, 309 Pitt Street, Sydney, NSW 2000

Autism Awareness Rally

Organised by SPECIAL ANGELS...

Location: Lakemba Railway Parade Park, Lakemba NSW 2195
(Next to Anowara Medical Centre)

Date: 07 April'2019

Day: Sunday

Start time: 9.30 AM

Special Angels is going to celebrate Autism Awareness Day on 07 April'19 with a 5 kms Rally starting at Lakemba Railway Parade Park.
Special Angels is a community Project on Autism initiated by few parents of kids with special needs about a year ago. They have been organising monthly gathering which facilitates information sharing, kids' activities, educating people and increasing awareness within community about Autism and other forms of disabilities.
Autism Awareness Day is on 02 April celebrated by many Organisations around the world every year. Special Angels would like to join this big celebration too. Members of this project and volunteers within the local community will participate in the Rally. Complimentary TShirt, participation certificate and light refreshment will be provided at the event.

Your presence or wishes will be crucial to make the event successful. Interested people are requested to contact Pervejul Alam on 0403 857 369 or Anowar Rahman on 0406 811 120.

Special Angels

২৭ পৃষ্ঠার পর

The whole nation mourns this shock !
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম (Donald Trump) নিউজিল্যান্ডকে উদ্দেশ্য করে বলেন " আমরা নিউজিল্যান্ড এর পাশে সব সময় আছি , সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র যা কিছু করতে পারে সব কিছু করতে রাজি । খোদা সবাইকে আশীর্বাদ করুন!" ।তিনি সন্ত্রাসীর কর্মকান্ডকে vicious act of hate বলে আখ্যায়িত করেন। যদিও সন্ত্রাসী তার বক্তব্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কথা উল্লেখ করে তার মেনুফেস্টোতে বলেন : "a symbol of renewed white identity and common purpose„.

ইংলেন্ডের প্রধান মন্ত্রী Theresa May বলেন , "ক্রাইস্টচার্চে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার পরে নিউজিল্যান্ডের জনগণের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা। আমি গভীর ভাবে উদ্বিগ্ন এ ধরনের সহিংসতায়।"
নিউজিল্যান্ডের আহমেদ ভামজি (Chairman of the Mt Roskill Masjid E Umar) রোজকিল মসজিদ ই উমরের চেয়ারম্যান , শনিবার একটি রেলীতে বলেন,সন্ত্রাসীর মদদদাতা নিশ্চিত কোনো ইহুদির এ কাজ । যদিও নিউজিল্যান্ডের ইহুদী সংগঠন আহমেদ ভামজির বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেন। তবে নিউজিল্যান্ড সরকার অত্যান্ত চমৎকার উদ্দ্যেগ নিয়েছেন,নরপিচাশ ব্রেন্টন টেরেন্টকে যে সমস্ত বর্ণ বাদীরা ফেসবুকে সমর্থন জানিয়েছে এ ধরনের পৈচাশিক হত্যাকাণ্ডের জন্যে ,সরকার তাদেরকে গ্রেফতার করছে। এমনকি ভিয়েনায় তার সমর্থিত চেলাদেরকেও সেদেশের গোয়েন্দা সংস্থা গ্রেপ্তার করেছে বলে জানা গেছে। বিশ্বের শান্তিপ্রিয় বিভিন্ন দেশে পুলিশের এ অভিযান শুরু হয়েছে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সত্যিকারের যুদ্ধ ঘোষণা যাকে বলে।
গুলি চালানোর ঘটনাটি ফেসবুকে লাইভ সম্প্রচার করে হামলাকারী। গুলি চালানোর সময় তার মাথায় লাগানো ক্যামেরায় লাইভ সম্প্রচার করা হয়। পুলিশ মানুষকে অনুরোধ করেছে যেন তারা এই `অত্যন্ত পীড়াদায়ক, ভিডিওটি শেয়ার না করেন।
মসজিদে হামলার ঘটনায় ফেসবুক ও ইউটিউবের বিরুদ্ধে মামলা করেছে ফ্রান্সের মুসলিম সংগঠন ফ্রেন্স কাউন্সিল অব দ্য মুসলিম ফেইথ (সিএফসিএম)। হামলার ঘটনাটি ফেসবুকে সরাসরি সম্প্রচার করা ও ইউটিউবে ছড়িয়ে পড়ায় এ দুটি প্ল্যাটফর্মের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়।
শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদের উত্থান এবং ডানপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলতা বিশ্ব মানবতার জন্য বিরাট এক হুমকি এবং এর অবসান এখুনি হতে হবে। গোটা বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় বিচ্ছিন্ন কিছু ইসলাম বিরোধী ঘটনা ঘটে ,অনেকেই মনে করেন সাদা জাতীয়তাবাদ বিশ্বজুড়ে একটি ক্রমবর্ধমান হুমকি ! এজন্য সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

AUSTRALIA 24 NEWS

Australia 24 News, is a world-wide circulated online television channel, where you can boost up your innovation, community events, your business and personal interview to make your Australian political platform stronger in the Australian community. We are helping you to produce documentary video news, promo video news, and voice over for your personal events and it's a great opportunity to highlight your positive activities through this media.
Feel free to contact with us to get involve with AUSTRALIA 24 NEWS.
Email: editor@australia24news.com.au

MRH Business Accountants

MRH BUSINESS ACCOUNTANTS

CHARTERED ACCOUNTANTS AND BUSINESS CONSULTANTS

TAX - GST - AUDIT - SUPER

Rockdale Branch:
Head office
Suite 5, 534 Princes Highway
Rockdale NSW 2216
PH: 02 89603647, Mob: 0448802152
Email: rashed@mrhbusinessaccountants.com.au

Suprovat Sydney Copy Right Protected

CHARTERED ACCOUNTANTS
AUSTRALIA + NEW ZEALAND

Lakemba Branch:
89 Haldon Street
Lakemba, NSW 2195
PH: 02 8041 7359
Mob: 0401 191 231
Email: faisal.halim@mrhbusinessaccountants.com.au

*Yearly income $20,000 or under is considered as low income.

DARWICH BUTCHERY HALAL

We are specalized
In Akika, Sadaqa
Qurbani

দারউইচ কোয়ালিটি মিটস

Darwich Quality Meats

Our Chicken, Lamb, Goat, Beef all hand Slaughtered.

রেষ্টুরেন্ট ও ক্যাটারিং এর জন্য স্পেসাল প্রাইজ

Customer parking available at rear via Gillies Lane.
We cater for all occasions.
We specialise in Akika, Sadaqa and Qurbani.
Free local delivery for all orders over $60.00

Suprovat Sydney Copy Right Protected

حلال HALAL Certified

Phone Number: 9759 2603

শীঘ্রই যোগাযোগ করুন ঃ

New time table for our Business:
Monday to Saturday 07:00 AM-09:00 PM
Sunday 07:00-05:00 PM

Mohamed: 0414 687 786, A.C.N: 251 22 168 996 Tel: 02 9759 2603

Address: 77 Haldon St, (Opposite Commonwealth Bank) Lakemba, NSW 2195

■ ২ কেজি বীফ (কারী পিস) $১৪.৯৯ ■ ২ কেজি বকরীর গোস্ত (কারী পিস) $১৮.৯৯ ■ ২ কেজি লেম্ব (কারী পিস) $১৮.৯৯ ■ ২ কেজি ব্রেস্ট ফিলেট $১৪.৯৯
■ 2 Kg Beef curry $14.99 ■ 2 kg Goat curry $18.99 ■ 2 kg Lamb curry $18.99 ■ 2 kg Breast fillet $14.99

সুপ্রভাত সিডনি™
সত্যের সাথে সব সময়
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper
Suprovat Sydney

পবিত্র রমজানে সূর্যোদয় সেহরি, ইফতার নামাজের সময়সূচি-২০১৯

Day	Fajr	Sunrise	johr	Asor	Iftar/Maghrib	Isha
May 6	5.22	6.33	11.52	3.32	5.10	6.21
May 7	5.23	6.34	11.52	3.31	5.09	6.20
May 8	5.24	6.35	11.52	3.31	5.09	6.19
May 9	5.24	6.35	11.52	3.30	5.08	6.19
May 10	5.25	6.36	11.52	3.29	5.07	6.18
May 11	5.26	6.37	11.52	3.28	5.06	6.17
May 12	5.26	6.38	11.52	3.27	5.05	6.17
May 13	5.27	6.38	11.52	3.27	5.04	6.16
May 14	5.28	6.39	11.52	3.26	5.04	6.15
May 15	5.28	6.40	11.52	3.25	5.03	6.15
May 16	5.29	6.40	11.52	3.25	5.02	6.14
May 17	5.29	6.41	11.52	3.24	5.02	6.13
May 18	5.30	6.42	11.52	3.23	5.01	6.13
May 19	5.31	6.43	11.52	3.23	5.00	6.12
May 20	5.31	6.43	11.52	3.22	5.00	6.12
May 21	5.32	6.44	11.52	3.21	4.59	6.11
May 22	5.32	6.45	11.52	3.21	459	6.11
May 23	5.33	6.45	11.52	3.20	4.58	6.11
May 24	5.34	6.46	11.52	3.20	4.58	6.10
May 25	5.34	6.47	11.52	3.19	4.57	6.10
May 26	5.35	6.47	11.52	3.19	4.57	6.09
May 27	5.35	6.48	11.52	3.18	4.56	6.09
May 28	5.36	6.49	11.52	3.18	4.56	6.09
May 29	5.36	6.49	11.53	3.18	4.55	6.09
May 30	5.37	6.50	11.53	3.17	4.55	6.08
May 31	5.37	6.51	11.53	3.17	4.55	6.08
June 1	5.38	6.51	11.53	3.17	4.54	6.08
June 2	5.38	6.52	11.53	3.16	4.54	6.08
June 3	5.39	6.52	11.53	3.16	4.54	6.07
June 4	5.39	6.53	11.53	3.16	4.54	6.07

Commencement and termination of Ramadan is subject to the sighting of the moon

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

Need Tax Return?

Accounting & Tax should not be so difficult, visit us and see how we can make the difference...

TAX TIME AHEAD

QUALITY SERVICE ASSURED AT LOWEST PRICE | FREE TAX RETURN ASSESSMENT

Taxation Solutions Partnership / Individuals / Company / Trust / Superfund
Business development and management **Bookkeeping** & Many more

CHARTERED ACCOUNTANTS
AUSTRALIA + NEW ZEALAND

bfsPARTNERS
SIMPLIFYING ACCOUNTING

OUR PARTNERS

Zaber Ahamed
Chartered Accountant
Registered Tax Agent
Registered SMSF Auditor
Justice of Peace in NSW

Tanvir Hasan
Chartered Accountant
Registered Tax Agent
Justice of Peace in NSW

Find us on Facebook

Level 5, 189 Kent Street Sydney 2000

www.bfspartners.com.au

সুপ্রভাত সিডনি™
সত্যের সাথে সব সময়
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper
Suprovat Sydney

Suprovat Sydney, April 2019, Volume-4, No-10 ISSN 2202-4573 www.suprovatsydney.com.au

AUSSIE FOREX & FINANCE PTY LTD

AFSL 431354

SEND MONEY TO BANGLADESH

Register now @ www.aussieforex.com.au

ZERO remittance fee for any BDT amount

Cash pick-up (from SIBL)

Account deposit (any bank A/C)

Our Correspondant Bank in Bangladesh

SIBL
Social Islami Bank Limited
Bangladesh
+88 02 9556664, 02 9554822
+88 0961 200 1122 ext-50620-3

SYDNEY
204/60 York Street
Sydney CBD
NSW 2000
(612) 9262 5062
(612) 9262 5061

PERTH
Shop 2
339 Albany Highway
Victoria Park
WA 6100
+618 6164 2478

FOR SALE

THAI RESTURANT FOR SALE IN INGLEBURN CBD

First time in the Market

10 Years in same Brand

Low Rent (Direct from owner)

Open kitchen with 50 seating capacity

Including 457 VISA Approval until 2022

Only Halal Thai Restaurant in this region

Very good location and plenty of parking with backdoor access

Genuine buyer, Please call: 0433 213 566

Copy Right Protected
SUPROVAT SYDNEY